শ্রীশ্রী বিলাপ কুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী কৃত

শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামীর ব্যাখ্যা সহ

অক্ষর বিন্যাস, সংকলন ও সংগ্রহ:
শ্রী অদ্বৈত দাস

শ্রী আনন্দ গোপাল গোস্বামীর বংশ পরম্পরা

১. শ্রী অদ্বৈত প্রভু
২. শ্রী কৃষ্ণ মিশ্র গোস্বামী
৩. শ্রী রঘুনাথ গোস্বামী
৪. শ্রী যাদবেন্দু গোস্বামী
৫. শ্রী রামদেব গোস্বামী
৬. শ্রী নন্দ কিশোর গোস্বামী
৭. শ্রী রামশরণ গোস্বামী
৮. শ্রী ইন্দ্রমণি গোস্বামী
৯. শ্রী কৃষ্ণধন গোস্বামী
১০. শ্রী গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী
১১. শ্রী নীলকান্ত গোস্বামী
১২. শ্রী আনন্দ গোপাল গোস্বামী
১৩. শ্রী নিকুঞ্জ গোপাল গোস্বামী

শ্রীল আনন্দগোপালগোস্বামীর জীবনী

প্রভুপাদ শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী গৌর আনা ঠাকুর বলে প্রসিদ্ধ শ্রীমন্ অদ্বৈত প্রভুর বংশের দ্বাদশ পুরুষ । ১৩০৪ বাং পদ্মনাভৈকাদশী দিনে প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ধামে জন্ম গ্রহণ করেন - পিতার নাম নীলকান্ত গোস্বামী ও মাতার নাম শ্যামবিনোদিনী গোস্বামিনী | উনার যখন চৌদ্দ বৎসর বয়স তখন উনার পিতৃদেব পরিবার নিযে নবদ্বীপ ধামে বাস করিতে গেলেন ও তথায় শ্যামবিনোদিনীকুঞ্জে

শ্রীমদনগোপাল ও দুই পাশে অষ্টসখীদের স্থাপন করলেন | প্রভু সেখানে উনার জ্যেষ্ঠ তাত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে লাগলেন ।

সালে ১৯৩৭ শ্রীল আনন্দগোপাল গোস্বামী বৈষ্ণব গবেষক, লেখক ও প্রকাশক শ্রীল হরিদাস দাসজী শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীর "দানকেলি চিন্তামণি" গ্রন্থের ভাবার্থ জন্য সহজ্য করেন । উপাসনায ভেদ (পূজা পদ্ধতী ভিন্নতা) হাওয়া সত্যেও শ্রীলআনন্দগোপাল গোস্বামীর মুখ্য নিত্যানন্দ বংশ গোস্বামী শ্রীল যদুগোপাল গোস্বামীর সাথে গভীর বন্ধুতা ছিল ।

১৯৫৩-৫৪ সালে প্রভু পরিবার নিযে শ্রীবৃন্দাবনে একটি ছোট কুটীর বানিযে এক বৎসর বাস করলেন । বৃন্দাবনের রাধাদামোদর মন্দিরে এক পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন ধরে বিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ করিলেন । প্রভু বিলাপ কুসুমাঞ্জলির উপর উনার বিখ্যাত পাঠ দেন | অনেক বিখ্যাত আচার্যগণ ও গোস্বামিগণ তখন সেখানে উনার পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন । শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামীগণই নয, উপরই নিম্বর্ক, রাধাবল্লভীয সম্প্রদাযের অনেক আচর্যগণ সেখানে আসিতেন । প্রভু তাঁদেরকে বলেন যে "একজন বাগিচা এসেছেন, আর একজন ক্লান্ত হযে এসেছেন, একজন মালিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই বাগান কে তৈরী করেছেন? কত গাছ হয়, তাঁদের কত ফল হয়? বাগিচার মালিক কে?" আর একজন গ্রামীন লোক খুব ক্লান্ত হযে এসেছেন ও মালিককে বলছেন "আমার কাছে দু' আনা পযসা আছে, আপনার কাছে কিছু আম চাই" । সে মনে মনে ভোগ লাগল ও গাছের ছায়ায় বসে বলিল "বাঃ অপূর্ব আম, অপূর্ব স্বাদ!", তেমনই যে রাধারসসুধানিধি রাধারাণীর প্রসূত একটি অপূর্ব গ্রন্থ, সে কে রচনা করেছেন তা জানার কোনও দরকার নাই, এই বস্তুতে আস্বাদন করা আবশ্যক এবং সে রসনির্যাস করার অধিকার পেতে হবে | রাধাদাস্যই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য" | রাধাদামোদর মন্দিরে পাঠ করিবার

সময প্রভুপাদ হুঙ্কার করতেন | অঙ্গে পুলক হত, চোখে অশ্রুপাত হত - রাধারাণীর মহিমাকীর্ত্তন করতে করতে মধ্যে মধ্যে “জয় রাধে! জয় রাধে!” হুঙ্কার করতেন, ও বলতেন “আমি যখন পাঠ করি সামনে এসে লীলা স্ফূর্ত্ত হয় এবং যা বলি রাধারাণীর কৃপাতে বলি, আমার নিজের কিছু অধ্যায়ন হয় নি” । প্রভুর মুখের মিষ্টি ও প্রযোজনীয ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্যান্বিত হইতেন । মধুররসের শ্রেষ্টতা সম্বন্ধে উনাদের হৃদযের মাঝে যে ধূম্রজাল বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের মধ্যমে সৃষ্টি হযেছিল তা এখোন ম্রিযমান হয় । তাহারা উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে মধুর রসের এই রসধারা যাহা গৌড়ীয গোস্বামীদের হইতে প্রবাহিত হয তাহা অতি চমৎকার । যেখানে অন্য রসধারা সমাপ্ত হয সেখান হইতে শ্রীআনন্দগোপাল গোস্বামী পাঠ আরম্ভ হয় কেননা এই উপাসনা আত্মা প্রতীযমান যে রাধাদাস্য সখীভাব হইতে বড় এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ । প্রভুপাদ গোস্বামীদের গ্রন্থ এমন অপূর্ব ব্যাখ্যা করিতেন যে ব্রজবাসীগণ “জয় রাধে! জয় রাধে!” বলিয়া চিৎকার দিতেন । সবাই অবাক্ হযে যেতেন ।

বিলাপকুসুমাঞ্জলী পাঠ হয়েছিল রাধাকুণ্ডে | লোটন কুঞ্জের মহান্ত, গৌরগোপালদাস বাবা, প্রভুকে রাধাকুণ্ডে নিযে গেলেন | ওখানে প্রভু রাধারসসুধানিধি পাঠ করতেন | ডক্তার নিবারণ চন্দ্র কর note করে নিলেন, বাংলা ভাষায়, তিনি ছিলেন শ্রুতিধর ও প্রভুপাদের শিষ্য | তিনি সেই note পরে প্রভুপাদকে দেখালেন ও প্রভুপাদ তাঁকে অনুমোদন করলেন | পরলোকগত রাধাকুণ্ডের শ্রীকৃষ্ণদাস মাদ্রাসী বাবা অনেক দিন এই সব মহামূল্য সম্পদের অধিকারী ছিলেন | ১৯৭০ সালে যখন শ্রীঅনন্তদাস পণ্ডিতজী রাধাকুণ্ডের গোবিন্দজী মন্দিরে পাঠ দিতে আরম্ভ করেছিলেন তখন অনেক বৈষ্ণব উনার কাছে বিলাপকুসুমাঞ্জলি শুনতে আগ্রহী হলেন | কৃষ্ণদাস মাদ্রাসী বাবা তখন পণ্ডিতজীকে বললেন যে “একজন বৃন্দাবনের গোস্বামীর কাছে আনন্দ গোপাল গোস্বামীর দেওয়া পাঠের সব note আছে | শ্রুতিধর শ্রীনিবারণ

বাবু যিনি এইসব note করেছিলেন, তিনি মারা যাওয়ার পর এই সব পাঠ্য বস্তু এখনও গোস্বামীর হাতে আছে” | পণ্ডিতজী তখন বৃন্দাবনে যান আর ঐ গোস্বামীকে গিয়ে বলেন যে তিনি বর্তমান রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণবদের সেবা করছেন (পাঠ দিয়ে) আর তাই এই সব notes উনার খুব দরকার | গোস্বামিজী সম্প্রচার হাওয়ার ভয়ে উনাকে প্রত্যাখ্যান করলেন কিন্তু যেহেতু তিনি রাধাকুণ্ড থেকে আসছেন এবং একজন বৈষ্ণব | তাই উনি গ্রন্থটি একবার পড়ে দেখার অনুমতি দিলেন | শ্রীঅনন্তদাস পণ্ডিত পড়ে বললেন “আমার ঋষিযুগের স্মৃতিশক্তি নেই (পূর্বকালে ঋষিদের অনেক স্মৃতিশক্তি ছিল | একবার কিছু শ্রবণ করা মাত্রই তাহারা মনে রাখতে পারতেন) | তাই আমি পড়লাম কিন্তু সবটুকু মনে রাখতে পারলাম না” | পরে যখন উনি ফিরে আসলেন তখন রাধাকুণ্ডের কৃষ্ণদাস মাদ্রাসী বাবা উনাকে জিজ্ঞাসা করলে পণ্ডিতজী বললেন, "আমি ছেড়ে দেব না" | তখন কৃষ্ণদাস বাবা হেসে বললেন, "দেখুন, এইটা আমার কাছেও আছে, কিন্তু মালযালাম হস্তলিপিতে লেখা" | উনার কাছে কি করে noteটা আসল জিজ্ঞাসা করায় উনি বললেন যে একদিন বৃন্দাবনের ওই গোস্বামী এই খাতাটাকে যখন ভুলবশতঃ বাইরে ফেলে চলে যান তখন কোনও কারণে একটা বানর এসে সেইটা নিয়ে যায় এবং কৃষ্ণদাস বাবার ভাই শ্রীহরিদাস যেখানে বাস করেন সেখানে ফেলে দেয় | যখন বৃন্দাবনের গোস্বামী সেই খবর পান তখন তিনি শ্রীহরিদাসের কাছে এসে বললেন “এই খাতাটা আমাকে ফিরিয়ে দিন, এটা আমার খুব প্রিয়, আমি এটা কাউকে দিতে পারব না” | হরিদাসজী তখন বললেন, “দেখুন, আপনি যদি একটু বিবেচনা করেন তখন বুঝতে পারবেন যে এই খাতাটা এখন আমার, আমি এটা চুরি করিনি-শেষ পর্যন্ত একটা বানর এটা আমার এখানে ফেলে যায়, তাই বিবেচনা করে দেখলে এই খাতাটা এখন আমার” | গোসাইজীর তখন আর কিছু করবার উপায় নেই কিন্তু

হরিদাসজী সেই খাতাটা উনাকে ফিরত দেবেন বললেন একটা প্রতিলিপি রেখে | গোসাইজী তখন বাধা দিয়ে বললেন, “কেন এটা আপনি প্রতিলিপি করবেন? তা’ হলে ত এর সম্প্রচার হযে যাবে” | হরিদাসজী তখন বললেন “কোনও ব্যাপার না, আমি ত মালযালাম হস্তলিপিতে প্রতিলিপি করব (বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা পড়তে পারবেন না)” | সেই কথা শুনে গোসাইজি রাজী হলেন | হস্তলিপিটা যদিও মালযালাম কিন্তু ভাষাটা বাংলা হওয়াই কৃষ্ণদাস যখন পণ্ডিতজীকে পড়ে শোনালেন তখন পণ্ডিতজীর সেইটা বুঝতে অসুবিধা হল না | গোবিন্দগোপাল গোস্বামী, প্রভুর মধ্যম পুত্র, ব্যাখ্যাটা note করে নিযেছেন হাতে, সে পড়ল | গোপাল দাস, একজন বড় প্রভুর বাবাজী-শিষ্যও note করে নিযেছেন । গিরিরাজ বাবা সেই note হিন্দীতে অনুবাদ করেছেন, সেই হিন্দীকথা সেবাকুঞ্জের শ্যামদাস প্রকাশ করেছেন ।

রাধারসসুধানিধি, বিলাপকুসুমাঞ্জলি, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, গোপালচম্পূতে প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল । তিনি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর বসন্তোৎসব লীলার পাঠ করতেন ।

রাধাদামোদর মন্দিরে পাঠ করবার সময় একবার একজন ভক্ত প্রভুর কাছে বাল্যলীলা পরিবেশন করা অনুরোধ করলেন, কিন্তু প্রভুপাদের রাধাদাস্যতে এত নিষ্ঠা ছিল যে, তিনি হঠাৎ উত্তমাসন থেকে উঠে ও মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে বেড়িযে গেলেন ।

যে বৎসর প্রভু বৃন্দাবনে ছিলেন, সেই মাঘ মাসে সীতানাথের উৎসব হয়েছিল | সমস্ত পরিবার এইখানে ছিল । তখন বৃন্দাবনের কুঞ্জের দু’তলা ছিল । প্রভুর প্রথম শিষ্য ছিলেন অদ্বৈত দাসজী | তিনি বিরক্ত মহাত্মা ছিলেন এবং ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিম পারে বাস করতেন | তিনি সকল গোস্বামী-গ্রন্থ শ্রবণ করলেন | সীতানাথের উৎসবের জন্য তিনি নবদ্বীপে যোগাড় পাঠাতেন, এমন গুরুনিষ্ঠা! | পাঠের সময়ে

তিনি নিত্য পাশে থাকতেন ও সমস্ত ব্যবস্থা দেখাশোনা করতেন | শ্রোতাগণের অশ্রু-পুলকাদি হ'ত । প্রভু সীতানাথের উৎসবের সময়ে তিনি টোপীকুঞ্জের পাশে ঘেরার মধ্যে অবস্থান করতেন, অনেক লোকে বলেন যে প্রভু সীতানাথের উৎসবের মত এইরকম উৎসব তাহারা কখনও দেখেন নি । কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় ছত্র চামর ইত্যাদি ছিল ও তিন প্রভু আগে ছিলেন - ডান পাশে কিশোরগোপাল, মাঝখানে গোবিন্দগোপাল ও বামপাশে নিকুঞ্জগোপাল গোস্বামী ও তাঁদের পিছনে ছিলেন প্রভুপাদ আনন্দগোপাল গোস্বামী । তাঁর পিছনে রাধমদনগোপাল ও প্রভু সীতানাথের চিত্রপট । দুই পাশে নবদ্বীপের ভক্তলোক চামর করিতেছিলেন । বার বার প্রভুপাদের গলায় মালা দেওযা হত, সেই জন্য একজন ভক্ত বার বার মালা খুলে দেওয়ার জন্য দরকার ছিল । সবাই প্রণাম করছিল, ও স্থানে স্থানে আরতি ও ভেট হযেছিল । বিকালবেলা কীর্ত্তন আরম্ভ হ'ইল ও রাত্রি ১২টার সময গন্তব্য স্থানে পৌঁছে ছিল - স্থানে স্থানে বড় কীর্ত্তন হ'ইত | সেবাকুঞ্জের সামনে প্রায় ২০-২৫ মিনিট কীর্ত্তন হইত । অনেকক্ষণ যমুনাপুলিনে লীলাকীর্ত্তন হ'ইত বা রাধারাণীর মহিমাকীর্ত্তন হইত ।

bankএ কিছু ছিল না, post officeএ কিছু ছিল না, জমি ছিল না, তবুও মদনগোপালের সেবা চলছে । বংশীদাস বাবাজী নামে, একজন প্রসিদ্ধ নবদ্বীপের সিদ্ধমহাত্মা ছিলেন । একবার মদনগোপালের ভোগ লাগলো না । এইদিকে বংশীদাস বাবা মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে ভোগের জন্য ডেখেছিলেন । মহাপ্রভু বলেন "আমি খাব না" । বাবাজী বলেন, "কেন খাবে না?" | বলেন "শ্যামবিনোদিনীকুঞ্জে মদনগোপালের ভোগ হয় না" । তখন বংশীদাস বাবাজী এক টিন ঘী, এক টিন তৈল, ডাল, মশালা সব পাঠিয়ে দিলেন ও বললেন "প্রভুকে বলবে যে "বংশীদাস বাবাজী এই সব পাঠিয়ে দিলেন, কারণ তার গৌর-নিতাই বলল মদনগোপালের ভোগ হয় নি, তাই আমিও খাব না - এইটা

গ্রহণ করবেন” | রাত্রে ৯টার সময়ে লোকটা শ্যামবিনোদিনীকুঞ্জে গেল ও ডাকল “গোসাইজী! গোসাইজী!” | প্রভু বলেন, “দেখ, কে আছে?” | এই সব মালপত্র দেখে প্রভু বলেন “না, আমি নেব না” | শেষে বংশীদাস বাবাজীর সন্দেশবার্তায় প্রভু রাজী হলেন। অতঃপর মা রান্না করলেন এবং মদনগোপালকে ভোগ লাগালেন | প্রভু কিন্তু কাহারও কাছে কিছু মাঁগতে গেলেন না - যদ্যপি তার বড় বড় শিষ্য ছিল | সংসারের বিষয় নিয়ে কিছু কথা হত না। প্রভুর মুখে “হা স্বামিনি! হা করুণাময়ি!” এই শব্দ মাত্র শোনা যেত। ভোর ৩টায় প্রভু উঠতেন, স্নান-টান সেরে ভজন করতে বসতেন। তারপর ৬টা পর্যন্ত কদম্বগাছতলে বসে মন্ত্রজপ করতেন। ধ্যানরত প্রভুর মুদ্রিত নয়নযুগল থেকে জল ঝরত অবিরাম। সকাল দশটার মধ্যে শ্রীমদনগোপালের ফল, মিষ্টি ভোগ দেওয়া হত, কিন্তু প্রভুর জপ শেষ না হলে প্রসাদ গ্রহণ করতেন না।

প্রভু তার তিনপুত্রকে স্বয়ং শাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন। কলিকাতায় ছিলেন মদনগোপাল সেবকসঙ্ঘ, সেইখানে প্রভু গেয়ে পাঠ করতেন | একবার একজন শিষ্য প্রভুকে ৬০০ টাকা প্রণামী দিয়েছেন (তখন তার এখন থেকে অনেক বেশী মূল্য ছিল) - প্রভু হঠাৎ তা’ বৈষ্ণবসেবায় বা ঠাকুরসেবায় খরচ করিলেন। প্রভু পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রদর্শন করিলেন।

মা যখন চলে গিয়েছিলেন, তখন প্রভু গিরিরাজ বাবাকে বলেন “গজরাজ, তোমার মা চলে গেলেন। তুমি মনে করছ যে তোমার গুরুদেব আমি, কিন্তু এই রকম মদনগোপালের সেবা পাওয়া যাবে না – মা যেমন ছিল, আমি সমস্ত ভারতবর্ষে কোথাও দেখি নি”।

প্রভুর প্রাপ্তি হয়েছে ১৯৬১ সালের শ্রাবণ মাসে নবদ্বীপ ধামে। অন্তিম সময়ে বৃন্দাবনের ব্রজবাসী গিরিরাজ বাবা বলিলেন: “বাবা,

বৃন্দাবনে চল" । বাবা বলেন "না, আমি যাব না, কারণ মদনগোপাল এখানে আছেন" । প্রভু diabetes রোগে চলে গেলেন | প্রভুর অন্তিম সময়ে উত্তরাধিকারের কথা কিছু হত না - প্রভু শুধু "হা রাধে! হা রাধে!" বলে দেহত্যাগ করলেন |

প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে বড় অনুষ্ঠান ছিল । যমুনাপুলিনে খুব সুন্দর কীর্ত্তন হযেছিল, মাথুরবিরহ কীর্ত্তন অনেকক্ষণ হযেছিল, নৃসিংহবল্লভ গোস্বামীজী খুব সুন্দর বিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ করেছিলেন - তিন প্রভু তখন নবদ্বীপে বিরহ উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন ।

"শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্" নামক প্রভু সীতানাথের মহিমার এক সংস্কৃত অষ্টকম্ রচনা করিলেন প্রভুপাদ |

শ্রীআনন্দগোপালগোস্বামীর নিজের অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রব্যাখ্যাও ছিল; যথা 'কৃষ্ণ' শব্দ কৃষ্ণের কুমার-বযসে, 'গোবিন্দ'-শব্দ তার পৌগণ্ড-বযসে ও 'গোপীজনবল্লভ'-শব্দ কিশোর বযসে সম্পর্কিত |

শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ

শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামীর ব্যাখ্যা সহ

ত্বং রূপ মঞ্জরি সখি প্রথিতা পুরেঽস্মিন্
পুংসঃ পরস্য বদনং নহি পশ্যসীতি |
বিম্বাধরে ক্ষতমনাগত ভর্তৃকায়াঃ
যত্তে ব্যধায়ি কিমু তচ্ছুকপুঙ্গবেণ ||১||

"হে সখি রূপ মঞ্জরি! তুমি এই ব্রজমণ্ডলে সতী বলিয়া খ্যাত | কখনও পরপুরুষের মুখ সন্দর্শন কর না | ভর্তার অনুপস্থিতি কালেও তোমার বিম্বাধরে যে ক্ষত দেখিতেছি | তাহা কি কোন শুকশ্রেষ্ট বিধান করিয়াছে?" ||

নিজ সিদ্ধস্বরূপের আবেশে শ্রীপাদ নিজ গুরুরূপ মঞ্জরীর সরস স্তব করিতেছেন | একটি লীলা অন্তর্গত প্রথম তিনটি শ্লোক | শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীরাধামাধবকে নিভৃত নিকুঞ্জে মিলিত করাইয়াছেন || অপূর্ব বিলাস পরিপাটী | বিলাসরসে বিভোর | শ্রীশ্যামসুন্দর অবশাঙ্গ | স্বামিনী অতৃপ্তা । ঘন ঘন আলিঙ্গণ চুম্বনাদি দ্বারাও চেতন করাইতে পারিতেছেন না । তখন তুলসী ঐ কুঞ্জের বাহিরে কুঞ্জে পীঠ দিযে একখানি অপূর্ব মদন গান গাইতে আরম্ভ করিলেন । গানখানি পূর্বে স্বামিনীজী তুলসীকে নিভৃত গোবর্দ্ধন গোফায় গাইয়া শিখাইয়াছেন । যাহা সখীগণের নিকটেও প্রাণেশ্বরী শিখাইতে পারেন নাই । গানখানি কুঞ্জের অভ্যন্তরেই খেলিয়া বেড়ায়, কুঞ্জের বাহিরে যায় না । ঐ গানে

নাগরের উদ্দীপন, পুনরায় বিলাস । শ্রীরাধার অধরের ক্ষত শ্রীরূপমঞ্জরীর অধরে প্রকাশ । শ্রীপ্রাণেশ্বরীর হৃদযের সহিত ইহাদের হৃদযের এতই তাদাত্ম্যা প্রাপ্ত ইহা দ্বারা অনুভব করা যায় । শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রীতুলসীকে কুঞ্জবিলাস দেখাইতেছেন । শ্রীরূপের অধরের চিহ্ন দেখিয়া রসের পরিপাটীতে তদ্বর্ণন-মূলক মদনগান করিতেছেন ।

শ্রীসখীমঞ্জরীগণ শ্রীরাধামাধবের সুখ ভিন্ন আর কিছুই জানেন না । তাহাদের সেবা করিয়াই ইহারা সুখী । অভীষ্টের সুখের জন্য ভজন, আমার সুখের জন্য নহে । প্রাণেশ্বরী আমার ভজনে যে সুখ পাইতেছেন তাহার সাড়া পাওয়া চাই - "কৃষ্ণ নাম গানে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধানাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র" এই শৈলী দুইজনকে সুখী করিবার এই একমাত্র উপায় । ইহা ছাড়া আর কিছুতেই তাহাদের সুখ হইবে না ||

শ্রীকিশোর গোপাল গোস্বামী - ১) সাধকদেহের অবস্থিতে স্বরূপাবেশ সুতীব্র হইলেও স্মরণ, স্বপ্ন ও স্ফুরণ অনুভব পাইলেও সাক্ষাৎ প্রাপ্তির অভাব জন্য জ্বালার ভোগ সর্বদা হইয়া থাকে । তদুপরি স্ফুরণাদির ভোগের বিরাম হইলেও সেই জ্বালা অতিশয় ভীষণ আকার ধারণ করে । তখন আর কোন মতই প্রাণধারণ সম্ভব হয় ন | সেই অবস্থায় স্বযং অভীষ্টদেবতা অথবা তাহার পারিষদবর্গ করুণাদি অবলম্বনে তদবস্থা সাধকের নিকটে আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান করেন । উপরোক্ত শ্লোকে শ্রীমদ্দাস গোস্বামীচরণ স্বরূপাবেশে নিমগ্ন রাধাকিঙ্করীরূপেই আপনাকে অনুভব করিতেছেন । কিন্তু স্ফুরণাদির জন্য অনুভব না থাকায় অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছেন । কুণ্ডতীরে লুটাইয়া লুটাইয়া ফুৎকার পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে আপনার স্বামিনীকে ডাকিতেছেন ।

শ্রীরূপমঞ্জরী তখনই শ্যাম স্বামিনীকে নিভৃত নিকুঞ্জে মিলিত করিয়া কুঞ্জদ্বার রুদ্ধ করত গবাক্ষপথে যুগলের নিভৃত বিলাস মাধুরী দেখিতেছেন, যুগলের সান্নিধ্য যুগলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে ।

বিলাসাবকাশে শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর অধরে দংশনক্ষত অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, রাধাকিঙ্করী শ্রীরূপের স্বামিনীর সহিত ভাব এতই নির্মল যে, দর্শনকালে শ্রীমতীর প্রাত্যাঙ্গিক আস্বাদন শ্রীরূপের তত্তদঙ্গে অনুভূত হইতেছে । শ্যামসুন্দর কৃত স্বামিনীর অধরে ক্ষত ভাবশুদ্ধি নিবন্ধন রূপমঞ্জরীর অধরে প্রতিফলিত হইল । আত্মহারা রূপের কোন অনুসন্ধান নাই, একেবারে বিভোর । নিজ অধরে ক্ষতের কথা তিনি জানেনও না । এমন সময়ে স্বরূপাবিষ্ট শ্রীরঘুনাথের স্বামিনীর জন্য প্রাণফাটা আর্তনাদ শ্রীরূপমঞ্জরীর বুকে তুলসীর স্মৃতি আনিয়া দিল । আত্মহারা রূপের হঠাৎ মনে হইল, 'এমন মধুর যুগলবিলাস! হায়! তুলসী ত দেখল না! কোথায় সে? | তাহাকে আনিয়া দেখাইতে হইবে' । যেইমাত্র শ্রীরূপমঞ্জরীর তুলসীর কথা মনে জাগিল তিনি গবাক্ষ ছাড়িয়া তুলসীর অনুসন্ধানে আসিলেন । অমনি শ্রীরঘুনাথের সম্মুখে তুলসীর অনুসন্ধান রত শ্রীরূপের স্ফুরণ হইল । এবং তিনি স্বরূপাবেশে রূপমঞ্জরীর সহিত মিলিত হইলেন ও তাহার অধরের ক্ষত দর্শন করিয়া পরিহাসছলে বলিলেন - 'সখি রূপমঞ্জরি! এই ব্রজে কখনও পরপুরুশের মুখ সন্দর্শন কর না বলিয়া তোমার খ্যাতি | তোমার পতি ত গৃহে নাই, তবে যে তোমার অধরে দংশন করিয়া ক্ষত করিয়া দিয়াছেন' । এইভাবে রূপমঞ্জরীর সহিত মিলিত হইয়া তুলসী সেই কুঞ্জের গবাক্ষপথ হইতে যুগলবিলাস দর্শন করিতে লাগিলেন ||

স্থলকমলিনি যুক্তং গর্বিতা কাননেঽস্মিন্
প্রণয়সি বরহাস্যং পুষ্পগুচ্ছচ্ছলেন ।
অপি নিখিললতাস্তাঃ সৌরভাক্তাঃ স মুষ্ণন্
মৃগয়তি তব মার্গং কৃষ্ণভৃঙ্গো যদদ্য ॥২॥

শ্রীপাদ স্বরূপের আবেশেই বলিতেছেন - “হে স্থলকমলিনি! তুমি এই কাননে গর্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছবিকাশচ্ছলে যে হাস্য

করিতেছ, তাহা যুক্তিসঙ্গত । যেহেতু কৃষ্ণভৃঙ্গ সৌরভপরিপূর্ণ নিখিল লতাসমুহকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার পথই অন্বেষণ করিতেছে" ॥

বিলাসান্তে স্বামিনীজী কুঞ্জ হইতে বাহিরে হইয়া নিভৃতবনে আত্মগোপনের জন্য গমন করিতেছেন । শ্রীশ্যামসুন্দরও প্রাণেশ্বরীকে অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছেন | কুঞ্জক্রীড়ায় স্বামিনীজীর জয় এবং নাগরের পরাভব হইয়াছিল । নাগরের সেই পরাভবের লীলাটি মনে করিয়া স্বামিনীজীর মুখে হাসি প্রকাশ পাইয়াছেন | তদ্দর্শনে শ্রীতুলসী স্বামিনীজীকে ঐরূপভাবে বলিতেছেন ॥

শ্রীকিশোর গোপাল গোস্বামী - দ্বিতীয় শ্লোকেও স্ফুরণের বিরাম হয় নাই । কুঞ্জে বিলাসের চরম পরিণতিতে আনন্দবৈবশ্য আসিয়া নাগরকে বিবশ করিয়া ফেলিয়াছে । ইত্যবসরে স্বামিনীজী মদীয়তাময় মহাভাবের চরম উন্মাদনায় বিবশ সুন্দরকে কুঞ্জে ফেলিয়া নিকটবর্তি কোন কুঞ্জে সখীসমাজের ভিতরে গিয়া উপস্থিত হইলেন সখীগণের সহিত পরিহাসরসের আস্বাদনে 'সুন্দর আমারই' ইত্যাকার মদীয়তার উচ্ছলনে বরহাস্য হাসিতেছিলেন । এদিকে কুঞ্জে বিবশ শ্যামের বৈবশ্য অপনোদিত হইলে নিকটে প্রিয়াজীকে না দেখিয়া বিহ্বল নাগর চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন । স্বামিনীর অদর্শনে সুন্দরের যে সকল অদ্ভুত অবস্থা আসিয়াছিল, গবাক্ষপথ হইতে রূপমঞ্জরী সহিত তুলসী তাহা দেখিতেছিলেন । রাধাকিঙ্করীগণের ইহাই স্বভাব । তাহাদের কাছে কৃষ্ণ - তখনই সুন্দর যখনই তিনি রাধারাণীর জন্য ব্যাকুল । সর্বত্রই দৃষ্টিপাত করিয়াও যখন প্রিয়ার সন্ধান মিলিল না, সুন্দর তখন লীলাশয়ন হইতে উঠিয়া কুঞ্জের ভিতরে ভালভাবে অনুসন্ধান করিয়া বাহিরে আসিলেন । তুলসী ও রূপমঞ্জরী তখনও আত্মগোপন করিয়াই আছেন । বাহিরে আসিতে শ্রীবৃন্দাবনের পবন বৃন্দাবনচন্দ্রের নাসিকায় অধীশ্বরীর অঙ্গগন্ধভার বহন করিয়া আনিয়া জানাইয়া দিল যে, 'ওগো কৃষ্ণভৃঙ্গ! কাতর হইও

না, স্থলকমলিনী আর দূরে নাই' । এইভাবে পবন বাহিত প্রিয়ার অঙ্গগন্ধের ঘ্রাণ পাইয়া তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য যখন নাগর ব্যাকুল, তখন পথে পদ্মা, শৈব্যা প্রভৃতি চন্দ্রাবলীজীউর সখীগণ আসিয়া অবরোধ করায়, তাহাদিকে স্পষ্টতঃ উপেক্ষা করিয়া যে দিক হইতে গন্ধ আসিতেছে, সুন্দর সেই দিকেই চলিলেন । ও পথের সকল দিকেই চঞ্চল নয়নপাত করিতে লাগিলেন । তুলসী ও রূপ আত্মগোপন পূর্বক পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন তাহাদের অধীশ্বরীর জন্য সুন্দরের এমন আকুলি বিকুলি দেখিয়া তাহারাও তখন অধীশ্বরীর গৌরবে গৌরব বোধ করিতেছিলেন । এমন সময় হঠাৎ নাগরের সন্ধানী দৃষ্টি তাহাদের ধরিয়া ফেলিল । ও তাহাদিকে দেখিয়া কাতর নাগর তৎক্ষনাৎ তাহাদের কাছে আসিয়া হাত জোড়পূর্বক বলিলেন "'ওগো তুলসি! ওগো রূপ! তোমাদের স্বামিনী আমাকে ফাঁকি দিয়া কুঞ্জ হইতে কোথায় গিয়া লুকিযে আছেন, আমি তাহার অঙ্গগন্ধ পাইলেও তাহাকে পাইতেছি না । তোমরা নিশ্চয় জান আমার প্রিয়া কোথায়; আমায় সত্বর তাঁর নিকট লইয়া চল!" | নাগরের এই বাক্যে তুলসী ও রূপ তাহাকে সেইখানেই দাঁড় করাইয়া যে কুঞ্জে সখীগণের সহিত স্বামিনী হাস্য পরিহাস করিতেছিলেন, সেইখানে যাইয়া একেবারে স্বামিনীর সম্মুখীন হইয়াই উপরোক্ত শ্লোকটি তাহাকে বলিলেন - 'স্থলকমলিনি! এই কাননে তুমি যে গর্বিতা হইয়া পুষ্পগুচ্ছচ্ছলে যে হাস্য প্রণয়ন করিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্তই । যেহেতু সৌরভযুক্ত নিখিল লতাকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভৃঙ্গ যে এখনও তোমারই মার্গ অনুসন্ধান করিতেছেন' । শ্রীরঘুনাথদাসের স্বরূপাবেশের অবিচ্ছিন্ন স্ফুরণধারা চলিতেছেন । প্রথম শ্লোকে রূপের আহ্বানে তাহার সহিত কুঞ্জের রন্ধ্রপথ হইতে যুগলবিলাস দর্শন, দ্বিতীয় শ্লোকে বিলাসের বিরামে বিবশ নাগরকে ফেলিয়া মদীয়তার অপূর্ব উন্মাদনায় স্বামিনীর কুঞ্জান্তরে সখীসমাজে সখীগণের সহিত মিলন ও হাস্য পরিহাস । এখন প্রিয়ার বিরহে বিধুর সুন্দরের কাতর অবস্থার কথা জানাইয়া স্বামিনীজীউর আদেশ লইয়া ব্যাকুল নাগরকে সান্ত্বনা দিয়া ধীরে ধীরে

সখীসমাজে উপবিষ্টা শ্রীরাধারাণীর কাছে শ্যামসুন্দরকে বসাইয়া যুগলমাধুর্য আস্বাদন করিতে লাগিলেন । শ্রীস্বামিনীজীউর সম্প্রতি হৃতাত্মা রসসাগর স্বরূপ শ্যামসুন্দরের নিকটে নাই । সেই অবস্থাটিকেই 'স্থলকমলিনি' এই সম্বোধনের দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন । কারণ সাগরের মধ্যে যখন কমল তাঁর তখন 'স্থলকমল' না হযে, 'কমলই' নাম হয় । স্বামিনীজীউর সেই অবস্থাটি বোঝাবার জন্য তুলসী 'স্থলকমলিনী' শব্দের দ্বারা স্বামিনীজীকে সম্বোধন করিয়াছেন ।

ব্রজেন্দ্রবসতিস্থলে বিবিধ বল্লবিসঙ্কুলে
ত্বমেব রতিমঞ্জরি প্রচুর পুণ্যপুঞ্জোদয়া |
বিলাসভর বিস্মৃত প্রণযিমেখলামার্গণে
যদদ্য নিজনাথয়া ব্রজসি নাথিতা কন্দরম্ ||৩||

স্বরূপের আবেশের উক্তি । 'হে রতিমঞ্জরি! এই নন্দব্রজে অনেক গোপী আছেন, তন্মধ্যে তুমি প্রচুর ভাগ্যশালিনী, যেহেতু তোমার স্বামিনী কুঞ্জে কন্দর্পক্রীড়া আতিশয্য হেতু যে মেখলাটি ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছেন, তাহা আনিবার জন্য তোমাকেই ইঙ্গিত করিলেন' । শ্রীরাধামাধব একাসনে বসিয়াছেন । প্রাণেশ্বরীর ইঙ্গিত পাইয়া সখীগণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নৃত্য করিলেন, পরে সখীগণের ইচ্ছায় স্বামিনীজী নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন । কটিতে মেখলা নাই, তাই নৃত্য জমিতেছে না । মেখলাটি কুঞ্জে ফেলিয়া আসিয়াছেন, সখীগণের সামনে বলিতে পারিতেছেন না, তাহারা পরিহাস ক|রিবে, তাই সখীগণের অলক্ষিতে রতিমঞ্জরীকে ইঙ্গিত করিলেন শ্রীরতিমঞ্জরীও দ্রুতগতিতে মেখলাটি আনিয়া অন্যের অলক্ষেতে নাচিতে নাচিতে যাইয়া মেখলাটি পরাইয়া দিলেন ।

প্রভুরপি যদুনন্দনো য এষ
প্রিয় যদুনন্দন উন্নতপ্রভাবঃ |
স্বয়মতুল কৃপামৃতাভিষেকং
মম কৃতবাংস্তমহং গুরুং প্রপদ্যে ||৪||

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র উপদেশক স্বগুরুর স্তব করিতেছেন যে 'শ্রীযদুনন্দন প্রভু আমাকে অতুল কৃপামৃত দ্বারা অভিষেক করিযেছেন, সেই উন্নত প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র পরমদয়াল শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ আশ্রয় করি' । 'শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব আশা' ।

যো মাং দুস্তর গেহ নির্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ
সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী কৃপারজ্জুভি |
উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বযং
শ্রীদামোদর সাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে ||৫||

এই শ্লোকে শ্রীপাদ পরম দয়াল শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণার কথা স্মরণ করিয়া তাহার বন্দনা করিতেছেন । 'আমি অশেষ ক্লেশকর গৃহরূপ নির্জল মহাকূপে পড়িয়াচিলাম । শ্রীগৌরসুন্দর আমাকে সেই অন্ধকূপ হইতে কৃপারজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া স্বীয় চরণকমলপ্রান্তে স্থান দিয়াছিলেন এবং কৃপা পরবশ হইয়া তাহার পরম অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীস্বরূপ দামোদরের মত অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আর নাই । তাই উক্ত আছে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীমদ্দাসগোস্বামীও স্বরূপের সঙ্গে দ্বাদশ বত্সর শ্রীগম্ভীরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবাধিকার পাইয়াছিলেন || ৫||

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রয়ত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্ |
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥৬॥

এই শ্লোকে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর স্তব করিতেছেন । শ্রীসনাতন ভক্তিরসের মূর্তি । অতুল বৈভব ত্যাগ করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস আমাকে পান করাইয়াছেন । সর্বস্ব ত্যাগ না করিলে যে তাঁর কৃপা হয় না তাঁর আদর্শ শ্রীসনাতন । "করুয়া মাত্র হাতে কাঁথা চিঁড় বহির্বাস; লোকে জিজ্ঞাসিলে বলে মুই চৈতন্যের দাস" । আমি অজ্ঞানান্ধ ছিলাম, ভক্তিরস আস্বাদনের কিঞ্চিন্মাত্রও লিপ্সু ছিল না । "পরদুঃখ দুঃখী কৃপার সমুদ্র প্রভু সনাতন বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসের স্বযং আচরণ করিয়া আমাকে উহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীপাদ সনাতনের শ্রীচরণাশ্রয় করিতেছি" ॥৬॥

অত্যুত্কটেন নিতরাং বিরহানলেন
দন্দহ্যমানহৃদয়া কিল কাপি দাসী ।
হা স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণযেন গাঢ
মাক্রন্দনেন বিধুরা বিলপামি পদ্যৈঃ ||৭||

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বরূপের নিবিড় আবেশ । অদ্যোপান্ত একভাবে চলিয়াছেন । দেহাবেশ যায় স্বরূপের পরিপূর্ণ আবেশে; উনার তাই হইয়াছে । শ্রীরাধাকিঙ্করীর ভাব রাধারাণীর সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্তী । স্বামিনীজীউর অন্তরের অনুভব গ্রহণ করিবার যোগ্য অন্তঃকরণ কিঙ্করীরই আছে । সখীদেরও তাহা নাই । শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না বলিয়া গৌর হইলেন । তিন বাঞ্ছা অপূর্ণ, তাই শ্যামসুন্দর গৌর, প্রেয়সীর প্রণয়মহিমা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া লোভ জাগিয়াছিল । কোন বোঝার ওজন করে দেখিলে বুঝা

যায় না; কাঁধে নিলে বুঝা যায়। "ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে; রোমকূপ রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে" ইত্যাদি।

ভাবের ওজন বুঝিতে গিয়া উৎকট অবস্থা হইয়াছিল। কিঙ্করীরা কিন্তু সব বুঝেন। ভাবী লীলার পর্যন্ত অনুভূতি আছে। কি লীলা হইবে, পূর্বে বুঝিয়া কুঞ্জ সাজান। শয্যাটি একজনের যোগ্য এবং বালিশ একটি; কি লীলা হইবে অনুভববেদ্য। কুঞ্জাভ্যন্তরে যুগলের আস্বাদন সম্পূর্ণ ভাবে কিঙ্করীগণ ভোগ করিতেছেন। তাহাদের ভাব মহাভাবের সঙ্গে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত। রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, স্বামিনীজীউ নৃত্য করিতেছেন। এক চরণের নূপুর খসিয়া গিয়াছে। বাঁশীর গান নূপুরের ধ্বনি সহিত খুব ঝমাট হইয়াছিল, এখন তাহার অভাব। শ্যামসুন্দর নিজ নৃত্য মাধুরী প্রকাশ করিয়া ঘুরাইয়া নিজ হাতে নূপুর পরাইয়া দিলেন। কেহ টের পাইল না। শ্যামসুন্দর যখন স্বামিনীর সেবা করেন, তখন তার মনে হয়, কিঙ্করীগণের মত হইতেছে না। দাসীর ভাবে সম্পূর্ণ গৌরব। সদা স্বামিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতে হইবে | তুলসীর বিশুদ্ধ রাধাদাস্য আবেশের অপূর্ব নিবিড়তা।

সাধকদেহের কথাও ভূল হইয়াছে। বিরহ সন্তাপ দগ্ধ জ্বালাময় জীবন। দাসীত্বের আবেশ অন্য সব আবেশকে কবলিত করিয়াছে। তাহার বাহ্যাবেশেও প্রাকৃত নহে, তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকর, আমাদের মত প্রাকৃত নহে তবুও তাহারও বিস্মৃতি। রাধাদাস্যের জন্য কাঁদেন - "হে স্বামিনি! নিজ গণে গণনা করিয়া লাও!" কি ব্যথা! কি আর্ত্তি! বাহ্যাবেশে প্রার্থনা করিতেছেন - 'কবে তোমার কুচকস্তুরীধৌত কাল কালিন্দীজলে স্নান করিয়া অন্তর্বাহিরের মালিন্য ধৌত করিয়া পূত হইব?" (রাধারসসুধানিধি -৬০) "রাধাদাস্য ঐকান্তিক ভাবগ্রাহ্য রাধাদাস্যের সৌন্দর্য মাধুর্যের অনুভূতি অন্যথা হইতে পারে না"। দাস গোস্বামীর প্রদর্শিত পথই প্রশস্ত পথ। অনন্য ভজন চাই; অন্য প্রতীক্ষাহীন ভজন। তদ্ব্যতীত কিছুই চাই না। কেবলঃ "কোথায়

রাধারাণী? কোথায় তুমি?" রাধারাণীর চরণেই ভজন। পঞ্চাযেতী ভজন চলিবে না। ভিতর বাহিরের এক তীব্র বেদনার ব্যঞ্জক ঐ কান্না। 'উৎকট বিরহানল!" নিরুপায় বলিয়া নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। স্বামিনীজী কাছে নাই, এইমাত্র অভাববোধ। অন্য কোন অভাববোধ নাই। কেবলই হাহাকার। "কোথায় গো প্রেমময়ি রাধে রাধে? আমি যার দাসী তার প্রত্যাশী। রাধারাণীর কান্ত বলেই শ্যামসুন্দরকে ভালো লাগে। আত্মসমর্পণ শ্রীরাধারাণীতেই"। নিষ্ঠার অবধি নাই। "হা স্বামিনি! তোমার বিরহ যে আর সহ্য করিতে পারি না"। মায়ার দিক একেবারে শূন্য। অন্য কোন দিকে মন দিলে স্বামিনীজী পলাইয়া যান। বলেনঃ "সম্পূর্ণ আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ছায়ার মত আমার সঙ্গে থাকিতে হইবে"। "হা স্বামিনি!" এই সম্বোধন জীবনের পুঞ্জীভূত বিরহজনিত দুঃখের সূচক বুকের কেবল নিভৃত স্থানের ভাষা। আর্ত্তি বলিতে, এমন আর্ত্তি না হইলে চলিবে না। 'স্বামিনি' সম্বোধনটি কি মধুর!। কেঁদে কেঁদে বিবশ হইয়া পড়িয়াছেন। বুকের বেদনা শ্লোকরূপে নিবেদন করিতেছেন। "তোমা' ছাড়া আমার আর কেহ নাই! আমার বিলাপ শুনিয়া একবার আমার দিকে তাকাও!" সম্বোধনটির মধ্যে একটি আবেশময় মাদকতা আছে। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ। শ্রীবিল্বমঙ্গলের যথাবস্থিত দেহে প্রেমের পরের অবস্থা অনুরাগও প্রকাশ পাইয়াচিল, কিন্তু শ্রীরঘুনাথের মহাভাব পর্যন্ত লাভ হইয়াছিল। তিনি যে শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য পরিকর। বাহিরে পুরুষ, কিন্তু বলা হইতেছেন - 'বিলপামি কাপি দাসী"। প্রসিদ্ধ দাসী, সত্য দাসী। তাহার আনুগত্যে ভজন করিয়া আমাকেও সে অবস্থা লাভ করিতে হইবে। আমার অযোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি আমাকে তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, তিনি ত তোমার যোগ্যা দাসী! | তাহার সমর্পিত জনকে কেন অঙ্গীকার করিবেন না? করুণাময় শ্রীগুরুদেব যখন সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তোমাকে গ্রহণ করিতেই

হইবে । "গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে" | ইহাতে প্রকারান্তরে তোমার কান্তেরই দান । তাহাকে তুমি অপেক্ষা করিতে পার? । আমি ঘৃণ্য হইলেও বাহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেই হইবে । তোমারই রাজ্য যখন পড়িয়াছি, তখন অন্য রাজা কেন আমার উপরে আধিপত্য বিস্তার করিবে? | মহাধীরা স্বভাবা সম্পন্ন মহাসমুদ্র গম্ভীরা স্বামিনীজীও কৃষ্ণের জন্য পাগলিনী । শ্রীরাধা বিরহিণী দাসীর ভিতরেও আলোড়ন আসে যে, তাতে পাগল করিযে তুলে । মহাপ্রভুর প্রলাপ স্মর্তব্য । রাধারাণীর বিরহে অনেক সময় তাহার স্ফূর্ত্তি সান্ত্বনা দিযে থাকে । স্ফূর্তিতে বা স্বপ্নে দেখা দিযে তিনি দাসীকে আশ্বাস দিযে বাঁচাইযে রাখেন । কি করিবে মায়া? স্বরূপের আবেশ যে নষ্ট করিতে পারে না । প্রবল চিচ্ছক্তি যে সহায়টা আছে তবু যদি নষ্ট করে তবে বুঝিব আমার দুর্দৃষ্ট । স্বরূপশক্তির বৃত্তির ভিতরে আসিয়া জাগিলে, মায়ার আধিপত্য থাকিবার কথা নয় । স্বরূপের আবেশে দেহাবেশ কবলিত হইবেই । মদ মাৎসর্যাদি পৈশাচিক ভব দূর হওয়া একান্ত আবশ্যক । শ্রীকৃষ্ণের দাস্য হইতে শ্রীরাধাদাস্য অধিক লোভনীয় । ভক্তিতে স্বরূপের আবেশে মাযিক ভাব অবশ্যই নষ্ট করিয়া দিবে । ভাবপ্রাপ্তির জন্য লোভীরই একমাত্র অধিকার । "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং" । লোভ জাগে আত্মাতে, অন্তঃকরণে নহে । উহা জড়ীয় । আত্মোদ্গত বলিয়া ইন্দ্রিযের উপর তাহার ক্রিয়া । একটিমাত্র পরিরম্ভনোত্সব যখন শ্যামসুন্দর চাহেন, তখন মুখ ঘুরাইয়া তুমি "না না" বলিবে, তাহা আমি শুনিব দেখিব । তোমার ভঙ্গিতে ভাবের তাৎপর্য প্রকাশ পাইবে । পরিমল বিমর্দ্দোত্থ গন্ধ কবে আমার প্রাণকে কৃতার্থ করিবে? । এই ভাব যার, সে ভক্তবীর (রাধারসসুধানিধি - ১০) । স্বরূপোত্থ আকাঙ্ক্ষা যখন জাগিবে, তখন মায়ার সংস্রব থাকিবে না । মাযিক সংস্কার উত্পাটিত হইয়া নিত্যসংস্কার তাহাতে বদ্ধমূল হইবে । এই জন্যই সাধন ভজন । বৃন্দারণ্যমনুসর রাধানামক দিব্যনিধি যেখানে আছে (রাধারসসুধানিধি - ৯) । আহা! শ্রবণাদির প্রতীক্ষাকে একটু

আস্বাদ পাইতে উদ্‌গ্রীব হয় কে? । রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ অনুভব করিতে খুবই লালাযিত হইতে হইবে । তোমার আশ্রিত জনের পরমানন্দ লাভ হয় । আমার দুর্দৈব তাহার কিছুই পাইতেছি না । 'ওহে শ্রীবৃন্দারণ্যই! তোমার ভিতরে কোন দিকে কোন জায়গায় যুগল খেলা করিতেছেন? তুমি বলে দাও!' । কোন লতাকুঞ্জে আছে? খুঁজে খুঁজে বেড়াব । ডাকিতেছি, কিন্তু সাড়া নাই । কি করে তৃপ্ত হব? আমি দিযেছি, তুমি নিযেছ, তবেই সার্থকতা । উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে । বিদ্যুতের মত স্বামিনীর স্ফুরণ রূপ, গুণ, লীলাদির স্ফুরণ, তবেই আশ্বাস । শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর কি হাহাকার! । বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে । "স্বামিনি! তুমি লীলামযি! লীলা করিতে করিতেই একটু শুন!" । রাধাবিরহের মূর্তি । বিষামৃত একত্র মিলন । "পীডাভির্নবকালকূটকটুতা" । যত ব্যথা, তত শান্তি । সমগ্র হৃদয় দিয়া ডাকা হইতেছে । "হা স্বামিনি!" কি মধুর সম্বোধন! শোনাবার জন্য আকাঙক্ষা । স্ফূর্ত্তি, বিরহ, স্ফূর্ত্তি, বিরহ, বিরহের দুঃখের অনুভূতিতে হাহাকার! তখনই স্ফূর্ত্তি, এইভাব নিরন্তর চলিতেছে ||

দেবি দুঃখকুলসাগরোদরে দূয়মানমতি দুর্গতং জনম্ |
ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়াদ্‌ভুতং প্রাপয় স্বপদপঙ্কজালয়ম্ ||৮||

বিরহাবস্থায় অন্তরে এমন আলোড়ন আসে তাহার সমাধান করিতে অসমর্থ ভক্তের উন্মাদ দশা উপস্থিত হয় । প্রেমিকের অবলম্বনীয় অবস্থা স্ফুরণ, তখন আনন্দ ধরে না । অভীষ্টের নিকটে আছি বলিয়াই মনে হয় । স্ফূর্ত্তির বিরামে আবার বিরহ উপস্থিত হয়, স্ফূর্ত্তিই জীবনের অবলম্বন । সাধনাবস্থাতে ক্রমোন্নতি কি ভাবে হয়,

সাধনে যত অনুভূতি, ততই উন্নতি । ভজনটি অনুভবময় হওয়া চাই । শাস্ত্র বলেন, সকল মহাজন ও বলেন । অক্রূর মহাশযের এক প্রণামেই সিদ্ধি । প্রণামে তৃপ্তি নাই । এক নতিতেই কত আস্বাদন, ভক্তির প্রতি অঙ্গে যাজনেই অনুভব চাই । সাধকের অনুভূতি দেখে মনে হয় ইষ্টদেবতা তাহাকে হাত ধরে নিতেছেন । শ্রীরাধার শ্রীচরণ সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা । রাগানুগা ভক্তি পথে স্মরণাঙ্গেরই প্রাধান্য । যদি ইষ্টের সঙ্গে পরিচয় না হয়, তবে সাধক কি নিযে থাকিবে? | যাহাকে দেখি নাই, যিনি অনুভবের বাহিরে, তাহার নিকটে কি করে অগ্রসর হইব? । কিঙ্করীত্ব মনে আসে না, স্বরূপের স্ফূর্ত্তি নাই । স্ত্রী বলিতেছে পতি, পুত্র বলিতেছে বাবা, সবই ভাববিরুদ্ধ । তুমি যদি চিন্তার মধ্যে একবার দাড়াও, স্বপ্নের ভিতরে দাড়াও, স্ফুরণে দাড়াও, তবে ত আমি আশ্বাস্ত হইব । পরিচয় যদি ন হইল, তবে জীবনের কত ব্যর্থতা । সব চেযে আপনার, তুমি, তোমার সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিলাম না । একটু পরিচয় দিতে হইবে । প্রীতির প্রতীক্ষায় অন্য সব তুচ্ছীকৃত । একটু সাড়া দাও স্বামিনি । একটি বার বল - "তুই আমার" । এই অনন্য প্রতীক্ষা নিযে বসে আছি । এইভাবে ধীরে ধীরে আগিযে নিযে চলেন । কোন অনির্বচনীয় ভক্তি যাঁহার উদয় হয়, তাহার অন্তরে রাধারাণীর চরণের নখজ্যোতিঃ দ্বারা উদ্ভাসিত হয় । নাগররাজ পর্যন্ত চমৎকৃত । লালজীকেও আসিতে হইবে । তিনি অপরিচিত নন । তাহার কথা বলিতে মনে হয় নিজের কথা শুনিতেছে যে, তাহার দিকেও শ্রীকৃষ্ণ তাকান । শ্রবণদ্বারাই হৃদযে প্রবেশ করে ময়লা নিজ পরিষ্কার করে বসিবার স্থান করিয়া নেন । শ্রীকৃষ্ণই যদি এমন করেন, তবে স্বামিনীজীও ত আরও বেশী করিবেন । তাহার হৃদয় কত কোমলতর । যদি এসেই যান, তবে আর অপরিচিত থাকেন না । শ্রীউদ্ধব যখন ব্রজে দশ মাস ছিলেন, কৃষ্ণকথায় সকলের বিরহ ভুলাইয়া দিলেন, প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় স্ফুরণ হইবে, স্ফুরণের অনুভূতি নিয়াই সম্বোধন 'দেবি' । গোয়ালিনীকে কেন 'দেবি' বলা হইল? 'দেবি কহে দ্যোতমানা

পরমা সুন্দরী' ইহা স্ফূর্ত্তিতে অনুভব হইয়াছে। দেবি হইলেই আরাধ্যা। কাহার? "শ্রীকৃষ্ণ পূজাক্রীড়ার বসতি নগরী"।

লীলার পর্যবসানে দর্শন স্ফুরণ। কৃষ্ণ সহচর স্বামিনী খেলিতেছেন। স্বামিনীর ভাবের যোগ্য নায়ক। অনুরাগবতী অতৃপ্তা। শ্যামসুন্দরের ক্রীড়া স্থগিত আনন্দ মূর্চ্ছাবশতঃ, তাই নিজে খেলিতে উঠিলেন নাগরকে মুগ্ধ করিলেন। কি করিতে হইবে, নাগর যেন বুঝিতেছেন না। স্বামিনী মদনকেলি উৎসবে লীলাকমলে তাহাকে তাড়ন করিবে। আমি দেখিব হাসিব, গূঢ়হাস্য। ইহাতে শ্যামসুন্দরকে উন্মত্ত করে দেয়। কত সুখ! কত আনন্দ! স্বয়ং গ্রহ আশ্লেষাদিতে[1]। মনে হইতেছে "এত কৃপা তুমি আমায় করিলে?"। স্বামিনী উঠিয়া শয্যায় বসিয়াছেন, বেশ এলোমেলো। তবুও দ্যোতমানা। প্রতি অঙ্গ হইতে মাধুরী যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। তখন বলিলেন - "সুন্দর! বেশ রচনা করে দাও!"। বিহ্বল নাগর শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়াছেন, শৃঙ্গার করিবেন। শৃঙ্গার তো শৃঙ্গারই। প্রাণেশ্বরী বলিতেছেন - "আল্‌তা পরাও! কি করছ?"। লালজী কিন্তু কখনও চরণ বুকে ধরিতেছেন, কখনও বা চুম্বন করিতেছেন, বুকে ধরিয়া দেখিতেছেন, শ্যামের বক্ষে শ্যামল নীলজলে রক্তকমলের মত শোভা হইয়াছেন। চুম্বনের সঙ্গে চরণের আস্বাদ। "জগত মোহন কৃষ্ণ, তাহার মোহিনী"। স্বামিনী বলিতেছেন - "সুন্দর! তুমি পারিবে না!"। শ্যামের মনে হইতেছেন - "হায়! আমি এত অযোগ্য!"। প্রাণেশ্বরী বলিতেছেন - "তুলসি! আয়! আমায় আল্‌তা পরিযে দে!"। আল্‌তা দিতে উত্থিতা হইয়া চরণ হাতে না পাইয়া বিরহ আর্ত্তি হাহাকার। বলিতেছেন - "তোমার চরণপঙ্কজই আমার ঘর। করুণারূপ নৌকায় চড়াইয়া আমাকে বাড়িতে পৌঁচাইয়া দাও"। এই প্রকার বিলাপ এবং আর্ত্তির মধ্যে আবার আর একটি লীলা বা সেবার স্ফুরণ তাহাই লইয়া আনন্দ আছে ||৮||

---

[1] স্বতোবৃত্ত ভাবে শ্যামকে জড়িয়ে ধরেছিলেন - উ: নী ১৪.১০৫

ত্বদলোকন কালাহি দংশৈরেব মৃতং জনম্ ।
ত্বৎপাদাব্জমিলাল্লাক্ষা ভেষজৈর্দেবি জীবয় ||৯||

স্ফূর্ত্তিতে স্বামিনীজীর আস্বাদন লাভ হইয়াছিল । এখন স্ফূর্ত্তির বিরামে তীব্র বিরহজ্বালা । অন্য কোন উপায় এই জ্বালার নিবারণ হইতেছে না । শ্রীরাধারাণীর বিরহ তিনি ছাড়া কেহ প্রশমিত করিতে পারেন না । শ্রীরাধারাণীর প্রতি কিঙ্করীদের যে প্রণয়, তাহা এত বিশুদ্ধ ও হেতুশূন্য যে, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । কিশোর কিশোরীতে প্রণয় নির্হেতু । শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ও তেমন নহে । রাধারাণীর যোগ্য প্রিয়পাত্রী কিঙ্করী চাড়া কেহ নাই । বিরহে তাহার উপলব্ধি বেশী । স্বামিনীর সন্তোষ ছাড়া আর কিছুই চাই না । স্মরণে, স্ফুরণে, স্বপনে বিচিত্র অনুভূতি লাভ । ইহাই এঁদের জীবনের অবলম্বন । স্ফূর্ত্তিতে সাময়িক শান্তি, বিরামে তীব্র ব্যথা, একা শ্রীকৃষ্ণের ভজনে সুখ কোথায়? । যুগলের ভজনেই বাস্তবিক সুখ । "রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন" । কিঙ্করীরা একা কৃষ্ণকেও চাহেন না । স্বপ্নেও একা কৃষ্ণসঙ্গ জাগে না । তিনি কখনও ভোগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে দলিতা ফণীনীর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠেন - "ছিঃ ছিঃ! জান না আমি কে? প্রাণ দিতে পারি, দেহ দিতে পারি না । এদেহ রাধাচরণে উত্সর্গীকৃত!" । তখন লালজী হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চান । বিশ্বের এমন আর কোথাও নাই । "দেবি! তোমার অদর্শনরূপ কালো ফণীনীর দংশনে মৃত এই জনার তোমার পদাব্জমিলিত লাক্ষাই মহৌষধ" । কথা বলিতেছেন যিনি, তিনি মৃত কিরূপে? । জীব দশাটিই মৃত্যুবৎ । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাধার সংযোগ নাই, অতএব মৃত্যু বৈ কি? । এই স্মৃতির আস্বাদন আত্মাই । আত্মা রাধাকিঙ্করী । স্বরূপের আবেশের বাণী; দেহাবেশের মরণ নয় । স্বরূপ নিষ্পেষিত হইতেছে - ইহা মৃত্যুহ ইতেও অধিক । মরাও ঔষধবিশেষে বাঁচে । "তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি" ।

"জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখ" । দেহাবেশের দুঃস্বভাব ইষ্ট ভুলাইয়া দেয় । স্মরণের সৌন্দর্যই জীবাতু । বিস্মৃতিই মরণ - "তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে" । 'কেন দুষ্টমন চরণে সদা থাকে না? | বুকে সংসার আসিয়া উপস্থিত হয়? | ঐখান হইতে এখানে এলে মনে হয় মরুভূমি । আমার সমস্ত জ্ঞান তোমাকেই লইয়া থাকুক, তোমার চরণ ছেড়ে যেন অন্যত্র না যাই' । দেহাবেশই রাধারাণীর সম্বন্ধের বিস্মৃতি । ভগবানের বিরহেও বোধ হয় এমন কাতরতা আসে না । "বাহির বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়, বিষামৃত একত্র মিলন" । আনন্দ বিরহ বেদনার অনুগত । 'ভুজ' বলে বলা হইল না । "ভূ" বলিতে মূর্চ্ছিত । বিরহ মোহন, মাদন নহে । আমাদের সংযোগের স্মৃতিও নাই, বিযোগের বিস্মৃতিও নাই । অন্তর্দশা বাহির্দশা দুর্দশা । স্মরণ নিজের কত্র্তৃত্ব ভুলাইয়া দিবে । "ধ্যান করিতেছি", নিজের স্মৃতি নাই । স্মারক ভুলে যায় "স্মরণ করিতেছি" বলিয়া । সেবাপরা সখীগণের মধ্যে আমিও একজন" । সান্নিধ্যের অনুভূতি আনন্দজনক । বিরামে হাহাকার । স্বপ্নে, স্ফুরণে, স্বামিনীজীর আস্বাদ । আমাদের মাধুর্যের উপাসনা । মানসসেবার শ্রেষ্ঠত্ব উদাহরণ প্রাগ্জ্যোতিষ্পুরের ব্রাহ্মণ । মনের মত আস্বাদ্যবস্তু এক শ্রীরাধা । তাহার শ্রীচরণ-নখরের ছটা কি অপূর্ব! এ হেন চরণারবিন্দ কি মধুসূদন আস্বাদন না করিয়া থাকিতে পারেন? । আমি কাহার কিঙ্করী? যাঁহার চরণের যাবকে শ্যামসুন্দরের চূর্ণকুন্তল রঞ্জিত ।

শ্যামসুন্দর শ্রীরাধার চরণে পরাইতে পারিতেছেন না । প্রেমে বিবশ অশ্রুধারায় নয়ন ভরপুর । প্রাণেশ্বরী বলিতেছেন - "তুমি পারিবে না! তুলসি! যাবক পরাইযে দে" । শ্রীতুলসী যাবক পরাইবে বলিয়া চরণ ধরিতে গিয়া চরণ আর পান না । অমনি স্ফূর্ত্তির ভঙ্গ । আবার বিলাপ

দেবি তে চরণপদ্ম দাসিকাং বিপ্রযোগভরদাবপাবকৈঃ ।
দহ্যমানতরকায়বল্লরীং জীবয় ক্ষণ নিরীক্ষণামৃতৈঃ ||১০||

কিছু ভালো লাগে না, ইহাই ভালো । সংসার ভালো লাগিবে কেন? দেহাবেশের স্বভাবে মনটা দেহেতে লইয়া আসে । স্বরূপের আবেশের সৌন্দর্য জগতের কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করিবে না । জীবন যেন সম্পূর্ণ তাহার চরণে উৎসর্গীকৃত । ঐ চরণে যাহারা সমর্পিত, তাহারা এই বিশ্বজগতে কোন জায়গায় আশ্বাস পাইতে পারেন না । "সুখময় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন" । রঘুনাথের তীব্র বিরহজ্বালা । শ্রীকুণ্ড মনে হইতেছে ব্যাঘ্রতুণ্ড । "তুমি কৃপা না করিলে ব্রজই কি প্রযোজন? প্রাণই বা কি প্রযোজন?" । স্বরূপের আবেশের অবস্থা । দেহাবেশ চাঞ্চলতা আনিবেই । বিশ্বের দিক্ দিয়া মৃত । সম্পূর্ণ হৃদয়খানা জুড়িয়া শ্রীরাধারাণী বসিয়াছেন । তাহার রূপ, গুণ লীলায় মুগ্ধ । কাঁদাই প্রাপ্তির উপায় । এই দুঃখ ভোগ করাঞা সাধন । শ্রীরূপের উক্তি । বিষযে আবেশ থাকিলে ভক্তি আছে বলা যায় না । তাহাদের পক্ষে ভক্তি সুদুর্লভা । মায়ার সম্পর্ক রুক্ষভাব এনে দেয় । সংসারের সকলের সঙ্গে পরিচয় হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পরিচয় কই? | প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করা কঠিন । প্রতিষ্ঠার আশারূপা চণ্ডালিনী হৃদযে নৃত্য করিলে সাধুপ্রেমা কেন উহা স্পর্শ করিবে? | ইষ্টের চরণে স্বাভাবিক ভাব আসিবে না । সাধকের ইষ্টের চরণে আসক্তি স্বাভাবিক । দেহাত্মবুদ্ধি অবিদ্যা । সাধনে তাহা লোপ পাইবে । অধিকাংশ সময়ে এই দেহের কথা মনে থাকিবে না । বিশ্বে তুমি ছাড়া আর কেহই নাই । সাধনাবকাশে মনে মনে ইহা অবশ্যই অনুভব হইবে । নতুবা অভীষ্টের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইবে না । অভীষ্টের জন্য উৎকণ্ঠিত ব্যক্তি চুপ করে থাকিতে পারেন না । বাণে বেঁধা হরিণীর মত । এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনে আসা । শ্রীউদ্ধব মহাশয় নিজ গৃহে শ্রীনারদজীকে বলিতেছেন - "দেবঋষে! গোপকুমারকে আর ঘুরাবেন ন! । ভৌমব্রজে পাঠান্! নীলাচলে নহে!" । এখনও লীলা হইতেছে, অনুভব করিবার

জন্য ব্যাগ্রতা নাই, আমার মন একটুও গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! ধিক্ আমাকে! হে বৃন্দে! তোমার অরণ্যে সদা প্রেয়সী সহ মুরারি বিহার করিতেছেন। তোমার চরণে এই প্রার্থনা যেন তাহাদের বিহার দেখিতে পাই! শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়াও অনুভূতি নাই, কবে এই বৃন্দাবনে চকিতভাবে অবস্থান করিব? । লীলার দিকে দৃষ্টি সর্বদা রাখিতে হইবে । রাধাপদাঙ্কিত ভূমিতে আছি, সেই অনুসন্ধান আছে কই? প্রতি তরুতে লতাতে পক্ষিগণ গান করিতেছে, শুনি কই? । ঐকণ্ঠিক নিষ্ঠা চাই । মুখে অনেক বলা যায়, বুকখানি শূন্য । জীবনে প্রতিফলিত হওয়া চাই, আমার জীবনে কেন অনুভূতি দিবেন না? আচার্যের অনুগত আমি, নামের জন্য পাঠ নহে । ভক্তিরসের আস্বাদনের জন্য অনুশীলন । শাস্ত্রপাঠে কি হইবে যদি তা'তে শ্রীরাধাপ্রাপ্তির উপায় না হয়? । 'তুমি আমার স্বামিনী' এই আশা নিযে কাটাইতে পারিলেও ভাল । অপূর্ব নিষ্ঠা । "ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার, কর মন একান্ত করিয়া" । ঐকান্তিক ভাবে আশ্রয় করিতে হইবে । রাধারাণী ছাড়া আমার আর কেহ নাই, তাই তিনি মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া সান্ত্বনা করে দেন । তোমার চরণপদ্মের দাসিকা বিরহের আতিশয্য দাবানল, তাহাতে দগ্ধীভূত দেহ । মন তোমার আশ্রিত, অতএব অমল । স্বামিনী যন বলিতেছেন - "আমার জন্য তোর প্রাণ ছট্‌পট্ করিবে না? কি করিয়া তুই আমায় পাবি?" । পারস্পরিক ভাব না হইলে সৌন্দর্য নাই । এ মিলনে সুখ নাই । দাসী উৎকণ্ঠাবতী । শ্যামসুন্দরকে সঙ্গে করিয়া স্বামিনী দাসীর বিলাপ শুনিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে বলিতেছেন - "তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি আছি, সব বিলাপ শুনিয়াছি । আমার কর্ণের আনন্দদায়ক বলিয়া তোমার গ্রন্থের নাম থাকিল "কৃষ্ণ কর্ণামৃত" । "মদ্ভক্ত যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ" । স্বামিনী শুনিতেছেন, এখানেই আছেন । ভক্তি যদি মিথ্যা হয়, সত্য হবে কি? । চন্দন ঘষা তিনি দেখিতেছেন, পুষ্পচয়ন তিনি দেখিতেছেন,

ভক্তিরসের ভোক্তা আমার অভিষ্টদেব । ভজন মানে সেবা । এমন কোমল হৃদয়া করুণাময়ি স্বামিনী শুনিবেন না? । "আমি তোমার চরণকমলের দাসী, যে চরণ বুকে নিয়ে শ্যামসুন্দর জুড়াইয়া যান । দন্দহ্যমান কৃষ্ণ হৃদয় শীতল করে, অতএব চরণকমল । করুণাময়ি তুমি । তোমার বিরহানলে দহ্যমান কায়বল্লরী নিরীক্ষণামৃতদ্বারা বাঁচাও" । শ্রীযুগলকেই বলা হইতেছে ।

শ্যাম তোমার বেশরচনা করিতেছেন, শ্রীরূপের হাতে বেশসামগ্রী । গণ্ডে মকরী রচনা করিতে পারিতেছেন না । মকরী রচনায় আবেশ দেখে রাধারাণীর মুখে হাসি । হাসি অমৃত, যদি ঝরিয়া পড়িয়া যায়? । তাই পড়িতে দিলেন না, অধরচষকদ্বারা গ্রহণ করিলেন । শ্যাম বেশরচনা অপারগ । তখন তুমি আমার প্রতি একবার তাকাইবে, আনন্দে বুক ভরিয়া যাইবে ||১০||

স্বপ্নেঽপি কিং সুমুখি তে চরণাম্বুজাত
রাজৎপরাগ পটবাস বিভূষণেন ।
শোভাং পরামতিতরামহহহোত্তমাঙ্গং
বিভ্রদ্ভবিষ্যতি কদা মম সার্থনাম ||১১||

স্ফুরণের অনুভব যত নিবিড়, স্ফূর্ত্তির বিরামে উৎকণ্ঠাও তত তীব্র । তখনই স্বামিনীজীউর রূপ, গুণ, লীলা অত্যন্ত দুর্লভ মনে হয় । দুর্লভ হইলেও উৎকণ্ঠার অভাব নাই । স্বরূপের আবেশে শ্রীপাদ বলিতেছেন - 'সাক্ষাৎ তো দুর্লভ, স্বপ্নেও কি কোনদিন তোমার চরণকমলের পরাগের পটবাস দ্বারা আমার উত্তমাঙ্গ সার্থকনামা হইবে?" । উক্ত পটবাসের দ্বারা উত্তমাঙ্গের সার্থকতা । এই লালসা কত তীব্র! আকাঙ্ক্ষা কত নিবিড়! । সুদুর্লভ হইলেও আশা নিবৃত্ত হইতেছে না । যেরূপ আভাস পান, তাহাতে আশা চাড়া যায় না । তোমার সেবাদি

লাভের অযোগ্য হইলেও তোমাদের গুণমাধুরী কাহাকে না পাগল করে? । শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করিয়াছি, কিন্তু ভজন পরিপাটি নাই । পাওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা নাই । উৎকণ্ঠার তীব্র নিবিড়তা বস্তুর আস্বাদনেই আছে । জাগতিক পাণ্ডিত্য, ধনের গর্ব রাখে না । কাঙ্গাল হইতেও কাঙ্গাল করে দেয় । বিদ্যা, বুদ্ধি - সবই আছে, তোমার ভজনের কৌশল না জাগিলে কিছুই নহে । মায়ার সংস্রব রাখিয়া ভক্তিপথে দাড়াইলে এমনই হয় । মাযিক ভাবে অপরাধ অনিবার্য । উপাসনা এক স্বতন্ত্র বস্তু । সে আমার জীবনকে স্বতন্ত্র করিয়া দিবে । ভক্তিরসের আস্বাদের বঞ্চিত কত বড় ব্যর্থতা জীবনের! । প্রসাদ পাওয়া হইতেছে, "সাধু সাবধান! খাদ্যবুদ্ধিতে পাইও না । অধরামৃতের আস্বাদনে লক্ষ্য রাখ" । ভোজন নিদ্রা - সবটাই ভজন । জাগতিক ব্যাপার মনে করিলেই বঞ্চিত হইবে । "অযি সুমুখি!" । কি সুন্দর সম্বোধন! । শুধু মাধুর্যেরই আস্বাদন । সুন্দর মুখ দেখে সম্বোধন । শ্রীকৃষ্ণ ধীরললিত, নিশ্চিন্ত! । ব্রহ্মাণ্ডাদি রক্ষার চিন্তা তাঁহাকে বিব্রত করে না । "রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধিকার সঙ্গে" । যেমন শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়া ততোধিকা সমর্থা, সর্বদা খেলায় ডুবাইয়া রাখেন । যখন মাযের কাছে, তখন বালক, পূতনার কাছে সর্বজ্ঞ, মাযের প্রেমের কাছে অজ্ঞ, রাধারাণীর প্রেমের কাছে কেবলই অজ্ঞান । কুঞ্জে শুইয়া আছেন, শুকপাখী ঘুম ভঙ্গাইতেছে, মাযের কথাও মনে নাই । রাধারাণীর মহাভাব ভগবত্তাকে কবলিত করিয়া রাখে । ঘুম নয়, রসালস । মহাভাব স্বরূপিণী অখণ্ড জ্ঞানকে ব্যাপিয়া আছেন । রাধারাণীর শক্তিতে অখণ্ড জ্ঞান সব ডুবিয়া যায় । জগত কি বলিবে? । প্রিয়ার ভাবে ডুবা শ্রীগৌরসুন্দর জগতকে পর্যন্ত ডুবাইতেছেন । কাহার ভাব? কাহার কান্তি? স্বামিনীজীউর । নিত্য, শশ্বত, কিন্তু তাহাকেও ডুবাইয়া দিয়াছেন । আপন ভাবে বিভাবিত করিয়াছেন । কাশীধামে শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন - "কহ সখি! কি করি উপায়? মোর মন

সন্নিপাতী, সব পীতে করে মতি, দুর্দৈব বৈদ্য না দেয় একবিন্দু" । ভগবানের ভগবত্তাকে এইরূপ আবৃত্ত করে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন । প্রিয়তমকে প্রেমের বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া এমন পিপাসা জাগাইয়া আর কোন কান্তা এইরূপ পারিয়াছেন কি? শ্রীরাধাই জানাইয়াছেন - "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন"; কামঘনবিগ্রহ । নিবিড় আকাঙক্ষার মূরতি । শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর । ত্রিভঙ্গ কেন? | ঘাগ্রার প্রান্তদেশ স্পর্শের জন্য । প্রাকৃত জগতের কুসংস্কার নিয়া ইহা বুঝা যাইবে না । সাধু সাবধান! জগতকে যে কাম পাগল করে, সে কাম নয় । "নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্দ্ধনং" । বংশীর গানে পাগল করিতেছেন, তাহাদিগকে পাগল করে নিজেও পাগল হইয়া খেলিতেছেন । কোথায় সেই আর্ত্তি? । সাক্ষাৎ প্রাপ্তির ত আশা নাই, একটু স্ফূর্ত্তিতেও কি, দেখা দিবে না? । এই রাজৎপরাগ পটবাস আমার মাথার ভূষণ । শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পটবাস ছিল । শ্রীরাধার চরণ বুকে ধরিতেছেন, ঐ পটবাস শ্রীরাধারাণীর চরণে লেগেছে, উহা আমার উত্তমাঙ্গে ধারণ করিতে পারিলে নাম সফল হবে । সৃষ্টির সার্থকতা কোথায়? কার প্রতীক্ষায়? রাধাকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিবেন, এই প্রতীক্ষায় । মায়া ভগবচ্ছক্তি । বাহিরের কাজ করে, সফলতা কোথায়? তাই অবতীর্ণ হইয়া প্রভু মায়ার ভিতরে লীলা করেন । প্রকটলীলার মাধুরী বেশী । অন্ধকারের ভিতরে আলোর বৈচিত্রী । আলোর খেলা আধারের ভিতরে । লীলার মাধুর্য বাড়াইবার জন্য । মায়ার খেলা শুধু জীবের কর্মফল দেওয়ার জন্য নহে । সৃষ্টির প্রযোজন রাধাকৃষ্ণের লীলার জন্য কর্মফল ভুলাইবার জন্য; কর্মফল ভোগ করানো আনুষঙ্গিক । যেমন বৈষ্ণবসেবায় উদ্দেশ্য আনুষঙ্গে বানর, কুক্কুর ইহারাও পেযে যায় । চুম্বনাদি সবেই অপ্রাকৃত ।

শ্রীকৃষ্ণ স্বামিনীজীউর চরণ বুকে ধরিতেছেন, বৃন্দাবন সাম্রাজ্ঞী । শ্রীকৃষ্ণ যাহা চাইতে জানেন না, তাহাও দেন । শ্রীকৃষ্ণ যখন বুকে চরণ ধরিতেছেন, রাধারাণী হাসেন । 'কৃষ্ণসুখ বিলাসের নিধি' । কি

প্রণযের পরিপাটি! শ্রীরাধিকার পাদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থলের পটবাসরূপ পরাগ লাগিয়াছে । শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শই শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ প্রস্বেদযুক্ত । অতএব রাধাপাদপদ্মে তদ্দ্বারা লিপ্ত হইয়াছে । তুলসী দেখিয়া মাথা হেট করিয়া হাসিতেছেন । স্বামিনীজী তাহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদপদ্মদ্বারা ভাগ্যবতী তুলসীর মাথা ঠেলিয়া দিতেছেন । তখন তাহার উত্তমাঙ্গে ললাটে পরাগরূপ পটবাস লাগিয়া তাহাকে সুশোভিত এবং সার্থকনামা করিতেছে । এ হেন সৌভাগ্য লাভ করিয়া তুলসী ধন্য হইতে চাহে ||১১||

অমৃতাব্ধিরসপ্রাযৈস্তব নূপুরসিঞ্জিতৈঃ ।
হা কদা মম কল্যাণি বাধির্যমপনেষ্যতে ||১২||

অভীষ্টবস্তুর সুদুর্লভতা স্ফুরণে, স্বপনে সেই বস্তু প্রাপ্তির বাসনা জাগিয়াছে । "কল্যাণি! অমৃতসাগরের রসের তুল্য তোমার যে নূপুরের শিঞ্জন, তাহা কবে আমার বাধির্য দূর করিবে?" । এই তীব্র লালসা জীবন ভরা । অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির জন্য তীব্র আকাঙক্ষা উত্তরোত্তর বাড়িয়ায় চলিতেছেন । এই বিলাপ মুখে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না । শ্রীপাদের এই একমাত্র প্রার্থনা, আর কোন বিষযের আকাঙক্ষা নাই । "কল্যাণি! এই জাতীয়া সম্বোধন সকলের পক্ষে সম্ভব নয় । কতই প্রীতির আতিশয্যে এই জাতীয়া সম্বোধন হয় । বাহ্যজগতে কোন অনুভূতী অন্তরে আছে বলিয়া মনে হয় না । এমনভাবে লীলা ফুটিয়া উঠায়া, বাহ্যজগতের কোন অনুভূতি নাই । অনুভবের ধারার বিরাম নাই । ব্যবহারিক আবেশ অন্তরকে পঙ্কিল করিয়া দেয়! । সেই স্বরূপের আবেশেই সদা বিভোর । "যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংয়মী" ইত্যাদি । "জীবসকল যেখানে জাগে, মননশীল সাধকেরা সেখানে নিদ্রিত । যেখানে জীবসকল ঘুমায়, সেখানে মননশীল সাধক জাগ্রত"

। বাহিরের অভিনিবেশ গেলেই সত্ত্বা জাগে । "কল্যাণি!" সম্বোধনটি কতই মধুর! 'মঙ্গলময়ি স্বামিনি!' । জ্ঞানে এই বস্তু পাওয়া যায় না । প্রেমে মিলে । মমতার আতিশয্যই প্রেম । 'আমার' এই সম্বন্ধজ্ঞান প্রেমে যথার্থরূপে হয় । শুষ্কজ্ঞানে মিলে না । প্রেমাত্মকজ্ঞান ভাল করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে । ব্রহ্মা বলেন - "আমার জ্ঞান তোমাকে ধরিতে পারে না, আমার মনও সাধারণ নয়, তবুও তোমার মহিমা বুঝিতে পারি না" । ব্রজের একটি দরজী শ্রীকৃষ্ণকে গজ দিয়া মেপে বলে দিবে, শ্রীকৃষ্ণের কোন অঙ্গ কি রূপ? । পারস্পরিক আস্বাদনের ভিতর দিয়া আমি যেন অনুভব করিতে পারি "তুমি আমার স্বামিনী" । শ্যামসুন্দরকে রাধারাণী ও রাধারাণীকে শ্যামসুন্দরের অনুভূতির ভিতর দিয়া আস্বাদন করিতে হইবে । শ্যামসুন্দরের দিক দিয়া 'কল্যাণি' - মঙ্গলের আধার । জগত মঙ্গল কৃষ্ণ, তাহার মঙ্গলের মূর্ত্তি । ভগবানকে আনন্দঘনবিগ্রহ বলা হয় । সেই ভগবানের পূর্বরাগাবস্থায় শ্রীরাধার নিমিত্ত বিলাপ । ভানুনন্দিনী বলেন - "যাকে কোনদিন পাইবার সম্ভাবনা নাই, তাকে ভালবাসিয়াছি । ভালবেসে লজ্জায় মরে যাই । গুরুগঞ্জনার অবধি নাই । পরবশ বপু । এত প্রতিকূল অবস্থা! আমি কেন মরিলাম না । শুকপক্ষি পাইতেছেন, আমার পাবার উপায় নাই" । শ্যামসুন্দরও বিনিময়ে এইরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন । আনন্দঘনবিগ্রহ নিত্যই রাত্রি জাগরণে কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙা হইতেছেন । চক্ষু উঠিয়াছে মনে করে মা হলুদ রঙের বস্ত্রখণ্ড দিতেছেন - দেখিয়া আরও উদ্দীপন! বাস্তব লীলায় এইরূপ । আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রলাপ । "ভাবের মত্ত গজগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন, গজযুদ্ধে বনের দলন" । ভক্তগণ দেখিয়া মর্মাহত । সীতানাথের প্রহেলী । দেবতা আহ্বান করিয়া আনিয়া বিসর্জ্জন দিতেছেন । আর থাকিলে কেবল দুঃখই পাইবে । ইহা যে অসহ্য । "রোমকূপে রক্তোদ্গম, বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়",

বিরহিণী রাধার কথা মনে পড়িতেছে। কোথায় বুঝি পালিয়াছে। মথুরা যায় নাই। পুষ্পচয়ন করিতে গেলেন, মল্লিকাবন জলিয়া গেল। শেষ দ্বাদশবর্শ বিরহের জ্বালা তীব্র। আনন্দঘনবিগ্রহ তাহার কি অবস্থা! প্রতি রোমে রোমে জ্বালা। শ্যামসুন্দর পূর্বরাগে এইরূপ জ্বালা এইরূপ ব্যথিত কৃষ্ণের কল্যাণকারিণী। অতএব কল্যাণী, শ্যামসুন্দরের কল্যাণী। শ্যামসুন্দর স্বহস্তে লিখে দিলেন - "দেহি পদপল্লবমুদারম্"। "জয়দেব! তুমি লিখিতে কেন কুণ্ঠিত হইলে? আমার সমস্ত জীবনের সার্থকতা আস্বাদন কে করিতে অথবা করাইতে জানে? । 'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন'। এমন করে ভোগ করাতে আর কে জানেন? । বিশ্বজগতের সকলেই কেবল 'দাও দাও' করিয়া চাইতেছেন। 'লাও লাও' কেহ বলে না। কিন্তু শ্রীরাধার কাছে কেবল 'লাও লাও!'। নিকুঞ্জেগৃহের অধীশ্বরী। শ্যামসুন্দরের ক্ষুধার্ত, প্রচুর আস্বাদন দিতেছেন। যা কোন দিন তিনি আস্বাদন করেন নাই, কাঙাল রাজার বাড়িতে ভোজনে বসিয়াছে, শ্যামসুন্দর রাধারাণীর কাছে তেমন। স্বামিনীকে 'কল্যাণী' বলিব না? তারই কল্যাণ বিধান কর - আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হই।

নূপুরের ধ্বনিতে আমার বাধির্য দূর হউক। নূপুরের শিঞ্জন কথা তোমার রসাস্বাদনের আস্বাদে। নূপুর বাজিবে, তাহাতে বাধির্য যাবে। নূপুরের শিঞ্জন সোজাসুজি আসিবে না। তার শ্রবণের ভিতর দিয়া আসিবে। পরস্পরের আস্বাদন উপভোগ্য। রাসনৃত্যে মুরলীর তানের সঙ্গে সঙ্গে নূপুর বাজিতেছে। বংশীগানের মধুরতা চাপাইয়া নূপুরের ধ্বনি শুনা যাইতেছে। বংশী হইতে মধুর। মুরলীধ্বনি সম্রাট, তাহার মাধুর্য বাড়াইল নূপুরের ধ্বনি। মুরলী মুখে, নূপুর চরণে। মুরলীর কলধ্বনিকে সুন্দর করে। রাধারাণীর ইচ্ছানুসারে একটি, তারপর দু'টি, তারপর তিনটি, এইক্রমে মটরগুলি বাজিতেছেন, মুরলীর সঙ্গে গানও হইতেছে। শ্যামসুন্দরের একমাত্র আস্বাদ্য মঙ্গলময়ি কল্যাণী স্বামিনী অমৃতাব্ধির মাধুর্য আস্বাদন স্ফুরণে হইয়াছে। শ্রীচরণ হইতে নূপুর

খসিয়া গিয়াছে। স্বরূপের আবেশে নূপুর পরাইতে গিয়া চরণ পাইতেছে না। স্ফূর্ত্তির বিরামে আবার হাহাকার। বিলাপ, স্বামিনী আবার স্ফূর্ত্তিতে দর্শন দিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। প্রেমিকের জীবন এইরূপ তাহার অনুগত সাধকেরও এইরূপ হইবে ||১২||

শশকভৃদভিসারে নেত্রভৃঙ্গাঞ্চলাভ্যাং
দিশি বিদিশি ভযেনোদ্ঘূর্ণিতাভ্যাং বনানি।
কুবলয়দলকোষাণ্যেব কৃলপ্তানিয়াভ্যাং
কিমু কিল কলনীযো দেবি তাভ্যাং জনোঽযম্ ||১৩||

সাধন, ভাব ও প্রেম - কেবল অবস্থার পার্থক্য। সব স্বরূপতঃ একাবস্থায তর ও তম। পরিপক্ক ও অপরিপক্ক অবস্থা। সাধনভক্তিতেও প্রেমের সাজাত্য। সাধনেও যে যাহার অনুগত, তাহার সাজাত্য কিছু ন কিছু থাকিবেই। প্রাপ্তির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা থাকিবে। বিশ্বের কোনও কিছুতেই দৃষ্টি নাই। সমগ্র প্রচেষ্টা তাহাতে নিবদ্ধ। সাধনগত আস্বাদন দ্বারা বাহ্যাবেশ দূর হয়। প্রেমভক্তির পিপাসা যাহার নাই, সে সাধক নহে। আকুল পিপাসা যাহার বুকে, সে চাইবে এবং উপায়ও অবলম্বন করিবে। প্রেমের সাধনে প্রেমপ্রাপ্তির পিপাসা নিশ্চয় জাগাইবে। বিষয় প্রাপ্তির জন্য আমাদের কি আকুলতা! স্বপ্নের ভিতরেও বিষয়। যাহারা ভজন করিবে, তাহাদের সেই অবস্থা শ্রীকৃষ্ণের জন্য হইবে। অনন্য ভাব আসা চাই। সংসারের জন্য কাঁদিব, রাধাদাস্যের অভাব জন্য কাঁদি না। সাধক লজ্জিত হইবে। অন্য দিকে মন আছে যাহার, সে সাধকই নহে। চাই নিরন্তর উৎসাহ। কেন অন্য বাসনা জাগিবে? আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রীগুরুপদাশ্রয়, শুধু হাতের জলশুদ্ধির জন্য নহে। বিশ্বকে তুচ্ছ করিতে পারিলাম না, তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ দিয়া মধুর করিতে পারিলাম না। শ্রীশুকদেব আদর্শ

। শ্রীপরীক্ষিতের এতবড় সভায় শুকদেব দিগ্বাস । মায়ার কোন সংস্রব নাই । ব্যবহারের দিকে নিষ্ঠা করিবে কেন? ভক্তিময় জীবন হইবে । স্মৃতির অভাব কখনই হইবে না । খাইতে শুইতে, বসিতে, চলিতে - সব সময়! । রাসরসিক শ্রীকৃষ্ণ বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে নিলেন না । বলিলেন - সাধকদেহ শ্রীবৃন্দাবনে বাসে যে কি আনন্দ, তাহা তোমাকে ভোগ করাইব!" । লীলাশুক বলিলেন - 'তবে এই প্রার্থনা, যাবে যদি, তবে এই কৃপা কর, যে নয়নে তোমাকে দেখিয়াছি তদ্দ্বারা তোমার রূপ, বৈভব চাড়া আর কিচ্ছু যেন স্ফুরণ না হয় । সাধনভক্তির আস্বাদন কি কম? সাধক শ্রীরূপগোস্বামী প্রভৃতি সাধনের অপূর্ব আনন্দ ভোগ করিয়াছেন, যে বিষয় আসক্ত সে অনাধিকারী । যদি শ্রীগুরুকৃপাতে লোভ জাগিয়া থাকে, তবে অবশ্য আস্বাদন পাইব । ভজন মানে খোঁজা, অনুসন্ধান করা । সাধক বিরহী, ইষ্ট হইতে বঞ্চিত । প্রত্যেক আত্মাতে রাধাকৈঙ্কর্যের অধিকার আছে । মহাপ্রভুর অনর্পিত দান । "রাধারাণীর কাছ থেকে মায়া আমায় সরাইবে? হে স্বামিনি! তোমার কিঙ্করী হইয়া মায়ার চাবুক খাব?" তীব্র নিষ্পেষণ বুকে জাগিবে । "তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং" । সাধক সদা অতৃপ্ত । কাছে থাকিয়া তিনি দেখিবেন, তিনি ভোগ করেন । যে আমার জন্য সব চেড়ে দেয়, তার প্রতি আমি উদাসীন হইতে পারি কি? । ব্যাকুলতার ভোক্তা ইষ্টাদেবতা । "ভাল করে কাঁদুক, আমি আস্বাদন করিব!" শ্যামকে সঙ্গে লইয়া স্বামিনী শুনিতেছেন, ভগবান্ শুনিতেছেন । ভগবান্ ভক্তিরস লম্পট - "যৎকরোষি যদশ্নাসি" ইত্যাদি । "তোমার সব আমি ভোগ করিব" । ভক্তও একটু কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য ব্যাকুল ।

জ্যোৎস্নাময়ী রজনী । শুক্লাভিসার । শুভ্রবেশে সাজাইয়াছেন । চন্দনের অনুলেপন, হীরকমণির অলঙ্কার । জ্যোৎস্নার সঙ্গে স্বামিনী মিশিয়া গিয়াছেন । তুলসী আর স্বামিনী । 'তুলসি! আমায় নিযে যা! তুই না হ'লে আমার গতি নাই' । স্বামিনীর অভয়দাত্রী কিঙ্করী । স্বামিনী

ভযে এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন। সমস্ত বন স্বামিনীর নয়নশোভায় ছেযে গিযেছে। দৃষ্টি-সৌন্দর্যে বৃন্দাবন সুন্দর হইয়াছে। তুলসী স্বামিনীর আশ্রয়স্থল। "যিনি শ্রীকৃষ্ণেরও মোহিনী, তার একমাত্র আশ্রয় আমি!"। স্বামিনী ভীতা। 'চল চল, ভয় কি?"। তখন তুমি আমার দিকে তাকাবে। তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে যে প্রিয়তম, তার হাতে তোমায় সমর্পণ করিব। শ্যামের নিকটে গিয়া - 'এই নাও তোমার প্রিয়তমা!'। হাতে কিছু পাইলেন না। স্ফূর্ত্তির বিরাম আবার হাহাকার - 'হায়! যেমন চেযেছিলে আবার তেমনি করে চাইবে?"। আবার অন্যলীলার স্ফূর্ত্তির আস্বাদন ||১৩||

যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী রূপপূর্বা
ব্রজভুবি বত নেত্রদ্বন্দ্বদীপ্তিং চকার।
তদবধি তব বৃন্দারণ্যরাজ্ঞি প্রকামং
চরণকমললাক্ষা সংদিদৃক্ষা মমাভূৎ ||১৪||

স্ফূর্ত্তির বিরামে অসহ্য দুঃখ। আস্বাদনে যত আনন্দ, অভাবে তত দুঃখ। সেবারস দিয়া গড়া যেন স্বরূপ। রাধাকিঙ্করীগণ সেবারসেরই মূর্ত্তি। রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণপ্রণযের মূর্ত্তি। সেবারসের মূর্ত্তি যাহারা, তাহাদের নিকট যদি সেবা না আসে, তবে কত দুঃখ। সেবা প্রাপ্তিতে যেমন আনন্দ, অভাবেও তেমন দুঃখ। স্বামিনীর দৃষ্টি দাসীকে সদা সঞ্জীব করে রাখে, নতুবা জীবনহীন। যদি অনুভূতি না থাকে, ভক্তি নির্জীব বলিয়া মনে হয়। শ্রীনাম করিতেছি, নামের মাধুর্যের ভোগ নাই। ভক্তিয়াজনকালে তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়, যখনই ভজন, তখনই অনুভব অবশ্য আসিবে। আমার যদি না হয়, আমি নিতান্ত হতভাগ্য। সাড়া পাইতে হবে। ভক্তি ত মায়াশক্তির বৃত্তি নহে!

রাধাদাস্যের ভজনে অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী । সব দিক অনুকূল, আমাদের অনুকূল সহায়কারীর অভাব নাই । পড়ে গেলেও তুলিয়া নেওয়ার লোক আছেন । স্ফূর্ত্তিতে অনুভব করিয়া আনন্দলাভ । স্ফূর্ত্তির বিরামে দুঃখ । আবার স্ফুরণ । স্বামিনী যেন মধুর স্নেহমাখা স্বরে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন । কম সৌভাগ্য এটি হয় না । দাসী স্বামিনীর ডাক শুনিতে পাইতেছেন । স্ফুরণ খুব তীব্র, তাহাতে সাক্ষাৎকারের ভ্রম হয় । কেঁদে কেঁদে কবে পাগল হব? । কবে তাণ্ডব রচনা করে তোমার রূপ-গুণ-লীলা গাইতে গাইতে এই বৃন্দাবনে বিচরণ করিব? উন্মাদ অবস্থা আসিবে । "হসত্যথো রোদিতি রৌতি" ইত্যাদি । সাধনভক্তির আস্বাদনেও পাইতে হবে । নাম করা নিয়ম, তাই করি; এই কি, ভজন? নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ভজনের শেষ হইবে কেন? নিয়মটীই বড় হইয়া যেন আস্বাদনে বাধা না দেয় । আস্বাদনের অধীন নিয়ম । হৃদয় আকুল হওয়া চাই । কেঁদে কেঁদে খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হইবে । ভজনের অনুষ্ঠান কবে স্বাভাবিক হইবে? তারকব্রহ্মনাম সম্বোধনাত্মক । প্রাণের আবেগে সম্বোধন করিতে হইবে । হারাণো ছেলেকে যেমন শোকাতুর মাতা ডাকে, অথবা প্রবাসে গত পতির জন্য গৃহিণী রমণী যেমন কাঁদে । বৃক্ষের অন্তরালে কোন কুঞ্জাভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন । কোথায় তিনি? বৃন্দাবনে কি, নিশ্চিন্ত থাকা যায়? তারই নাম, তাহার সঙ্গে দেখা নাই । স্ফুরণের মধ্যে স্বামিনী ডাকিতেছেন । "তুলসি!" কি সুন্দর ডাক! মহাভাবোজ্জ্বল কত করুণা! নির্ঝর নয়নে কেমন করে দাড়াইয়াছেন । নিজের কিঙ্করীকে কেমন করে স্নেহ করে ডাকেন, হৃদযে চিরকাল বাস করিতেছেন যে আশাসমূহই, তার অবলম্বন । "বল তুলসি, তুই কেন আমাকে একা দেখিতে চাস?" । "তোমার কৃপার দান তোমার রূপমঞ্জরীকে যে দিনে দৃষ্টিপথে পাইলাম, সেই দিন হইতে, ওগো বৃন্দাবনেশ্বরি! তোমাকে দেখিতে সাধ হইল । তোমার চরণকমলের যাবক কোথায় ভাল দেখা যায় । তোমার চরণতল অরুণবর্ণ । "চরণাব্জতলজ্যোতিররুণীকৃত ভূতলা" । কালোর উপরে

যখন লালরং পড়িবে, তখনই সম্যক্ দর্শন হবে । যাবকের রং যখন শ্যাম অঙ্গে লাগে, তখনই মধুর হয় । শ্যাম যখন তোমার, তখনই দেখিব যাবকের চাপ-মারা শ্যাম । তোমার চরণের যাবক যে শ্যাম ধারণ করে, তাহাকেই দেখিব । "রাধিকা চরণরেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী" । শ্রীকৃষ্ণ বলেন - "যে রাধানাম করে, তাহাকে কি দিব? আমার ত তেমনই কিছুই নাই, তাহার সমস্ত অপরাধের মার্জ্জন হইবে । রাধানামকীর্ত্তনে আনন্দ বিবশ শ্রীকৃষ্ণের দানের যোগ্য বস্তু কিছুই নাই । তাই বলেনঃ "আমি তোমার" । কৃষ্ণপ্রাপ্তির পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না । তোমার কৃষ্ণ দেখিতে চাইবে কি? তোমার চরণকমলের লাক্ষার সম্যক্ দর্শনের ইচ্ছা লাগিয়াছে । স্ফূর্ত্তির বিরাম নাই ||১৪||

যদা তব সরোবর সরসভৃঙ্গসঙ্ঘোল্লসৎ
সরোরুহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি সম্পূরিতম্ ।
স্ফুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্ভবৌ
তদৈব মম লালসাঽজনি তবৈব দাস্যে রসে ||১৫||

"হে স্ফুটৎসরসিজাক্ষি! কমলনয়নি! যে দিন তোমার সরোবরের দর্শন পাইলাম, তখন হইতেই তোমার দাস্যে মন লাগিল" । "স্বামিনি! তোমার সরোবরের সৌন্দর্য মাধুর্য দেখিয়াই তোমার দাস্যের জন্য লোভ জাগিল । তবৈব দাস্যরসের আমার লালসা জন্মিয়াছে । কেবলমাত্র তোমার দাস্যেই চাই । শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনের বৈশিষ্ট্য আছে বটে! । বিকশিত কমলের ন্যায় তোমার নয়ন, প্রতিক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মান তোমার নয়নের শোভা । স্বামিনীজীউর সম্বন্ধযুক্ত সরোবর । সরোবরের লীলা সহিত সরোবর দর্শন । জলযুদ্ধ কৌতুক হইতেছেন । পর্তিক্ষণে তোমার নয়নের শোভাবৃদ্ধি পাইতেছে । যার

পরাজয় হবে, তাকে পণ দিতে হইবে । মধ্যস্থা কুন্দলতা । অধরসুধা পান পণ । হারিলে দিতে হইবে । পালোয়ানের সঙ্গে স্বামিনী পারিবেন কেন? স্বামিনীর অঙ্গ বিবশ হইয়া যাইতেছে । শ্যামসুন্দর জল নিক্ষেপণের পরিপাটিতে স্বামিনীকে পাগল করিতেছেন । যদিও স্বামিনী এত গাম্ভীর্যবতী ।

শ্রীলীলাশুক শ্যামকে অমৃত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন । শৃঙ্গাররসের খেলা ছাড়া অন্য খেলা খেলেন না । রসময়ীর রসক্রীড়া । রসবর্ষণ চলিতেছে, "সাধন স্মরণ লীলা, ইহাতে না কর হেলা" । স্বরূপ দাড়াইবে লীলাই । বাহিরে মন গেলেই স্বরূপ ছুটিয়া যাইবে । অন্তর্দশায় কেবল রসময়ী ভক্তি । লীলার স্বভাবই এই স্বরূপের দিকে মন টেনে নিবে । রাধারাণীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের গান করিতে করিতে লোভ জন্মিবে । ভাবের মাধুর্য শুনিলে লোভ জন্মে । শুনিতে শুনিতে অনুভব হইবে । লীলাকথা শুনিতে শুনিতে যাহার কামোদ্রেক হয়, সে হতভাগ্য । লীলাকথা হৃদ্রোগ নষ্ট করিয়া দেয় । পাইতে যদি হয়, রাধাদাস্যই পাইতে হইবে । শ্রীপাদগণের মহাবাণী এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন । দেহাবেশ স্ফূর্ত্তিকর হবে না । নাশক হবে । যুগললীলা স্মৃতিসার করিতে হইবে ।

জলযুদ্ধে হেরে এখানে স্বামিনী পিছন দিয়া দাড়াইলেন । শ্যাম বলিতেছেন - "হেরেছ! আমায় পণ দাও! আমি বিজয়ী!" । এই বলিয়া স্বামিনীর কণ্ঠ ধারণ করিলেন । স্বামিনীর তাৎকালিক নয়নের শোভা! নয়ন ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছেন জলযুদ্ধে । "স্ফুটৎসরসিজ" । এমন ধৃষ্টনাগর! স্বামিনী চক্ষু বুজিতেছেন, কিন্তু না দেখিয়াও পারিতেছেন না । স্ফুটৎসরসিজাক্ষি । তেমন মুখমণ্ডল কবে দেখিব? । পণগ্রহণ করা হইয়াছে । লজ্জা পেযে স্বামিনী ডুব দিয়াছেন । কোথায় চলে গিযেছেন? চারিপ্রকার কমল সরোবর উজ্জ্বল । ভ্রমরসমূহ উল্লসিত । ডুব দিয়া স্বর্ণকমলবনে গিয়া উপস্থিত । কেবল মুখখানি উপরে । তখন ভ্রমরগণ অন্যস্থান ত্যাগ করে স্বামিনীজীর মুখকমলের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ঐ বনে যাইতেছে । শ্যামনাগর বুঝিয়া রাধারাণীর নিকট উপস্থিত

যেমন, লুকোচুরি খেলায় শ্যামসুন্দর তমালবনে লুকাইয়াছেন স্বামিনী পাইতেছেন না । পরে দেখিলেন, বানরগণ বৃক্ষের ডালে বসে একদৃষ্টিতে নীচরে দিকে তাকাইয়া আছে । নাগর নিশ্চয়ই ঐখানে আছেন, বুঝিলেন । সেই প্রকার সেইখানে খেলা হইল । নীলকমলবনেও এইরূপ খেলা । তৎপরে শ্যামকণ্ঠ ধরিয়া স্বামিনী সাঁতার খেলিতেছেন । শ্রীঅঙ্গের মাধুর্য তীরে থাকিয়া মঞ্জরীগণ দর্শন করিতেছেন । রাধারাণীর কুণ্ড দেখিয়া রাধারাণীর লীলা স্ফূর্ত্তি হইবেই । কি অপূর্ব লীলা! । এই সরোবর অপূর্ব স্বভাব বিস্তার করিয়া তোমার দাস্যরসে আমার মন লাগাইয়াছে । স্ফুরণের বিরাম নাই ||১৫||

পাদাব্জযোস্তব বিনা বরদাস্যমেব
নান্যৎকদাপি সময়ে কিল দেবি যাচে ।
সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যং
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্ ||১৬||

তীব্র দুঃখের কথা স্বামিনীর চরণে নিবেদন করিতেছেন । স্বরূপের আবেশে উত্তর প্রত্যুত্তর । স্বামিনী তুলসীকে সখ্য দিতে চাইলে তুলসী বলিতেছেন - "অয়ি দেবি! তোমার চরণকমলযুগলের বরদাস্য ছাড়া অন্য কিছুই চাই না । তোমার সখ্যকে প্রণাম করি । সখ্য মাথায় থাকুক । দাস্যপ্রাপ্তির জন্য আমি লালায়িতা । এই ব্যাকুলতার উচ্ছলন অন্যত্র মিলিবে না । নিষ্ঠাটি লক্ষ্য করিবার বস্তু । আচার্যগণের আনুগত্য ভজন করিতে হইবে । ইহারা সম্প্রদায়ের গুরু । সাধনময় জীবন গঠন করিতে হইলে শ্রীদাসগোস্বামীই আদর্শ । এমন আর দেখা যায় না । কিছু করিতে পারি না পারি, তাহাদের আনুগত্য অভিমানটি অন্ততঃ চাই । ঋষিগণের মহাবাণী হইতেও উচ্চতর । মহর্ষিগণেরও যেখানে গতিবিধি নাই । অনেক উপরের কথা । রাধারাণীর চরণসেবা প্রাপ্তির উপায় রাধারাণী হইতেও কিঙ্করীরা ভাল জানেন । আচার্যপাদ

ছাড়া অন্য কাহারও কথা গ্রাহ্য নহে । ষড় গোস্বামীর আনুগত্য আবশ্যক । বিলাপের মধ্য দিয়া শ্রীরঘুনাথের হার্দ্য বুঝিতে হইবে । অনুভব করিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যেই আলোচনা ।

রাধারাণী! তোমার চরণকমলের বরদাস্য চাই । প্রেষ্ঠ দাস্য । দাস্যটি প্রেষ্ঠ । এমন দাস্য কোথাও নাই । শ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ করুণার দান এই দাস্য প্রাপ্তি । রঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ কিঙ্করী । রাধাদাস্যের সৌন্দর্য মাধুর্য আমারও হার্দ্য । যত দাস্য আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইল বরদাস্য । প্রাণ জুড়াইবার আর উপায় নাই । তোমার যত রকম দাস্য আছে, তন্মধ্যে প্রেষ্ঠদাস্য চাই । সখী হইয়াও দাসী । রূপে গুণে কিশোরী, অন্তরঙ্গা সেবাধিকারিণী দাসী । দাস্যরসের পাত্রী । মধুররসের পাত্রী হইয়াও দাসী - মধুররসান্তর্গতভাবে সেবাধিকারিণী । আগে রসের অনুভূতি, শেষে সেবা । "কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি" । পরস্পরের প্রেম কবে বুঝিব? । শ্রীরূপ-সনাতন যুগল-উজ্জ্বলময় তনু । চরণ হইতে কেশের অগ্রভাগ পর্যন্ত । অপ্রাকৃত নবীন কামের সেবা । বুকে জোর কত! প্রত্যেক অবয়ব সুন্দর ।

কুঞ্জবিহারে তোমার আনন্দ তাহাকে বিবশ করিয়াছে । ইহাই আমি জানি । ইহাই আমার ধ্যানের বিষয় । যে বৈস্বশ্য দূর করিতে তুমিও হার মেনেছ, তথায় আমার আবশ্যক হবে । বিবশ শ্যাম, মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতেছে না । রাধামাধুর্য নাগরকে বিবশ করিয়াছে । উপাস্য অপ্রাকৃত নবীন মদন । এক্ষণে বরদাস্য দরকার । স্বামিনী মনে মনে বলিতেছে - "তুলসি! আমি তো প্রিয়তমের মূর্চ্ছা অপনোদন করিতে পারিতেছি না, তুই আয় না তুলসি!" | এমন গোপন সেবা কোথায় আছে? । ইহাই বরদাস্য । "দেবি" সম্বোধন অপূর্ব লীলার দিকে লক্ষ্য করিয়া । জিগীষাপূর্ণ লীলা যিনি যত অধিক সুখ দিতে পারিবেন তাহারই জয় । পাশাখেলাতে পণ রাখিয়া খেলা হয় । জিগীষা লইয়া খেলা হইতেছে । শ্যামের পরাজয় হইয়াছে দেখিয়া বলিতেছেন - "ওহে! পাশা খেলিতে এস না! গরু চরাণোই ভাল, গরু চরাইলে গরুর মতোই

বুদ্ধি হয়!" | সখী হইয়াও দাসী । দাসী আমায় হইতে হইবে । সখ্য আমি চাই না । বরদাস্য আমার কাম্য । দাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? মধুররসের দাস্য । যুগললীলায় অন্য কোনভাবে প্রবেশ করা যায় না । ভাবময় ভাবময়ীর অন্তরের খবর যে জানে, তাহারই পক্ষে সম্ভবপর । "যেখানে তোমার প্রিয়ার সঙ্গে খেলা করিতেছ, তথায় নিয়ে যাও!" | শ্রীরূপ বলেন - নাযিকা সখীপ্রায়া । ইহাদের সুহৃদ্রতি সঞ্চারী, কৃষ্ণরতি স্থাযি । স্থাযিভাবের ভিতরে সঞ্চরণ করে বলিয়া নাম 'সঞ্চারী' । আগে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসিয়াছেন, এই ভালবাসাই রাধারাণীতে সঞ্চারিত হইয়াছে । পূর্বরাগাবস্থায় কালীদহের তীরে রাধারাণীর সহিত ললিতাদি সখীগণের দেখা । ভাবের সাজাত্যেই সেইদিনই পরিচয় হইল । শ্রীরাধাভাবের উৎকর্ষ দর্শনে মুগ্ধা হইয়া তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে মিলাইয়া আনন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা ললিতাদির হইল । ললিতাদি সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ খেলেন । ভ্রমরের সঙ্গে বিকসিত কুসুমের সঙ্গেই হয়, মঞ্জরীর সঙ্গে হয় না । মঞ্জরীগণের রাধারাণীতেই ভালবাসা বেশী । শ্রীশ্যামসুন্দর নিগমপদবীরও অনেক দূরে আছেন । রাধারাণি তাহার কান্তকে স্বীয় কুচকলসের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছেন । তিনি বলেন - "আমার সুন্দরকে দেখিতে হইলে আমার আশ্রয় নিতে হইবে । মঞ্জরী শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন কেন? । যেহেতু রাধারাণীর কান্ত । "এই ব্রজবনে আমার স্বামিনীর প্রাণবল্লভরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ কর" ।

আগে রাধারাণী, পরে শ্যাম । 'যদি কৃষ্ণ গোলমাল করে, কৃষ্ণকে হাত ধরে কুঞ্জ হ'তে বের করে দিব । আমরা যে রাধাকিঙ্করী' । শ্রীনন্দালযে ভোজনলীলায় দাসী শ্যামকে বাতাস দিতেছেন । অলক্ষিতে দাসীর পাযে হাত দিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'মিলন হইবে কি না?' । দাসিও নাগরের হাতের উপরে পা দিয়া ইঙ্গিত করিলেন “হইবে” । ইহাই বরদাস্য ।

নিজের বলিতে কিছুই নাই । সব তাহাদের সুখের জন্য । কিঙ্করীগণ সখীর কক্ষাতে থাকিয়াও সেবৈকনিষ্ঠত্বের হেতু ইহাদের

দাস্য । শ্রীমন্মহাপ্রভু এই বিশিষ্ট বস্তু দিয়াছেন । মরম জেনে সেবা । বিশ্বে আর কেহ তা পারেন না । পদমর্যাদায় সখীগণ শ্রেষ্ঠা, কিন্তু সৌভাগ্যে মঞ্জরীগণ শ্রেষ্ঠা ।

নিঃসঙ্কোচের সেবা । স্বামিনীর কেশের এবং শ্যামের কেশের বন্ধত্ব । কে চুল ছাড়াইয়া দেয়? লীলাতে বাধা হইতেছে । লতা বাতায়নে মঞ্জরী দেখিতেছে সেবার জন্য আবেশ নষ্ট না করিয়া অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়া চুল ছাড়াইয়া দেওয়া ।

চাহিতে না জানিলেও সেবা কান্তা হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা তাঁদের আদৌ ইচ্ছা নাই । ইহারা স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণকে সুখী করিতে রাজী নহেন । "জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণসুখবিলাসের নিধি" । শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আনন্দদাযিনী শ্রীমতী রাধা । তোমার চরণদু'খানি শীতল, কারণ তাহা শ্রীকৃষ্ণের সন্তাপ নিবারণ করিতেছেন । শ্রীগোবিন্দের ইন্দ্রিয় সকলকে পালন করেন, তাই "গোপী" । গোবর্ধনধারণ করিতে একটুও দুঃখ নাই । সন্মুখেই আনন্দিনীশক্তি সব সমাধান করিতেছেন । চিন্তামণির সারভাগ দিয়া শ্রীরাধা গঠিত । ভালবাসার মূর্ত্তি, অতএব কত উজ্জ্বল, কত মধুর! "শ্যামসুন্দর! তুমি এতো সুন্দর কিসের? তোমার প্রিয়া আছে ব'লে" । "চড়ি গোপীর মনোরথে, মন্মথে মনমথে, নাম ধরে মদন মোহন" । "রসঘনমোহনমূর্ত্তিং" । রাধারাণীর চরণতলে যাহার ময়ূরমুকুট বিলুণ্ঠিত, তাহাকে বন্দনা করি । "বল্লবী ভুজলতা বদ্ধে মনোভাবতি ব্রহ্মাণি মনো মে রমতে" । রাধারমণকে সেবা কর । রাধারাণী কৃষ্ণের বল্লভা । "রাধাসেবক" বলিলেই কৃষ্ণ সুখী । কারণ তেমন কথা কেহ ত বলেন না । "তোমার দাস্যের যোগ্য আমি না হই, অগত্যা তোমার দাস্যে আমার আসক্তি দাও, কোন দিন যেন পাইতে পারি!" ||১৬||

অতিসুললিতলাক্ষাশ্লিষ্টসৌভাগ্যমুদ্রা-

ততিভিরধিকতুষ্ট্যা চিহ্নতীকৃত্য বাহূ ।
নখদলিতহরিদ্রাগর্বগৌরি প্রিয়াং মে
চরণকমলসেবাং হা কদা দাস্যসি ত্বম্ ||১৭||

“তোমার সম্বন্ধশূন্যরূপে বিশ্বে কাহারও সঙ্গে পরিচিত হইতে চাই না । বিশ্বে সকলে জানুক্ - তোমা ছাড়া আর আমার কেহই নাই । সকলেই বুঝিবে তুলসী রাধার কিঙ্করী । অব্যভিচারী নিত্যস্বরূপের উপভোগ । স্বরূপের আবেশে এই হয় । বাহ্যাবেশেও স্বরূপের ঝঙ্কার থাকে । "তনুবাঙ্মনোভিরহং তবাস্মি" । চরম আরাধ্য তুমি । নিষ্ঠা আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে । বাহ্যাবেশেও রাধাদাস্য চাইবে । স্মরণে স্বপনে স্ফুরণে পাইলেও তৃপ্তি নাই, সাক্ষাৎ চাই । বাহ্যদশাতে স্বামিনীর তীব্র অভাব অনুভব করিতেছেন । চুপি চুপি করিয়া কিঙ্করী হইব না । চিহ্নিত দাসী হইব । লাক্ষার চাপ বাহুদু'টিকে চিহ্নিত করিবে । অতিসুললিত যাবক । যাবকের সঙ্গে প্রেম মিশানো থাকিবে, তবেই অতিসুললিত হইবে । দাসী পরানোর যাবক চাই না । তোমার কান্ত যখন পরান, তখন শ্যাম-স্বামিনীর অনুগত না হইলে পরানো মন ভরে না । একটু আঁচলের বাতাস পাইলেই শ্যাম কৃতার্থ । শ্রীরাধার উত্কর্ষ চাই, ইহা শ্যামসুন্দরের অপকর্ষ নয় । হরিদ্রাগর্বগৌরীকে দেখিয়া নয়নের সাফল্যের অনুভব । ঐশ্বর্যের উপাসক ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে চরম সময়ে কিভাবে দেখিতে চাহিয়াছিলেন? কুঞ্জে ভিতরের খবর কিঙ্করী ছাড়া কেহ জানেন না । অনুগত ভাব হইলেই সেবা গ্রাহ্য হইবে । যাবকের বাটি ও তুলি তুলসীর হাতে । নাগর যাবক পরান, নয়নে অশ্রুধারা । মনে করিতেছেন - "যাবকের ন্যায় সৌভাগ্য আমার নেই" । শেষে নাম লিখিতেছেন । মনে হইতেছে - নামের সৌভাগ্যও আমার হইল না । দেখিয়া তুলসী হাসিতেছেন । "হাস্য দর্শনে দণ্ড স্বরূপ স্বামিনী আমাকে যাবকরঞ্জিত চরণদ্বারা বাহুতে লাথি দিবেন, তখন আমার বাহু যাবকচিহ্নিত হইবে । তাহা লইয়া গর্ব করে সর্বত্র বিচরণ করিব" ।

সেবার স্ফুরণের বিরামে বিলাপ করিতেছেনঃ "তোমার চরণকমলের সেবা তুষ্টির সহিত চিহ্নিত করে আমাকে দান কর!" । অন্তঃকরণের তীব্র লালসা প্রকাশ পাইতেছেন । প্রেমের স্বভাব সেবা । ভক্তির স্বভাব সেবা । প্রেমিক যাহারা, তাহাদের জীবন সর্বস্বই সেবা । যে কোন সাধনভক্তি, সবই সেবা । সেব্যের তুষ্টির দিকে লক্ষ্য করিয়া সেবা করিতে হইবে । নিজের কোন সুবিধার দিকে সাধকের লক্ষ্য থাকিবে না । "আনুকূল্যং শ্রীকৃষ্ণায় রোচমানা প্রবৃত্তি" । শ্রীকৃষ্ণের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার সেবায় প্রবৃত্তি । সাধকের নিজের রুচির দিকে লক্ষ্য থাকিবে না । "শাস্ত্রে আছে, তাই করিয়া গেলাম, কিন্তু কৃষ্ণের রুচিজনক হইল কি না, তাহার অনুসন্ধান করিলাম না । শ্রীকৃষ্ণ সাড়া না দিলে ভক্তের অন্তরে তৃপ্তি আসিবে না । উপাস্যদেবতা যদি না বলেন, "তোর সেবা আমার রুচিজনক হইয়াছি, তবে কিসের তৃপ্ত হইবে?" । সে এসে, খবর দিবে, নতুবা ভজন অন্তঃসাড়া শূণ্য । উদাসীনের উপাসনা নয়, প্রেমিকের উপাসনা । প্রেম নিজের সুখ ভুলাইয়া দেয় । দেহ বা ইন্দ্রিয়, এমনকি আত্মার সুখের জন্যও লালসা থাকিবে না । কৈতবশূণ্য ধর্ম প্রেম । দেহের সুখ যে চায়, সে কপটী । আত্মাকে মুক্ত করা চাই । মায়ার ভিতরে পড়ে দুঃখ পাইতেছে । যাকে ভালোবাসা যায়, তাহার উপরে ভার দেওয়া যায় না, তাহার ভার আমার নিতে ইচ্ছা হইবে । প্রেম যদি চাও, তবে বলিতে হইবে "আমার দেহ গ্রহণ করিয়া সুখী হও" । প্রেমপিপাসু ভগবান্ । অগত্যা এক গণ্ডুষ জল । কামনা লইয়া ত্রিভঙ্গ ঠাকুরের উপাসনা চলিবে না । তিনি বুঝিবেন, "আমি ভোক্তা, তোমার কিছু আমি ভোগ করিব" । নাম করিতে করিতে চোখের জলে ভাসিবে । সে কাছ থেকে দেখিবে আর কাঁদিবে, তবেই তাহার সেবা হইল । খাঁটি সোনাতেই উত্তম অলঙ্কার হয় । নয়নে রূপ দেখিব, কানে তাহার বংশী শুনিব, রূপ লাগী আঁখি ঝুড়ে ইত্যাদি । এই চোখেই তোমাকে দেখিব । লীলাশুক ত

দেখিতেছিলেন, বিরহজ্বালায় অস্থির হইব । "আমি অযোগ্য, দেখিতে পাব না", এই দুরাশা পোষণ করিতে হইবে না । বিচার থাকিবে না । ইহাই উপাসনার সৌন্দর্য । সাড়া না দিলে কে তুলে নেবে? । যে প্রেম চাই, সেই উপায় অবলম্বন করিবে । জীবনের কথঞ্চিৎ-ও যদি তোমার সেবায় নিযুক্ত করতে পারি তবে ত ধন্য হ'ব । প্রেমিক উপাসকের এইরূপ প্রবৃত্তি হইবে । সে বুঝাইয়া দিবে কোনটি তাহার অনুকূল, এবং কোনটি তাহার প্রতিকূল । শ্রীরূপ গোস্বামী বলিতেছেন - "বৃন্দাবনেশ্বরি! তুমি যদি কৃপা না কর, এই দেহ আর রাখিব না । দ্বার দিয়া পড়ে আছেন, সন্ধ্যা সময় কে একজন বলিতেছেনঃ "সাধু! দ্বার খোল! আমি আসিয়াছি! দুধ আনিয়াছি!" । কি অপূর্ব মধুর দর্শন! বলিলেন - মাধুকরী করিতে কেন যাও নাই?" । শ্রীরূপ বলিতেছেন - "এখন থেকে আর যাব না । উপাস্য যদি কৃপা না করিলেন, এই দেহে আর কি প্রযোজন?" । বালিকা - "কে বলে কৃপা করে নাই?" । বৃন্দাবনে পড়ে থাকাই তার কৃপা! দুধটুকু কিন্তু অবশ্য পান করিবে!" । সেই বালিকা চলিয়া গেলেন । কি অপূর্ব গতিভঙ্গী! শ্রীরূপ মুগ্ধ! "কে এই অদ্‌ভুত বালিকা?" । পরে শ্রীসনাতন আসিয়া বলিতেছেন - "শ্রীরূপ! কেমন ভজন চলিতেছেন? করুণাঘনবিগ্রহা - এমন করে খাটাবে?" |

অনুরোধে আমাকে চিহ্নিত করিবে না, আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া "অধিকতুষ্ট্যা" । আমি না হলে তোমার চলে না । তুমি বলিবে - "তুলসি! তুই আয়! তোর দরকার!" চরণাঘাতটি তুষ্টির চিহ্ন । যাহাকে তাহাকে তিনি পদাঘাত করেন না । মমতার কি নিবিড়তা! "আমি তোমার!" ইহা চাপা পড়িয়া গেল - "তুই আমার!" উক্তিতে । ভৃঙ্গ কত্তৃর্ক অনাঘ্রাত পুষ্পের মত অনন্যশরণা আমি । প্রাণেশ্বরী চরণকমলের সেবা দিতেছেন - "হার চিঁড়ে গিযেছে, হার গেঁথে পরিযে

দে!" ইত্যাদি । "তুমি আমাকে চিহ্নিত দাসী করিয়া লও । আমি চাই তোমার পাদাব্জের সেবা!" । ভাবের মূরতির সেবা ||১৭||

প্রণালীং কীলালৈর্বহুভিরভিসঙ্ক্ষাল্য মধুরৈ
র্মুদা সংমার্জ্য স্বৈর্বিবৃত কচবৃন্দৈঃ প্রিয়তয়া ।
কদা বাহ্যাগারং বরপরিমলৈর্ধূপনিবহৈ
র্বিধাস্যে তে দেবি প্রতিদিনমহো বাসিতমহম্ ||১৮||
প্রাতঃ সুধাংশুমিলিতাং মৃদমত্র যত্না
দাহৃত্য বাসিতপয়শ্চ গৃহান্তরে চ ।
পাদাম্বুজে তব কদা জলধারয়া তে
প্রক্ষাল্য ভাবিনি কচৈরিহ মার্জ্জয়ামি ||১৯||

বাহ্যাগার সেবা । সেবা প্রাপ্তির অভাবে জীবন বিফল মনে করিতেছেন । তজ্জন্য খুব যাতনা বিলাপে প্রকাশ পাইতেছেন । রাধাকৈঙ্কর্যরসে ডুবিত চিত্ত একেবারে নীচসেবা হইতে আরম্ভ করিয়া সব রকম সেবা জীবনের সর্বস্ব । সেবারসের আস্বাদনও সঙ্গে সঙ্গে আছে । সেবারসের আস্বাদন করিতে হইলে স্বরূপের আবেশ আবশ্যক । রাধারাণীর সেবা ভগবানের সেবার মত নয় । ভাবেই সেবা । রাধারাণী বিশুদ্ধভাবের মূরতি । ভাবানুকূল্যময় অবস্থা আনা দরকার । অভাবে বিরহবেদনা অসহ্য । "অয়ি ভাবিনি! প্রাতঃকালে কর্পূরধূলি মিশ্রিত মৃত্তিকাদ্বারা তোমার চরণকমল ধুইয়ে কবে মুছিয়ে দিব?" । ভাবিনি সম্বোধনের তাৎপর্য কি? স্ফুরণের সম্বোধন । স্বামিনীজী ভাবময়ী । তাহারাও তাহাই । স্বামিনীজী স্বীয় কান্তে ভাবময়ী, কিঙ্করীগণ স্বামিনীজীতে । বিক্ষিপ্তচিত্তে অনুভব অসম্ভব । তার ভাবটি বুকে আনা দরকার । কিছু আনুগত্য থাকিলেও একটু বুঝা যাইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যাহা হয়, তাহা শ্রীরঘুনাথ হইতে প্রকাশ । রাধাবিরহের মূরতি রঘুনাথ । শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন - "তোমার কৈঙ্কর্যামৃত

ব্যতীত আর কিছুই ভাল লাগে না" । ভাল না লাগা স্বাভাবিক, শাস্ত্রপ্রমাণের আবশ্যকতা নাই । রাধারাণীর কিঙ্করীর মনের সৌন্দর্য ভগবানের উপাসকেরও উপলব্ধি হইতে পারে না । রঘুনাথের নিষ্ঠা আদর্শ । হনুমানের কি নিষ্ঠা! হনুমানের ও গরুড়ের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য । হনুমানের এত নিষ্ঠা, রাধাদাসীর কত বেশী নিষ্ঠা থাকা উচিত! যে তোমার চরণ বুকে ধরে, তাহার বুকে আর অন্য কিছু স্থান পাইবে না । মহাপ্রভুর অপূর্ব দান! প্রাতঃকালের সেবা । শ্যামলা আসিয়ছেন । তাহাকে দেখিয়া শ্যামের উদ্দীপন হয় । শ্যামলার সঙ্গে বিরহ একটু প্রশমিত হইয়াছিল, বিরহ বিধুরা স্বামিনীর সেবা করিতে হইলে সেইখানে অন্য কোন কথা হইবে না । ভাবিনি! ভাবোন্মাদিনি! ভাববতি! ভাবের উচ্ছলিত অবস্থা আসিয়াছে যাহাতে বিরহজ্বালা প্রশমিত হয় । এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে সেবার কলাবিদ্যা শ্যামসুন্দর হইতে শিখে । শ্যামসুন্দরের ছবি বুকে অঙ্কিত রাখিতে হইবে । বিরহের সময়ে বর্ণনা দ্বারা মূর্ত করিয়া উপস্থিত করিবে । কিঙ্করীরা জানেন, শ্যামসুন্দরের কঠিন করের স্পর্শ কেমন? । পাদপদ্মের সেবা করিতে সেই ভাবেই করিবে যা'তে শ্যামের স্পর্শ উদ্দীপিত করে । নিজ কেশের দ্বারা স্বামিনীর পাদপদ্ম মুছাইবেন । হাত বাড়াইয়াছেন আর পাইলেন না । স্ফূর্তির ভঙ্গ । আবার তীব্র বেদনা । হাহাকার । আবার মুখপ্রক্ষালনের স্ফুরণ ||১৯||

প্রক্ষাল্য পাদকমলং কৃতদন্তকাষ্ঠাং
স্নানার্থমন্যসদনে ভবতীং নিবিষ্টাম্ ।
অভ্যজ্য গন্ধিততরৈরিহ তৈলপূরৈঃ
প্রোদ্বর্ত্তযিষ্যতি কদা কিমু কিঙ্করীয়ম্ ||২০||

দন্তকাষ্ঠাদির দ্বারা মুখপ্রক্ষালণ করাইয়া স্নানার্থ অন্যগৃহে উপবিষ্টা স্বামিনীর অতি সুগন্ধিত তৈলাদি দ্বারা শ্রীঅঙ্গের অভ্যঙ্গ করান হইবে । পদ্মপরাগাদি দ্বারা কবে উদ্বর্ত্তন করিতে পারিব? । তীব্রতম বাসনা । প্রত্যক্ষ হইতেও বেশি অনুভূতি । আগাইতে হইবে, কাছে যাইতেই হইবে । শ্রীগৌরসুন্দরের যুগের মানুষ আমরা, তাহার প্রদত্ত সম্পদ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইব? । শ্রীঅঙ্গ উদ্ঘাটন করে তৈলমাখান হইতেছে । যে অঙ্গের খবর শ্যামও লইতে পারেন না । মার্মিক তৈলমর্দন । দন্তগুলি কোমল আম্রপত্রপুটিকা দ্বারা পূর্ণ মার্জ্জন করাইয়াছেন । বিরহাবস্থায় সর্বদা স্ফুরণ, পূর্বরাগাবস্থায় বিশাখা শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট অঙ্কিয়া দিয়াছেন । প্রাণেশ্বরীর গৃহে আছে । স্বামিনী পত্র লিখিতেছেন - "তুমি চিত্রপটরূপে আমার গৃহে বাস করিতেছ, যে'দিকে বাহিরে পালাইতে চাই, সেইদিকেই তুমি বাহু প্রসারণ করিয়া পদ আগুরিয়া দাড়াও । কখনও ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন । মহাভাবের উচ্ছ্বাস । শ্রীতুলসী স্বামিনীকে পূর্ব আস্বাদিত লীলা স্মরণ করাইয়া, আস্বাদনের মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া দন্তধাবনাদি মুখ প্রক্ষালনাদি করাইয়া দিতেছেন । জগৎ সম্বন্ধে মূক হইয়া যাইতে হইবে । প্রসঙ্গরূপ সেবা । স্বামিনীজীর উজ্জ্বলমূর্তির কাছে শ্রীগুরুদত্ত সিদ্ধদেহে সেবারসে বিভোর । কিভাবে দন্তধাবন করিতেছেন? সাক্ষাৎ দেখিয়া দেখিয়া আস্বাদন করিতে হইবে । সামনে দাড়িযে স্বামিনীজীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ মাধুর্য আস্বাদন কর । যে দন্তগুলি বৃন্দাবনের শুকপক্ষীর আকর্ষক । হস্ত-পদ-মুখ প্রক্ষালণ, তৈলমর্দন, উদ্বর্তনের প্রার্থনা ।

স্বরূপের আবেশে বিরহের তীব্রতায় স্ফুরণ । স্ফূর্তির অভাবে সেবাপ্রার্থনা । রাধারাণীর সেবা লালসা সাধারণ হৃদযে জাগে না । জগতকে যে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন, কোনরকম অপেক্ষা যার নাই, তাঁহারই হৃদযে জাগে । জাগতিক ভাব যেখানে, সেখানে রাধাদাস্যের স্থান কোথায়? যদি সাড়া পাওয়া না গেল, তবে কিসের

ভজন? "ভক্তিমান্ মে প্রিযো নরঃ" । রাধাদাস্যলাভ আরও কঠিন । তন্ময় না হইলে হবে না । মাযিক বৃত্তি মনে জাগিলে পাবে না । রঘুনাথের জীবন আদর্শ । সাক্ষাৎ থাকা চায় । রাধাকুণ্ডতীরে অনাবৃতস্থানে বসিয়া রঘুনাথ ভজনাবেশে আছেন । বাঘে কুণ্ডের জল খাইয়া গেল । রঘুনাথ আবিষ্ট, কিছুই খবর নাই । চৌষটি স্থাবরাহ ইত্যাদি । শ্রীসনাতন রঘুনাথকে শাসন করিতেছেনঃ "অনাবৃত স্থানে ভজনের তোমার প্রতিষ্ঠা ছড়াইবে? । দৈন্যহীন ভজন প্রাণহীন । কাযিক, বাচিক, মানসিক হাওয়া চাই, নতুবা রসের আস্বাদন পাইবে না । সেই সেই কথায় রতিমান হযে ব্রজে বাস করিতে হইবে । যে কথা শুনে ভাব পুষ্ট হয়, তাহাই গ্রাহ্য । সিদ্ধাই নাম ছড়াইও না । রূপ, গুণ, লীলা ভাবিতে ভাবিতে কুটিরের মধ্যে পড়িয়া থাক । শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপা আমাদের একমাত্র সহায় । সব ভূলিতে হবে । শেষে দেহ পর্যন্ত" ।

তুলসী বলিতেছেন - "স্বামিনি! উঠ! স্নানের ঘরে চল!" শুনে স্বামিনী চমকিয়া উঠেছেন । অন্য গৃহে স্নান হইবে । শ্বেতপাথর চৌকিতে বসাইয়াছেন । স্নানের সম্ভার সব সাজান আছে । মস্তক হইতে নিম্নদিক পর্যন্ত তৈল মাখান হইতেছে । এক একটি কেশ কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয় । স্বামিনী বলিতেছেন - "তুই তেল মাখাছিস্? আমি ভূলে গিয়াছিলাম - ঠিক নাগরের মতো!" । ললিতা বিশাখাও সেইখানে নেই । দরজা বন্ধ । "গৌরাঙ্গে ম্রদিমা স্মিতে মধুরিমা নেত্রাঞ্চলে দ্রাঘিমা বক্ষোজে গরিমা তথৈব তনিমা মধ্যে গতৌ মন্দিমা" (রা.র.সুঃ ৭৫) ইত্যাদি অনুভূতি চাই । তৈল মাখানোর পর উদ্বর্ত্তন । পদ্মের পরাগাদি দ্বারা হয় । পূর্বের লীলা স্মরণ করাইয়া সব উদ্বর্ত্তনাদি সেবা করিতেছেন । নির্জন যমুনার ঘাট । তীরে উচ্চ কদম্ববৃক্ষ নাগর লুকাইয়াছিলেন, কিঙ্করীর কাছে হাত জোড় করিতেছেন, কিঙ্করী আশ্বাস দিতেছেন (রা.র.সুঃ ২৪) ঐ সেবা রসে আমাদিগকে ডুবিতে হইবে ||২০||

অযি বিমলজলানাং গন্ধকর্পূরপুষ্পৈ
র্জিতবিধুমুখপদ্মে বাসিতানাং ঘটৌঘৈঃ ।
প্রণয়ললিতসখ্যা দীয়মানৈঃ পুরস্তা
ত্তব বরমভিষেকং হা কদাহং করিষ্যে ||২১||

বিরহদুঃখের পরিহারের প্রার্থনা স্বামিনীর কাছে তৈল মাখান হইয়াছে । অঙ্গ উদ্বর্ত্তনের পর এইবার স্নান । "অহং কদা তব অভিষেকং করিষ্যে?" । 'জিতবিধুমুখপদ্মে' মুখপদ্মদ্বারা বিধুকে জয় করিয়াছে, কবে তোমার অভিষেক করিব? । স্নান শ্রেষ্ঠ সেবা । গন্ধ, কর্পূর, পুষ্পবাসিত জলে আমি স্নান করাব । ভালবাসার পাত্রী সখীগণ ঘটভরে দেবেন । তাহাদের কৃপায় অনুভূতির ছিটা ফোঁটা না এলে আস্বাদন অসম্ভব । নিজেদের অনুভূতির কথা গ্রন্থাকারে রাখিয়া গিয়াছেন । তোমাদের কৃপার অবধি নাই । আমি অধম, দুর্গত হইলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণব আমার প্রতি কৃপাবান । সীতানাথের কথা । "মোরে যদি বর কর প্রভু বিশ্বম্ভর, স্ত্রী শূদ্র অধমের আগে কৃপা কর" । আমি ত চাইব রাধাদাস্য । রঘুনাথের প্রাণের প্রার্থনা বিলাপ কুসুমাঞ্জলি । জিতবিধুমুখ স্বামিনীর চাঁদ গোকুলচন্দ্র । প্রতি ইন্দ্রিয় পরিচিত সেই চাঁদের সঙ্গে । বিধু শ্যামসুন্দর । সেবার সময়ে অতীত লীলার স্মৃতি জাগাইতে হইবে । নিবিড় বুকের আস্বাদনে স্বামিনীকে ডুবাইয়া দেওয়া হইতেছেন । তোমার মুখপদ্ম শ্যামচাঁদকে জয় করিতেছে । চাঁদ কমলের শোভা আস্বাদন করে না । মুদ্রিত না হইয়া বিকসিত হইয়াছে এই কমল । শ্যামসুন্দর আর কাহারো মুখশোভা এমন করে আস্বাদন করেন নাই । অন্যকে কৃতার্থ করিবার জন্য করেছেন । কৃতার্থ হইবার জন্য নহে, একটু মুখের কথা শুনিবার জন্য শ্যামের কত ব্যগ্রতা ! । বুকভরা অন্ধকার একটু চাঁদমুখে কথা কহিয়া উজ্জ্বল কর "হে বৃন্দাবন! আমি তোমারই শরণাগত, তোমার যুগল কোথায়, একটু দেখাও!" । অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর ছাড়া তাহার কিছুই ভাল লাগে না । পূর্বরাগে দেখা গিয়াছে, মধুমঙ্গল একটু এনে তাহাকে

দেখাও না, পাতায় রাধানাম লিখে দেখাইলেন । অক্ষর দেখিয়াই বলিতেছেন - "এই যে অক্ষর আমার প্রাণের" । নামেই তুষ্ট । যে রাধা বলে, তাহার পাছে পাছে ছুটে । বিশ্বে এই ভালোবাসা কোথাও পান নাই । অতীত লীলার স্মৃতি জাগিয়াছে । বিশ্বের সকলের শান্তি দেন যে, তাহাকেও শান্তি দেন রাধা । এই মুখকমলের মধুপান করে চাঁদ সুধাময় । মৃদু হেসে ডাকিতেছেন - "জিতবিধুমুখপদ্মে!" পরিহাসরসের ভিতর দিয়া আস্বাদন । স্নানের জায়গায় স্বামিনী বসেছেন । ঘট, জল, সব প্রণয়ময় । প্রণয় জলের সঙ্গে মিশা । দাসী সম্মুখে দাড়াইয়াছেন, প্রণযিণী ললিতা সখী জলপূর্ণ ঘট দাসীর হাতে দিতেছেন । শ্রীরূপমঞ্জরী জল উঠাইয়া দিতেছেন । প্রণযিণী ললিতা সখী নিজে স্নান না করাইয়া "তোকে দিযে স্নান করাইব!" এইরূপ বলিতেছেন । ইন্দ্রনীলমণি ঘট উদ্দীপনের জন্য । "তুলসি! আয়! স্নান তো হযে গেছে, গা মুছিযে দে!" । কবে সেই সেবাতে ডুবে যাবো?" ||২১||

পানীযং চীনবস্ত্রৈঃ শশিমুখি শনকৈরম্য মৃদ্বঙ্গয়ষ্টে
র্যত্নাদুৎসার্য মোদাদ্দিশিদিশি বিচলন্নেত্রমীনাঞ্চলাযাঃ ।
শ্রোণৌ রক্তং দুকূলং তদপরমতুলং চারুনীলং শিরোগ্রাৎ
সর্বাঙ্গেষু প্রমোদাৎপুলকিতবপুষা কিং ময়া তে প্রযোজ্যম্
||২২||

স্বরূপের আবেশে সেবার স্ফুরণ । মায়ার সংস্রব অন্তরায় । দেহাবেশ যেন অভীষ্টের চরণ হইতে সরাইয়া না নেয় । স্বরূপের আবেশের উপর তীব্রদৃষ্টি রাখিতে হইবে । ইহা শাস্ত্রের এবং মহাজনের মত । দেহাবেশে কাহারও সিদ্ধি নাই । বাহ্যাবেশ থাকিলে দেখিলেও দেখা হয় না । তাই শ্রীসনাতনের প্রশ্ন - "আমি কে? আমার মঙ্গল কিসে

হইবে?" । রঘুনাথের তীব্র জ্বালা শুধু রাধাবিরহে । আমার জীবনের অন্য কোন অবলম্বন নাই । "ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি" |

ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং স্মরামি রাধাং মধুর স্মিতাস্যাম্ ।
বদামি রাধাং করুণাভরার্দ্রাং ততো মমান্যাস্তি গতির্ন কাপি ||

এই আবেশ শ্রীগৌরসুন্দর না দিলে কেহই পাইতে পারেন না । রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের কত প্রিয় ছিলেন । আত্মসাৎ করে কণ্ঠের গুঞ্জাহার এবং প্রিয় গোবর্ধনশীলা দিলেন । গুঞ্জাতে শ্রীরাধারাণীর চরণে এবং শিলাছলে শ্রীগোবর্দ্ধনের বাস দিয়া গেলেন । ভাগ্যবন্ত সাধক এখনও শ্রীকুণ্ডতীরে রঘুনাথের কাতর আর্তনাদ শুনিতে পান । শ্রীগৌরের কৃপায় এক পাগল রঘুনাথ, আর এক পাগল সরস্বতীপাদ । বৃন্দাবনে খুঁজে খুঁজে বেড়াইতেছেন - "কোথায় আছ বৃন্দাবনেশ্বরি?!" । তুলসী স্বামিনীকে স্নান করাইবার জন্য কেমন করে দাড়াইয়াছেন, আস্বাদন দিযে দিযে স্থির করে রেখে স্নান করাইতেছেন । মহাপ্রভুর দেওয়া সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইলাম । ঐ যুগের মানুষ যদি রাধাদাস্য বঞ্চিত হয়, তবে দুঃখের অবধি নাই । শ্রীরূপ-সনাতন রাগানুগাভক্তির আচার্য, বৈধিভক্তি আচার্য নহেন । "আমি যাই হই না কেন, আমাকে ঘরে নিতে হবে" । প্রেমের বাহিরে দাড়াইয়া প্রেমময়ীর কিছুই বুঝা যাবে না । নীলকাপড় পরাতে হবে, নীলচুড়ি পরাতে হবে, স্বামিনীর উদ্দীপনের জন্য । শ্রীঅঙ্গ হইতে জল মোছান হইতেছে, লোভের বশে "পানীয়" কথা আসিয়া পড়িয়াছে । শুধু যমুনার জলই পানীয় নহে, শ্রীঅঙ্গের জলও পানীয় । শশিমুখি বলিতে কলঙ্কি চাঁদ । শ্যামসুন্দরের উদ্দীপনের জন্য । দরজা সব বন্ধ, তবুও স্বামিনী চারিদিকে তাকাইতেছেন । সুন্দর বুঝি দেখিল । এই মনে করে নিতম্বে লাল ঘাগ্রা নীলবসন দিলেন ওড়না ধরিতে গিয়া স্ফূর্তির বিরাম । আবার হাহাকার ||২২||

প্রক্ষাল্য পাদকমলং তদনুক্রমেণ
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুদয়িতে তব কেশপাশম্ ।
হা নর্মদাগ্রথিত সুন্দরসূক্ষ্মমাল্যৈ
র্বেণীং করিষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্জনো'য়ম্ ||২৩||

এখন কেশপ্রসাধন । এই দাসী কবে তোমার কেশে বেণী বদ্ধ করিব? । বেশের গৃহে লইয়া আবার পাদপ্রক্ষালণ । নর্মদা গ্রথিত সুন্দর মালা দিয়া বেণী বন্ধিব । স্মরণ সময় মনে হয় যেন সেবাই করিতেছি । স্মরণের নিবিড়তায় এটি হয় । সাক্ষাৎ না পাইলে দুঃখ অনিবার্য । স্মরণ ছেড়ে বাহিরে আসিলেই মনে হইবে মরুভূমিতে এসে পড়িলাম । আশাই সাধককে বাঁচাইয়া রাখে । পাব না মনে করিলে ভজন হয় না । আশা ছাড়া যায় না । ব্যবহারের মধ্যে এলেই মনে হবে মরে গেলাম । রাধারাণীর কাছে তিষ্ঠাইতে লজ্জা হবে । এই মৃত্যু থেকে রক্ষা করে কে? । প্রাপ্তির আশা । ধ্যান নিবিড় হইলে স্ফূর্তি । স্থাবর জঙ্গমে ইষ্টস্ফূর্তি । যেদিকে তাকান, সেদিকেই কৃষ্ণ, তাহাদের কথা কখনও স্ফুরণ হয় না । নিজেদের মধ্যে যেমন ইষ্টগোষ্ঠী, তাহাদের সঙ্গেও তেমন ইষ্টগোষ্ঠী করিতে ইচ্ছা হওয়া উচিত । উপাসনার অর্থ কাছে থাকা । "সখীর সঙ্গিণী হঞা তাহে হঙ ভোর" । স্মরণ অর্থ মানস সঙ্গ । "থাক তাঁদের সাথে, বস তাঁদের কাছে, মহতের বাণীর শক্তি আছে" । “গোষ্ঠেন্দ্রসূনুদয়িতে" সম্বোধনটি কি মধুর! । দাসীর বক্ষঃস্থল স্বামিনীর পাদপীঠ । দেহাবেশ থাকিলে মায়ার যত উপদ্রব থাকিবে! । স্বরূপের আবেশ থাকিলে মায়ার ক্ষমতা নাই সাধকের মনকে দূষিত করে । ব্রজরাজনন্দনের প্রিয়া তুমি, অথবা ব্রজরাজনন্দনই প্রিয় তোমার । এই ষষ্ঠী ও বহুব্রীহি সমাসে উভযের প্রণয় বুঝা যাইতেছে । শ্যাম যেমন করেন বেণীবন্ধে, আমি কি তেমন করে পারিব? । বেণীর থোপ্না বাঁধিতে গিয়া স্ফূর্তির বিরাম ও হাহাকার ||২৩||

সুভগমৃগমদেনাখণ্ড শুভ্রাংশুবত্তে
তিলকমিহ ললাটে দেবি মোদাদ্বিধায়।
মসৃণঘুসৃণ চর্চ্চামর্পযিত্বা চ গাত্র
স্তনযুগমপি গন্ধৈশ্চিত্রিতং কিং করিষ্যে ||২৪||

স্বামিনীর সেবারসের আস্বাদ ভোগ করিতেছেন। স্নানের পর অঙ্গ মুছাইয়া বেশরচনা করিলেন, এইবার তিলকধারণ। স্ফুরণের মধ্যে একটু আস্বাদন না পাইলে সাধক কি নিযে থাকিবে?। রাধাসম্পর্ক ছাড়া কিছুই নাই। সখীস্থলীর মাঠা একটু আনা হইয়াছিল, তাহা রঘুনাথ গ্রহণ করিলেন না। রাধাচরণনিষ্ঠা অদ্ভুত। তীব্র না হোক্, বিরহ অবস্থা কিছু কিছু সাধকের আসা চাই। প্রাপ্তির নিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণা, কিছু কিছু সাধনরস যাহাদের আস্বাদন হইয়াছে, তাহাদের রাধাপদ সুধারস পরম অবলম্বন। নিত্য সম্বন্ধ যাহার সঙ্গে, তাঁহার চরণাশ্রয় পাইতেই হইবে। দৈহিক সব অনিত্য, সব যাবে, দাঁড়াব কার কাছে?। রাধাচরণ ছাড়া আর দাড়াবার স্থান নাই। ঐকান্তিক ঐ অবস্থা আসিবেই। খাওয়া, দাওয়া, কিচুই ভালো লাগিবে না। জুড়াবার মত জগতে কিছুই নাই। স্বপ্নে স্ফুরণে, গন্ধ, স্পর্শ আদি অনুভূত হবে। অভাবে দুঃখ অসহনীয়। রাধাকিঙ্করীদের প্রেমের তুলনা নাই। এক প্রাণের মত। রাধারাণী নিজের চেযেও তাহাদিগকে অধিক বিশ্বাস করেন। রাধারাণী বুঝিবার আগে তাহারা বুঝেন। "সুধু দাস্য চাই না, প্রণয়পুষ্ট দাস্য চাই"। প্রাণে প্রাণে তাদাত্ম্যা প্রাপ্তিতে অভেদ বলিয়া মনে হয়। রাধারাণীর অনুভূতি এঁদের বুকে জাগে। আত্মার আত্মা রাধারাণী, তাহার চরণপ্রাপ্তির অভাবে দুঃখ অসহনীয়। মমতার আতিশয্য দ্বারা চিহ্নিত প্রেম। যাহার রাধা বিনে আর গতি নাই, তাহার বিরহ কত তীব্র। মহাপ্রভু তিনদ্বার অতিক্রম করিয়া গেলেন। প্রেমকে কেহ বাধা দিতে পারেন না। রাধাপ্রেমের কি মহিমা, এতবড় ভগবানকে পাগল করে দিল। রঘুনাথকে বাঁচায় কে?। স্মরণ ও

স্ফূর্তির অনুভবেই বাঁচিযে রাখে । এই সব আশার প্রদীপকে জ্বালিয়া রাখে । মহাপ্রভু কান্তভাব দেন নাই কেন? । ইহা হইতেও উত্তম রাধাদাস্য । ইহাই অনর্পিত বস্তু । রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করেন, কৃষ্ণ ভোগ করেন শ্রীরাধাকে । আর যুগলকে ভোগ করেন রাধাকিঙ্করী । যুগলমাধুর্য তাহাদের উপজীব্য । "যুগলবিলাস স্মৃতি সার" । কোন একদিন বৃন্দাবনে উভয় উভয়কে খুঁজিতেছেন, পাইতেছেন না, শ্যাম বিকল । বিহ্বল হইয়া বলিতেছেন - "রূপ! একটু মিলাযে দিবে না? তোমার স্বামিনীর সঙ্গে মেলাও না!" । শ্রীরূপ বলিতেছেন - "মর্যাদা রাখিবে ত?" । স্বামিনীও বলিবেন - তখন রূপ "এই নাও তোমার সুন্দর!" । পুরস্কার মনোহর হার পাইব । হারের মত বুকে রাখা যায় । নাগরকে চুম্বন দিয়া দাসীকে পুরস্কৃত করিলেন । উহাই হার করিয়া দাসী বুকে ধরিলেন ।

তোমার ললাটে মৃগমদ দ্রবদ্বারা পূর্ণচাঁদের মত তিলক দিব । কাছে বসাইয়া বামহাতে চিবুক ধরে ডানহাতে তিলক দিতেছেন । দেবি! সর্বাঙ্গ শোভার আস্বাদনে শ্যামসুন্দরের ইন্দ্রিয়সমূহের বিশ্রামের বিধুশালা, চন্দ্রশালা । সম্পূর্ণ মূর্তিখানি কৃষ্ণক্রীড়া বসতিনগরী । এমন খেলার স্থান কোথাও নাই । “বল্লবীবিভো রাধারমণস্য" । রাধারাণীকে চেযে আছে প্রতি রোমেরোমে । শ্যামসুন্দরের স্বচ্ছন্দ বিহারের স্থান । খেলাস্থানেরও অভাব নাই, কস্তুরী কালো এবং শ্যামসুন্দরের গন্ধের মত উদ্দীপন । চিত্র করিতে করিতে স্ফূর্তির বিরামে দুঃখের অনুভূতি ||২৪||

সিন্দূররেখা সীমন্তে দেবি রত্নশলাকয়া ।
ময়া যা কল্পিতা কিন্তে সালকাঞ্ছোভযিস্যতি ||২৫||

রত্নশলাকার দ্বারা যে সিন্দূরের রেখা রচনা করিলাম তাহা কি তাহার অলক শোভিত করিবে? । অর্পণের দ্বারা শোভা চেযেও

অতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসা আছে । কোন ক্রীড়া বিশেষে সিন্দূর অলকাবলীর সহিত লেগে যেতে পারে । সাজিযে দিলাম - দেখিতে যেন পাই - সাজ নষ্ট হযেছে । তোমার বেশ দেখিবার যোগ্য তোমার শ্যাম! । সাজ তোমার জন্যও নয়, আমাদের জন্যও নয় । বেশরচনার পর একখান দর্পণ ধরা হইল । রূপ দেখে স্বামিনী ব্যাকুলা, যে একটু দেখে ব্যাকুল হয়, এই অপূর্ব শোভা দর্শনে সে কিরূপ হ'বে? কতক্ষণে নাগরকে ভোগ করাইব? । এই চিন্তা তাহার লাগিয়াছে । কোন লীলাবিশেষে রাধারাণীর উরোজযুগলের উপর নিজের যুগল প্রতিবিম্ব দর্শনে নাগর মুগ্ধ । বলিতেছেন - 'দু'টি পুরুষ দেখা যাইতেছে! তুমি আমায় তোমার সখী করে নাও! একজন তোমাকে, আর একজন আমাকে আস্বাদন করিবে । স্বামিনী বলিতেছেন - "অপ্রাকৃত নবীন কাম তুমি, শ্যামসুন্দর! স্বমাধুর্য ভোগাকাঙক্ষা এতই বলবতি?" । স্বীয় বেশরচনে স্বামিনী বলিতেছেন - "আমার এত সৌন্দর্য! সুন্দর আস্বাদন না করিলে সব ব্যর্থ হইল । শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইলেই রাধারাণী সুখী । 'দেবি' সম্বোধন প্রাণস্পর্শী । স্বামিনীর সঙ্গে নিজের কথা বলিবার সৌভাগ্য নাই, কিন্তু আচার্যের কথা অনুবাদ করিলেও তাহার সঙ্গে আলাপ করা হইল মনে হয় । একদিনের পরিচয় যাহার সঙ্গে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়, আর যাহার পাদপদ্মে শ্রীগুরুদেব আমায় সমর্পণ করেছেন, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার আকাঙক্ষা জাগিবে না? । যদি সাড়া না পাইলাম, কিসের সাধক আমি? । তাহার চরণে প্রার্থনা জানাবে অবশ্য সাড়া দিবে । নামের মাধুর্য নামীকে টেনে নিযে আসিবে । আহ্বান টেনে আনিবে । মা, দিদিকে আহ্বান করিলে সাড়া দেয় । তুমি সাড়া কেন দিবে না? । দেবর্ষিকে যে একবার দেখা দিলেন, তাহার চরণে সর্বেন্দ্রিয় আনিবার জন্য । দেবি! ক্রীড়া বসতিনগরী । শ্যামসুন্দরের চূর্ণকুন্তল সিন্দূরদ্বারা লাল হইবে । শৃঙ্গারটি শৃঙ্গাররসময় । এমন খেলা খেলিতে হয়, আমার অঙ্কিত রেখা যেন স্থান ভ্রষ্ট হয়" ।

১) স্বামিনীর সহকারীত্বে কৃষ্ণের কর্তৃত্বে ২) স্বামিনীর কর্তৃত্বে শ্যামের সহকারিত্বে ৩) উভযের কর্তৃত্বে খেলা হয় । 'রস' নিজে তোমায় সাজাবে, আমি লীলারসান্তে দেখিতে চাই । স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা ||২৫||

হন্ত দেবি তিলকস্য সমন্তাদ্বিন্দবোঽরুণসুগন্ধিরসেন ।
কৃষ্ণমাদকমহৌষধিমুখ্যা ধীরহস্তমিহ পরিকল্প্যাঃ ||২৬||

তোমার ললাটে যে তিলক রচনা করিয়াছি, তাহার চতুর্দিকে ধীরহস্তে লাল বিন্দু রচনা করিব কি? কৃষ্ণমাদক মহৌষধি । আদেশ নেওয়া হইতেছে । রাধারাণীর যেন অনুমতি পেযে সুগন্ধি অরুণ রসদ্বারা বিন্দু রচনা করিলেন । "হে দেবি! লীলাময়ি! ইহা কৃষ্ণ মাদকমহৌষধি । এই বেশরচনা দেখিয়া তোমার কৃষ্ণ পাগল হযে যাবে । তোমার খেলায় সঙ্গী পাগল হইবে । তুকতাক অনেকে করে, আমরা তাই পাগল করা ঔষধ দিব । বাধাবিঘ্ন যেন কেটে যায় । আর কেহ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না" । স্বচ্ছন্দে রাধারাণীর সঙ্গে মিলন হইবে । নন্দীশ্বরে মিলন সঙ্কেক্ষপ । হৃদয় অত্যন্ত আকুল । একটু মিলন চাই । পূর্ণমিলন রাধাকুণ্ডে । চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতেও শ্যামকে নিযে আসে । চন্দ্রাবলীর সঙ্গে এই কুঞ্জে বসিয়া আছেন । চন্দ্রাবলী সরলা - চতুরা নহেন । সেইখানে রূপমঞ্জরী উপস্থিত । বলিতেছেনঃ "অঘরিপো! তোমার প্রিয় সেই বলীবর্দ্দকে কংসানুচর আক্রমণ করেছে!" । শ্যামসুন্দর বলিতেছেন - "প্রিযে! যদি ফিরে আসিতে বিলম্ব হয়, মনে কিছু করো না" । রূপমঞ্জরী সহিত রাধার কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত । তুলসী সেবারসে ভোর । অরুণ রসের বিন্দু নয় । শ্যামকে পাগল করা মহৌষধ । সে যে লম্পট - বহুবল্লভ । ভালো করে মুখখানি

দেখাইও! | সেবায় এই সব লক্ষ্য থাকা চাই । বুকের শ্যামকে পাছে কেহ নিযে যায় আশঙ্কায় বিন্দু ধারণ করিতে স্বামিনী ইচ্ছুকা । "দাও" বলিতে পারেন না । ইচ্ছা বুঝিয়া তুলসী বিন্দু দিয়া দিলেন । আমি নিজে না হয় সেবা না করিলাম । যাহারা অধিকারিণী তাহাদের সেবা করিবার সময় দেখিতে দোষ কি? । সেবার আযোজন দিয়া কেন কৃতার্থ হয় না? । "শ্রীরূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি" । এই জন্য সর্বত্র প্রেমের উপাসনা । সাক্ষাৎকার না হাওয়া পর্যন্ত উৎকণ্ঠা ক্রমে বেড়েই যাবে । কৃষ্ণের আস্বাদ স্বামিনীর বুকে দিযে সেবাপরম্পরা চলিতেছে । "মাঝে মাঝে যদি একটু অবসর পাও, তবে করুণা-নয়ানে একবার তাকাইও" ||২৬||

গোষ্ঠেন্দ্রপুত্রমদচিত্তকরীন্দ্ররাজ
বন্ধায় পুষ্পধনুষঃ কিল বন্ধরজ্জোঃ ।
কিং কর্ণযোস্তব বরোরু বরাবতংস
যুগ্মেন ভূষণমহং সুখিতা করিষ্যে ||২৭||

তিলকধারণার পর কর্ণভূষণ পরাইবেন । ব্রজরাজনন্দনের চিত্ত মদমত্ত করিরাজ সদৃশ । তাহাকে বন্ধন করিবার জন্য কন্দর্পদেবের রজ্জুবৎ তোমার শ্রবণযুগলে অবতংস পরাইব কি? । আদেশ নেওয়া হইতেছে । শ্রবণের স্বাভাবিক সৌন্দর্যেই কৃষ্ণ মুগ্ধ । তা'তে আবার ভূষণ পরানো হইতেছে । ব্রজবনিতাগণের সঙ্গে বিলাসরঙ্গে রঙ্গিয়া শ্যামসুন্দর মহাভাবময়ীকে শৃঙ্গার করিতে হইবে । মহাভাবের স্বভাব শ্যামসুন্দরকে সুখী করা । তাহার সঙ্গে খেলা করা । দু'জনকে দেখিতে হলে কিসের, ভিতর দিয়া দেখিব । অনুরূপ মাধুর্যের সঙ্গে অনুরাগিণী স্বামিনীর প্রিয়তম শ্যামসুন্দর । নামও ঐ, মন্ত্রও ঐ, গায়ত্রীও ঐ । সকল স্মরণের শ্রেষ্ঠ স্মরণ যুগলবিলাস । নন্দীশ্বরে প্রবেশ করিতে

রাধারাণীর দর্শন লালসায় পুরদ্বারে এই পথপানে চাহিয়া আছেন । ঐ দেখ! পুরদ্বারে শ্যামসুন্দর! তখন ঘোমটা টানিবার ভঙ্গীতে স্বামিনী ভাল করে মুখখানি ও অন্য অঙ্গ দেখাইলেন । বৃন্দাবনের কাঁটাও রাধারাণীর সেবা করে । চরণে কাঁটা লাগিয়াছে দাসী খুলিতেছেন; সেই অবসরে শ্যামসুন্দরকে একবার দেখিয়া লইতেছেন । সূর্যতাপে অগ্নিবৎ তপ্ত । সূর্যকান্তমণির উপরে দাড়াইয়া দূরস্থ শ্যামকে দেখিতেছেন । অনুরাগের ঐ ধর্ম । রন্ধনশালায় স্বামিনীর বেশভূশা বিস্রস্ত - ঘোমটাও নাই । শ্যাম চুপি চুপি দেখিতেছেন, দাসীগণকে পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়া বশ করিয়াছেন । বুঝিতে পাইয়া স্বামিনী আস্তে ব্যস্তে ঘোমটা আদি দিতেছেন । দাসীগণকে শাসন করিতেছেন । তাহাও স্নেহব্যঞ্জক । এই প্রকারে মাতা পিতা সখা, দাসগণের সকলেই মধুররসের পোষক । রাধার সহিত বিলাসের জন্য সব আবশ্যক । রাধারাণীর মাধুর্যে আস্বাদক শ্যাম । 'বরোরু!' ইহা একমাত্র শ্যামই অনুভব করিতে পারেন । শ্যামের কর্ণে কুণ্ডল দোলে বুঝিতে হবে 'বরোরু' সম্বোধন দিয়া । দুইজনেই যখন রাসে নাচে, স্বামিনীর নৃত্য শ্যামের দৃষ্টি আকর্শন করে, শ্যামের কুণ্ডল কি সুন্দর দুলিতেছে! নাগর পারিতোষিক দিতেছেন, তখন বরোরুর আস্বাদন । কুণ্ডলের কিন্তু গণ্ডে অধিকার নাই । গণ্ডের মালিক স্বামিনী । আবরণ দিযে রাখিলে উৎকণ্ঠা বাড়ে । গণ্ড কুণ্ডলে আবৃত । স্বামিনীর চক্ষে জল । নাগর" "বড় সুন্দর নেচেছ!" । একটি মধুর চুম্বন উপহার । শ্যামসুন্দরের মনের খবর রাধারাণীকে দিয়া তাহার সেবা । শুদ্ধচিত্ত না হইলে সেবা করা চলে না । এই দেহের আবেশ নিয়া অর্চা বিগ্রহ স্পর্শের অধিকার নাই । সাধু সাবধান! রাধারাণীর দাসী ছাড়া কেহ তাহা পারে না । তুলসীর অনুগত হইয়া সেবা করিতে হইবে । কর্ণ যদি সুন্দর, তাতে ভূষণ দিলি কেন? তুলসীর উত্তর - "তুমি য বরোরু!" । স্বামিনীর মুখে মধুর হাসি । বলিতেছেন - "তুলসি! সব কথা তুই মনে রেখে দিযেছিস্?" । এখন কাঁচুলী পরাইবে ||২৭||

যা তে কঞ্চুলিরত্র সুন্দরি ময়া বক্ষোজযোরর্পিতা
শ্যামাচ্ছাদনকাম্যয়া কিল ন সা সত্যেতি বিজ্ঞায়তাম্ ।
কিন্তু স্বামিনি কৃষ্ণ এব সহসা তত্তামবাপ্য স্বযং
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকং স্বকং নিধিযুগং সঙ্গোপয়ত্যেব হি ||২৮||

স্বামিনীর বেশরচনা, স্ফুরণের বিরাম নাই । কর্ণভূষণ পরানো হইয়াছে, এক্ষণে কঞ্চুলিকা পরাইতে হইবে । "স্বামিনি! তোমার বক্ষে যে শ্যামবর্ণের কঞ্চুলিকা অর্পণ করিলাম, তাহা আচ্ছাদনের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণই যেন সহসা সেই কঞ্চুলিকাত্ব প্রাপ্ত হযে তোমার বক্ষঃ আচ্ছাদন করেন । নিত্যদাসীগণের কাছে সেবার পরিপাটী শিখিতে হইবে ।

বিরহিণী স্বামিনীর সেবা করিতে হইবে । তাই বলিতেছেন - "হে সুন্দরি! গৌরাঙ্গে শ্যাম কাঞ্চুলীর শোভা হ'যেছে ভালো! । অঙ্গের সঙ্গে মিলে গিযেছে । আচ্ছাদন কামনায় ইহা করি নেই । তাৎকালিক অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটাইবার জন্য । "সুন্দরি" সম্বোধনে কোন সঙ্কোচ নাই । মধুরের অন্তর্গত ভাব । দাসী এভাবে সম্বোধন করে কি? । প্রতিটি সেবার ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণের আস্বাদন । রসানুরূপ আস্বাদন ধ্যান সমযে হইবে । শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রযের বৈফল্য হইবে, যদি সম্বন্ধ স্থাপন না হয় । কৃষ্ণচন্দ্র আকর্শনকারী আনন্দ । রাধারাণীর সর্বাকর্ষক । "হরি" শব্দে অর্থ শ্রীরাধার সর্বস্ব হরণকারী শৃঙ্গাররসময় শ্রীকৃষ্ণ । মহাবিলাসী যুগল । রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়াপরায়ণ । এইমত শুদ্ধ আর কিছুই নাই । প্রাকৃত সংস্কার ছাড়িতে হইবে । চিরপবিত্র, চিরশুদ্ধ, উজ্জ্বলরস পবিত্র । শুচিরস - "শ্রীগুরুকৃপায় তাই লাভ করেছি । রাধারাণীর বক্ষঃস্থল ধ্যান করিতে সঙ্কোচ কেন? । সুখময় অবস্থা ধ্যান করিতে হইবে । হৃদযের দোষ নষ্ট হবে । হৃদ্রোগ নষ্ট হবে । শুনিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি হৃদযে অবরুদ্ধ হন । যদি হইতে হয়, এই লীলা

শ্রবণদ্বারাই হইবে । আচার্যগণের মহাবাণী অবলম্বন । রঘুনাথের বৈরাগ্য স্থির রেখেছে - এই যুগলবিলাসস্মৃতি । প্রিয় প্রেমিকের সঙ্গ ভগবান্ চাহেন, কিন্তু শেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণকেও নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিলেন । কেবল স্বরূপ, রামানন্দ সঙ্গে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ আস্বাদন করিতেন । শ্রীজীবগোস্বামী কোন লীলাবিশেষে অনুশীলন করিতে নিষেধ করিয়াছেন । রাধাদাসী আমার অবশ্য হইতে হইবে! । রাধারাণীর প্রতি যাহার একটু প্রাণের টান হইয়াছে, সেও ভাগ্যবান্ । শ্রীমন্মহাপ্রভুতে যাহার প্রেম আছে, তাহার চিত্তে রাধারাণীর পদনখমণির জ্যোতিঃ উদয় হইবে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় বাঞ্ছৈভব শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ অভীষ্টকথায় লালসা রাখিতে হইবে । পাইতে হইলে, রাধাদাস্যই পাইতে হইবে । শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলেছেন - “চাঁদকে দিযে তোমার আরতি করে তাহাকে দূরে ফেলে দিব । চাঁদরূপ প্রদীপ দ্বারা নীরাজন” । "তোমার উরোজযুগল আচ্ছাদন করিবার জন্য সত্য কাঞ্চুলী পরাই নেই । সত্য কাঞ্চুলী শ্রীকৃষ্ণ, তোমার বক্ষের আবরক । কাঞ্চুলীকে অযোগ্য জেনে উহা ছিঁড়ে ফেলে দিযে নিজে বক্ষঃ দ্বারা তোমার উরোজযুগল আচ্ছাদন করিবে । ঢাকা পরিলে লাভের জন্য উত্কণ্ঠা বাড়িবে, এই জন্য আমি কাঞ্চুলী পরাইতেছি" ||২৮||

নানামণিপ্রকরগুম্ফিতচারুপুষ্ট্যা
মুক্তাস্রজস্তব সুবক্ষসি হেমগৌরি ।
শ্রান্ত্যাভৃতালস মুকুন্দসুতূলিকাযাং
কিং কল্পযিষ্যতিতরাং তব দাসীকেয়ম্ ||২৯||

আবিষ্টাবস্থায় স্বামিনী সেবা করিতেছেন । "হে হেমগৌরি! এই যে তোমার দাসী তোমার বক্ষে নানামণি খচিত মুক্তামালা পরাইবে কি? । সুন্দর বক্ষঃস্থলে পরাইতে হইবে" । মালা পরাইতে বসে সুন্দর সুন্দর কথায় স্বামিনীর মন মুগ্ধ করিতেছেন । "হেমগৌরি! সোনা হইতেও গৌর । মুক্তামালা হয়ত নিজেই গেঁথেছেন । স্বামিনীর দৃষ্টির সম্মুখে আনিয়া এই কথা বলিতেছেন - মুক্তামালা কোন দিক দিয়া স্বামিনীর প্রিয়? । সূর্যপূজার অন্তে গৃহে আসিবার সময় প্রিয়তমের মুখখানি একবার দেখিবার লালসায় মুক্তামালা চিঁড়িয়া ফেলা হইল । কুড়াইবার ছলে বদনদর্শন করিলেন | শ্যামসুন্দর যখন গোষ্ঠে যান, সকলের সামনে বদনপানে তাকাইতে পারেন না । দূর হইতে শ্যামের প্রতিবিম্ব মুক্তাতে পড়িলে স্বামিনী দর্শন করেন । মালাটি নানামণি দ্বারা গুম্ফিত পুষ্ট বলিতে দৃষ্টির আকর্ষন হবে বুঝা গেল । উদ্দীপনেতেই স্ফুরণ । কখনও যেমন স্বপ্নকেও সত্য বলে মনে হয় । পূর্বরাগের সময় প্রাণেশ্বরী স্বপ্ন দেখিতেছেন । শ্রাবণমাসের রিমিঝিমি বৃষ্টি হইতেছে । শ্যামলবর্ণ পুরুষ আসিয়া শয্যপার্শ্বে দাড়াইয়া মুখ দেখিতেছেন । উহা মিথ্যা মনে হইলে দুঃখ হবে । স্ফুরন মিথ্যা বলে মনে হবে না । পৌর্ণমাসীদেবী আসিয়া বলিতেছেন - "রাধে! তোমার সাধ্বী বলে সুয়শ ছিল, কিন্তু শুনিতে পাই তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত" । স্বামিনী - "সেই শ্যামাত্ম ধূর্ত, যে আমাকে ছাড়িতে চায় না । যেখানে যাই, সেখানে বাহুপ্রসারণ করিয়া আমার সামনে এসে দাড়ায় । কর্ণোত্পল দ্বারা তাড়ন করিয়াও ছাড়াইতে পারি না । কমলের পাপড়ী ছুঁড়ে মারিলেও সে বিরত হয় না । এমন করিলে কে সামলাইতে পারে? । ইহাই অবলম্বন । প্রীতি কত মধুর! । স্বামিনীজীর চিন্তা কত মনোজ্ঞ! | বিশাখার নিকট তুলসী গান শিখিয়াছেন । বিশাখা নিকটে শুনিয়া স্বামিনী আদেশ করিলেন - "আমার একটা গান শুনাবি না?" । তুলসী নৃত্য করিতে করিতে মধুর যুগলবিলাসাত্মক গানটি করিলেন । অঙ্গ-ভঙ্গীতে গান মূর্ত হইল । সকলেই আবিষ্ট । পুরস্কার দিতে হবে । নাগরের গলা হইতে খুলিয়া স্বামিনী মালাটি পরাইয়া দিলেন । উপহার

পাইয়া তুলসী কৃতার্থা । যুগলের আস্বাদনের মধুর মালা । খেলিবার সময় নাগরের মালা স্বামিনীর বক্ষঃস্থলে যখন নৃত্য করে, কি সুন্দর দেখায় । স্বামিনীজী একটু হেলে চলে গেলেও নাগরের সেবা হয় । গতিটুকু দর্শন করে নাগর মুগ্ধ । সেই সময়ে স্বামিনীর বক্ষঃস্থলে মুক্তা দুলিতেছে । রাসনৃত্যে মুক্তার মালা দোলাইয়া নৃত্যমাধুরীর দ্বারা শ্যামকে পাগল করিয়া দেন । তুলসী বলিতেছেন - "স্বামিনি! তোমার সুন্দর বক্ষঃস্থলে মালা পরাইব কি? কাহার কাছে সুন্দর? শ্যামসুন্দরের কাছে! । এমন সুন্দর বুঝি তাহার কাছে আর কিছুই নাই । মুকুন্দের মোহিনী । রাধারাণীর কাছে যাহারা বাঁধা তাহাদের মুক্তিদাতা মুকুন্দের গদ্দী । বিশ্রামস্থল । শ্রমে অলস মুকুন্দ, বিদ্যুত কোলে নব জলধর । তোমার বক্ষঃস্থল ছাড়া এমন বিশ্রামস্থান আর নাই । দীনা দাসী, অযোগ্য দাসী, মালা পরাচ্ছি । পরাবার পর তোমার সুন্দরকে আনিয়া দিতে পারিলে কৃতার্থ হইতাম । মহাপ্রভুর অঙ্গুষ্ঠচোষণে কবি কর্ণপূরের স্ফুরণ হইয়াছিল -

শ্রবসো কুবলয়মক্ষ্নোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ||

অর্থাৎ - "যিনি বৃন্দাবন তরুণীগণের শ্রবণযুগলের কুবলয় নীলপদ্ম, চক্ষুদ্বয়ে কজ্জল, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিমালা, এইরূপে যিনি তাহাদের নিখিল ভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীহরি জয় হৌক্! ||২৯||

মণিচয়খচিতাভির্নীলচূড়াবলীভি
র্হরিদয়িতকলাবিদ্ দ্বন্দ্বমিন্দীবরাক্ষি ।
অপি বত তব দিব্যৈরঙ্গুলীরঙ্গুলীয়ৈঃ
ক্বচিদপি কিল কালে ভূষযিষ্যামি কিংনু ||৩০||

যাহারা সাধককক্ষাতে আছেন, তাহাদেরও কিছু না কিছু স্ফূর্তি হইবে। আস্বাদনের পর প্রার্থনা। প্রার্থনাগুলি মার্মিক হওয়া আবশ্যক। স্বরূপের আবেশ হইতে উঠিবে। নীলচূড়ি পরাইবেন। নীলমণির ভিতরে সোনা। সোনা একটু একটু দেখা যায়। অপূর্ব শিল্প! সম্বোধনটি অপূর্ব! ইন্দীবরাক্ষি!। নীলচূড়ি দর্শনে অন্তরে যাহা ভোগ করিতেছেন, তাহা হইতেই এইরূপ সম্বোধন। ভাবের মূর্তিতে ভাবাভিব্যক্তি! মূর্তি আর ভাব একই জিনিষ। ভালবাসার মূর্তির ভালবাসা। নীলকমলের মত নয়নযুগল, তাহার সামনে নীলচূড়ি ধরিতেছেন। সেই আভার ভিতরে কিছু আভাস পাইতেছেন। স্বভাবতই নয়ন সুন্দর, শ্যামসুন্দরকে যখন দর্শন করেন, তখন কত সুন্দর হয়। রাধারাণীর দৃষ্টির মঙ্গলাচরণ শ্রীরূপগোস্বামী করিয়াছেন "অন্তঃস্মেরতয়া... দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ"। কালো জিনিষকে স্বামিনী বড় ভালবাসেন। নীলবর্ণমাত্রই উদ্দীপক। শ্যামবর্ণের কিছু সামনে আসিলেই শ্যামসুন্দরকে যেন উপস্থিত করে। কৃষ্ণ মূর্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণ দেখিতেছেন না, চুড়ি দেখিতেছেন। স্থাবর-জঙ্গম দেখেন কিন্তু তাহার মূর্তি দেখেন না। দেখেন ইষ্টমূর্তি। "কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে"। চুড়ি দেখানো হইতেছে, কিন্তু দেখিতেছেন শ্যামসুন্দরকে। রাধারাণীর হরি। নিজ মাধুর্যের আস্বাদন দিয়া সব বিরোধী বস্তু সরাইয়া নিযেছেন। লজ্জা, বাম্য আদি সব বাধা দেয়, হরি সে সব হরণ করেন। চতুর শিরোমণি মাধুর্যের আস্বাদন দিয়া সব ভুলাইয়া দেন। "রাধারসসুধানিধি" রাধার মানের দুরবস্থা দেখাইয়াছেন। (১) প্রথম মানে আছে - 'দেখিব না'। চতুর শিরোমণি এমন চাতুরীর কথা বলিতেছেন, এমন জায়গায় দাড়াইয়াছেন, দৃষ্টি তাহাতে পড়ে। প্রার্থনা করিতেছেন - 'একবার তাকাও!'। নয়নের প্রান্ত দিয়া হঠাৎ একবার তাকালেন। স্বামিনীকে ফাঁকি দিয়া নেত্র একবার দেখে নিল। (২) দ্বিতীয় সঙ্কল্প - 'কথা বলিব না'। শ্যাম কত ভঙ্গীতে ভঙ্গী করে কথা বলিতেছেন।

স্বামিনীজীও চুপ করে থাকিতে পারিলেন না । "যাকে ভালবাস তার কাছে কেন যাও না" কথা বলিলেন । এই সঙ্কল্পও নষ্ট হইল । (৩) তৃতীয় সঙ্কল্প - "ছোঁব না" । হাত যেন কথার অবাধ্য না হয় । নাগরের ছুঁইবার সাহস নাই । চরণ ক্রমশঃ আগাইতে আগাইতে অঙ্গুলী দ্বারা ঈষত্স্পর্শ । তখন স্বামিনী করে ধরে শ্যামকে কুঞ্জ হইতে বাহির করিতেছেন । "ছুযে তো ফেলিলাম । কোন সঙ্কল্প যেন থাকিল না, তখন বাহির করিয়া কি করিব?" । কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিয়া কুঞ্জে লইয়া গেলেন । এইভাবে হরি স্বামিনীর মনকে হরণ করেন । স্বামিনীজী যখন নাচেন, তখন নীলচূড়ি বাজে । কন্দুক ছুঁড়ে যখন মারেন, তখন চুড়ি বাজে । 'তুঙ্গমণিমন্দিরে' - গোষ্ঠে গমনের সময় দর্শন করিতে উঠিয়াছেন । শ্যাম তাকাইতেছেন, স্বামিনী পারিতেছেন না | ঘোমটা টানিতে, চুড়ি বাজে । রাসেরে নৃত্যসময় স্বামিনীর করকমলের ভঙ্গী । পাশাখেলার সময় দুই করে পাশা রগ্ডানো । কি অপূর্ব শোভা! । শ্যাম আস্বাদন করেন । সেবা পরায়ণা সখীরা নাগরের আস্বাদন দিয়া স্বামিনীর সেবা করেন । অন্তঃকরণে যে রসের যে জড়িমা তাহারও আস্বাদন চাই । রাসে দুইজনই নৃত্য করিতেছেন শ্যামসুন্দর হঠাৎ স্থির হইয়াছেন । স্বামিনী - "কেন নাচ না? তুমি ভালো নাচো, আমি তেমন জানি না" । শ্যাম - "তুমি সুন্দর নাচ্ছ, আমি দেখছি - কি সুন্দর! আমার নাচ আমি দেখছি তোমার চোখের তারার ভিতরে । প্রতিবিম্ব দেখে বুঝতে পারছি" । শ্যামসুন্দরের সামনে স্বামিনীর নয়নের কি শোভা! স্বামিনী বলিতেছেন - "তুলসি! একেই আমি পাগলিনী, তা'কে মনে করিযে আরও পাগল করাছিস্!" । দিব্য অঙ্গুলী বুড়ো অঙ্গুলে পর্যন্ত পরানো হয় । উহা মণিখচিত । গুরুজনের কাছে দেখা যায় না । অঙ্গুলীর মণিতে প্রতিবিম্বিত নাগরের রূপ দেখেন । স্ফূর্তির বিরাম আবার দুঃখ । শ্রীস্বামিনীর প্রকোষ্ঠে নীলমণিখচিত চুড়ি পরাইয়াছেন । অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরানো হইয়াছে ||৩০||

পাদাম্ভোজে মণিময়তুলাকোটিযুগ্মেন যত্না-
দভ্যর্চ্চে তদ্দলকুলমপি প্রেষ্ঠপাদাঙ্গুলীযৈঃ ।
কাঞ্চীদাম্না কটিতটমিদং প্রেমপীঠং সুনেত্রে
কংসারাতেরতুলমচিরাদর্চ্চযিষ্যামি কিং তে ।।৩১।।

হে সুনেত্রে! তোমার চরণকমল মণিখচিত নূপুরের দ্বারা অর্চ্চনা করিব কি? । অঙ্গুলীগুলিও অর্চ্চনা করিব? । শ্রীকৃষ্ণ অতুলনীয় প্রেমপীঠ কটিতে কাঞ্চীদ্বারা অর্চ্চনা করিব । প্রথমে চরণে নূপুর, তাহারপর অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীয়, তাহারপর কটিতে কাঞ্চী পরাইব । স্বরূপের আবেশে সেবা । আমার নিজের মনের কল্পনা সুন্দর হয় না । আচার্যপাদগণের অনুসরণ করা উচিত । নিজের স্বতন্ত্র আবেশ চাই না । আচার্যপাদগণের অক্ষরই অবলম্বন । প্রাপঞ্চিক আবেশ লইয়া ভজন চলিবে না | দ্বিতীয় অপেক্ষা নাই । ভজন করে ভজনই চাই । "পাকিলে সে প্রেমভক্তি, অপক্কে সাধনরীতি" ।

পাদাঙ্গুলীতে ঘুঁঙুর থাকিবে । মধুর শব্দ হইবে । নূপুর না থাকিলে চরণকমলের শোভা হয় না । ইহাই বাস্তবিক সেবার সামগ্রী । যখন নাচেন নূপুর না থাকিলে নাচ জমবে না । নাগরকে মাতাইতে হইবে । স্বামিনীজীর মনের ভাব নৃত্যকলার ভিতর দিয়া প্রকাশ পায় । প্রতিটি ভঙ্গীর ভিতর দিয়া নূপুরের ধ্বনিকে তরঙ্গাইতে করিতেছে । প্রথমে একটি মটর বাজিতেছে, তারপর দুটি, ক্রমে শব্দ জমে উঠিতেছে । নৃত্যকলাকে ঝঙ্কৃত করিতেছে । হঠাৎ নূপুর খসে গেছে । দাসী নেচে নেচে এসে নত হইয়া নৃত্যপরায়ণা চরণে পরাইয়া দিলেন । শ্যামের বাঁশীও বাজিতেছিল । নূপুরের ধ্বনি বাঁশীধ্বনিকে মধুরতর করিতেছিল । শ্যামসুন্দরও নেচে নেচে বাঁশী বাজাইতেছিলেন । নূপুর খসে গেছে দেখে কখনও শ্যামসুন্দর বাঁশী গুঁজে রেখে চরণ বুকে তুলে নিযে দুই হাতে পরান । ঘুরে ফিরে নাচো যখন, তখন কটিতটের আন্দোলনে শ্যামসুন্দর মুগ্ধ হন । নাগরকে মাতাবার জন্য নৃত্য । বুকের সবখানি আসক্তি ঐখানে । নিতম্বদেশের অপূর্ব সৌষ্ঠবে

নাগরের মনকে নিঙড়াইতেছে। সব প্রেম নিতম্বে পর্যবসিত। দুর্দ্দান্তে নায়ককে নিতম্বের শোভা জয় করিতেছে। "কংসারি" বলিতে স্বামিনী চমকিয়া গিয়াছেন। দাসীর পানে তাকাইতেছেন। "হে সুনেত্রে! আমি কি পরাইয়া দি? । স্বামিনীর নয়নেঙ্গিত পাইয়া নূপুর চরণে অঙ্গুরী অঙ্গুলীতে, কাঞ্চী কটিতে পরাইয়া দিলেন ||৩১||

ললিততরমৃণালী কল্পবাহুদ্বযং তে
মুরজযি মতিহংসী ধৈর্যবিধ্বংসদক্ষম্ ।
মণিকুলরচিতাভ্যামঙ্গদাভ্যাং পুরস্তাৎ
প্রমদভরবিনম্রা কল্পযিষ্যামি কিংবা ||৩২||

এইবার বাহুতে অঙ্গদধারণ করাছেন প্রণযের কিঙ্করী রাধারাণীর সেবা করিতেছেন। প্রেমসেবা পেতে হবে। ভাবনাতেও তাহাই করিতে হবে। মহাপ্রভুর অনুগত দাস গোস্বামী ভজন করে জগতকে শিখাছেন। তিনিও গোস্বামীগণকে ভার দিয়াছেন। এঁদের চরণাশ্রয় ছাড়া গতি নাই। তুলসী সেবা করিতেছেন ধ্যানে দেখুন। ইহারা অসাধারণ কিঙ্করী। নিত্যসখী। সখীর আসন থেকে নামেন না। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি কখনও নাযিকা, শ্যামের সহিত বিলসিত হন। যখন বিলসিত হন, তখন রাধারাণীর প্রতি দৃষ্টি থাকে না। কিঙ্করীদের এই অবস্থা কখনও হয় না। কিঙ্করীদের হৃদযের জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে তোমার চরণনখজ্যোতিঃ প্রকাশ থাকিবে। সখীত্বে নমস্কার, দাস্যই কাম্য। নামে মঞ্জরী, স্বভাবে মঞ্জরী, আকারে মঞ্জরী। কখনও ভ্রমরকে বিলসিত হইতে দেন না। রাধাকিঙ্করীদের পরাশুদ্ধি। শ্রীরূপ শ্রীরাধার রূপের মঞ্জরী, শ্রীরতি শ্রীরাধার রতি মঞ্জরী। মঞ্জরী বিকশিত ফুলের লিপ্সা জাগায়। এঁদের ভাবশুদ্ধি অনির্বচনীয়। ভজনের অনুভূতি কেহ প্রকাশ করেন না। গোস্বামীপাদগণ কৃপাবশতঃ

তাহাদের অনুভূতি রেখে দিযেছেন । "তোমরা আমাদের দেখাদেখি সেবাশিক্ষা কর!" ।

"আমি কি তোমার বাহুতে অঙ্গদ পরাতে পারিব?" । রাধারাণীর স্বমাধুর্য আস্বাদন করাইতেছেন । "তোমার বাহু কেমন জানো?" । স্বামিনী - "বুঝা দেখি" । তুলসী - "বুঝাচ্ছি, যে বুঝে, সে আমাকে বুঝাইয়াছে । অতি সুন্দর লালিত্যযুক্ত পদ্মের মৃণালের মতো তোমার বাহু । শ্রীকৃষ্ণের মতিহংসী তাহাতে আকৃষ্ট । তা'র ধৈর্য নষ্ট হ'যেছে । কাহার মতি? মুরজযীর মতি! । মতি তত্ত্ব নির্ণাযিকা বুদ্ধি । তাহার মতি তাহা আস্বাদন করে । তা'র মুগ্ধতা দেখে আমি বলিতেছি । কেমন করে বরণ করেছে । কোন নাগররাজ তোমার চরণে পড়ে একটি পরিরম্ভনোত্সব চাহিয়াছিলেন । তুমি যে ভঙ্গী করে 'না না' করে'ছিলে, আমি বুঝি তা' দেখি নাই? । মুরজযীর পর্যন্ত ধৈর্যধ্বংশী । শ্যামের প্রার্থনা - "হৃদয় নিষ্পেষিত, একটু আনন্দ দাও!" । একবার মধুরকণ্ঠে গান করিতে করিতে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে বাহু জড়াইয়া নাচ । শ্যাম তোমার ভালো দোহার । তখন সুললিত বাহুদ্বারা শ্যামকে আলিঙ্গন করেছিলে । পুলকযুক্ত বাহুদ্বারা পরস্পর আলিঙ্গিত । সেও যেমন চায়, তুমিও তেমনি দিয়াছ । রাধাস্কন্ধ নিষেবিত ভুজ । রাধারাণীও বাহুদ্বারা শ্যামসুন্দরকে আলিঙ্গন করেছেন । রাধারাণীর মাধুর্য আস্বাদন করাইতেছেন এই বাহু । রাধারাণী বলিতেছেন - "তবে পরাইয়া দে!" । এই বাহুতে হরিরঙ্গদ অঙ্গদ তুলসী পরাইতেছেন । মণিখচিত সোনার অঙ্গদ । হাতে ধরে পরাইতে গিয়া আর বাহু পান না । স্ফূর্তির বিরাম । আবার হাহাকার । আবার স্ফুরণ ||৩২||

রাসোৎসবে য ইহ গোকুলচন্দ্রবাহু
স্পর্শেন সৌভগভরং নিতরামবাপ ।
গ্রৈবেয়কেণ কিমু তং তব কণ্ঠদেশং

সংপূজযিষ্যতি পুনঃ সুভগে জনোঽয়ম্ ||৩৩||

স্বামিনীজীর সেবা ভাবানুরূপভাবে স্বরূপের আবেশে করিতেছেন । অঙ্গদ পরান হইয়াছে । কণ্ঠাভরণ পরাইবেন "রাসোৎসবে গোকুলচন্দ্রের স্পর্শে যে তোমার কণ্ঠ পুলকিত হইয়াছিল, সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল, হে সুভগে! হে সৌভাগ্যবতি! অথবা হে সুন্দরি! সেই কণ্ঠদেশে গ্রৈবেয়কদ্বারা সুশোভিত করিব? । কণ্ঠদেশে কণ্ঠাভরণ পরাইতেছেন স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা । রাসোৎসবের স্ফুরণে সাক্ষাৎ দাড়াইয়াই যেন সেবা করিতেছেন । স্মরণে উন্মুখ হওয়া পর্যন্ত মনে থাকিবে, তারপর "আমি স্মরণ করিতেছি" ইহাও মনে থাকিবে না, স্ফূর্তিতে সাক্ষাৎ অনুভব করিতেছি এইরূপ মনে হইবে । সাধক চিন্তার মধ্যে কিছু অনুভব পাইলে মনে করিবেন - "সাড়া পাইলম" । আচার্যগণ অনুভবও করিয়াছেন - প্রচারও করিয়াছেন । পাইলেই মনে হবে "কিছু পেযেছি" । উহা কিছু নাই বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইবে না । ধ্যান করিতে করিতে অনেক পরে হৃদয় যখন পেকে যাবে, তখন স্ফুরণ হবে । সাধকের জীবনকে সেই সেই অনুভব বাঁচাইয়া রাখে । সংসারে আবেশ কমিয়া যাইবে, বিষযে আসক্তি থাকিবে না । স্ফুরণ আরও নিবিড় হইবে । স্বরূপের আবেশের মতো মিষ্টি আর কিছুই নাই । "রাধারাণীর কাছে আছি" মনে হবে, তাহাতেই জীবন জুড়াবে । দাস গোস্বামীর বাহ্যাবেশ হইতেছে না । স্বামিনীর রূপ গুণের আস্বাদের বিরামের দুঃখ । রাধারাণীর বিরহ ভোগ করিতে প্রাণ চায । বিরহই যেন সাধ্য । বিরহী হও । সম্মিলনের সুখ তবেই পাবে । নতুবা নহে । বাহ্যাবেশে 'হে সুন্দরি! সৌভাগ্যবতি! এইসব সম্বোধন সম্ভব নয় । যেন সাক্ষাৎ ডাকিতেছেন - 'এ দাসী কি সেই কণ্ঠদেশের পূজা আবার করিবে?" । আবার কেন? । এই রাসোৎসব বলিতে উৎসবটি যেন তুলসীমঞ্জরী বলিতেছেন - রঘুনাথ নহেন । নিজের অনুভব স্বামিনীর বুকে দিতেছেন । (১) প্রসঙ্গরূপ সেবা ও (২)

পরিচর্যরূপ সেবা। স্বামিনীকে চক্ষে লীলা দেখাইয়া দিতেছেন। ইহারা যখন লীলা দেখেন, তখন হৃদযে উহা আঁকিয়া রাখেন। দেখা-জিনিষটাকে আবার ভাষা দেয় মূর্ত করে দেন।

রাসোৎসব চলিতেছেন। দেখিতেছেন - 'গোপীকৃষ্ণ-গোপীকৃষ্ণ', বৃন্দাবন ছেযে ফেলেছে। এই জ্যোতি-পুঞ্জ আমার হৃদযে প্রকাশিত হৌক। সকলের বুকের কাছে কৃষ্ণ, স্বর্ণহারের মধ্যে মধ্যে নীলমণির পদক দেখিতেছেন। রাসের মূল উপাদান 'রস'। রসের আস্বাদনের আদান প্রদান হইতেছে। উৎসব দুই-এক জনে হয় না, বহু গোপী, এক কৃষ্ণ, রাসের উৎসবে আনন্দের আর সীমা নাই। 'গোপী-কৃষ্ণ-গোপী-কৃষ্ণ আমার কাছে আছেন' সকলেরই এই আবেশ। অন্য গোপীর নিকট আছেন, তাহা দেখেন না। আবেশের পর্দা উভযের মন উভয়কে সম্পূর্ণ কবলিত করিয়াছেন। এই রাসোৎসবে কি দিয়া কে পূজা করিল? । গোকুলচন্দ্রের বাহুস্পর্শে পূজিত রাধারাণীর সৌভাগ্যাতিশয প্রকাশের জন্য এই রাসলীলা। সকলের কণ্ঠ কি তোমার কণ্ঠের মত বেষ্টন করেছিল? । তোমারই গোকুলচাঁদ। তোমার ইন্দ্রিযসমূহের চন্দ্রতুল্য চাঁদের সুধাবর্ষণ করে। তোমার ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিপ্রদ। রাধারাণীকে ভোগ করিবার জন্যই রাসোৎসব। অন্যান্য গোপীর সংশ্রব কেবল সৌষ্টব বাড়াইবার জন্য। কৃষ্ণের রসচাতুর্য ভেরী ও রাধার সৌভাগ্য দুন্দুভী রাসোৎসবে বাজিয়াছিল। সৌভাগ্যশালিনীকে কি পূজা করিতে হয় না? । এখন সেই বাহুর স্পর্শ নাই। থাকিলে সাজানো যাইতে না। ঐ কণ্ঠে আবার কণ্ঠাভরণ এসেছে। আজ সময় পেযেছি। কণ্ঠাভরণ পরাইতে গিয়া অভাববোধ। চিৎকার করিয়া ক্রন্দন। আবার স্ফূর্তি ||৩৩||

দত্তঃ প্রলম্বরিপুণোদ্ভট শঙ্খচূড়
নাশাৎপ্রতোষি হৃদযং মধুমঙ্গলস্য।

হস্তেন যঃ সুমুখি কৌস্তুভমিত্রমেতং
কিংতে স্যমন্তকমণিং তরলং করিষ্যে ||৩৪||

পর পর সেবারই স্ফুরণ। স্বামিনীজীউর বেশরচনা। এইবার বক্ষঃস্থলের মধ্যদেশে স্যমন্তকমণির পদক ধারণ করাইতেছেন। কৌস্তুভমণির মিত্র এই স্যমন্তকমণি তোমার হৃদযে কি ধারণ করাইব?। প্রলম্বাসুর নাশকারী শ্রীবলদেব শঙ্খচুড়হন্ত শ্রীকৃষ্ণের উপরে খুব সুখী হইয়া স্যমন্তকমণি মধুমঙ্গলের হাত দিয়া রাধারাণীকে দান করিয়াছেন। স্বামিনীজীর হৃদযে কত লীলার কথা জাগাইতেছেন। হোলীলীলার দিন শঙ্খচুড়কে বধ করিয়া তাহার মাথার মণি স্যমন্তক দাদাকে অর্পণ করেন। মনে যে কিছু ছিল না, তা মনে হয় না। দাদাও তেমনি দাদাভাইএর মন বুঝিয়া মধুমঙ্গলকে দিয়া শ্রীরাধারাণীর নিকট পাঠাইলেন। কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূর মত স্নেহ প্রকাশ করিতেছেন। আশীর্বাদস্বরূপ পাঠালেন। পদক ধারণ করাইতেছেন। বলদেবের স্নেহপরিচয় ইহাতে আছে। তুলসী ছায়ার মত সর্বদা স্বামিনীর কাছে।

সেবার উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি। আব্দার কত মিষ্টি!। উপাস্যের আবেশে চিত্তটি ডগমগ করিল না? | শ্রবণ-কীর্ত্তনেও যদি চরণের সান্নিধ্য থাকা যায়, তাহাও কত মিষ্টি!।

কৃষ্ণবক্ষে বিরাজমান কৌস্তুভ তোমার বক্ষঃস্থলস্থ স্যমন্তকমণির মিত্র। লীলার ভিতর দিযে মিত্রতা। লীলা বাদ দিযে নয়। ভক্তে ভক্তে মিত্রতা হয় রাধাকৃষ্ণকে মধ্যে রেখে। কিঙ্করীগণের বন্ধুত্ব সেবা অবলম্বনে। শ্রীরূপ-রঘুনাথের মিত্রতা। শ্রীরূপমঞ্জরী শ্যামসুন্দরের চরণসেবা ও তুলসীমঞ্জরী রাধারাণীর চরণসেবা করেন। আমাদের মন ছড়ান আছে। দেহ-দৈহিক লইয়া সব ভূল। সত্যবস্তুর সন্ধান নাই। সর্বনাশ করিতেছি। ভগবৎসেবাকে উপেক্ষা করিতেছি - যিনি আমার সর্বস্ব। আর যাহারা আগেও ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহাদের নিযে ব্যস্ত। রঘুনাথের কিছুই অভাব ছিল না। ইন্দ্রের সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা সম স্ত্রী, সব উপেক্ষা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গকে তো

বলিতে পারেন না? । যিনি আমাকে গুঞ্জামালা দিয়া শ্রীরাধার চরণে সমর্পণ এবং গোবর্দ্ধনশীলা দিয়া শ্রীগোবর্দ্ধন বাস দিযেছেন । রাধারাণী তাহার বুক জুড়ে আছেন । সাধক বিশ্বের দিকে নিদ্রিত ও রাধারাণীর সেবায় জাগ্রত ।

'সুমুখি' । তোমার স্যমন্তকমণির শিক্ষায় এই সম্বোধন । উভযের মণিতে কোলাকোলি । কালচাঁদ কমলের সঙ্গে খেলিছে | তোমার মুখকমল বিগলিত মধু আস্বাদন করিতে দেখিলাম । কমলের সেবা পেযে চাঁদ কৃতার্থ । ' সুমুখি' সম্বোধন তাহার মনকে লীলারসে ডুবান হইতেছে । স্বামিনী হেসে তাকালেন - "তোর এত কথাও মনে থাকে?" । তুলসী - "তোমার জন্যই মনে রাখি । অনুরাগমযী তুমি - অনুরাগের অতৃপ্তিতে যদি ভূলে যাও, তবে মনে করাইয়া দিতে হবে" । ললিতা বিশাখার কাছে সঙ্কোচ আছে, কিঙ্করীর কাছে নাই । রাধারাণীর বিশ্বাসভূমি । বক্ষে স্যমন্তকমণি পরাইবে । আর পান না । আবার হাহাকার । স্ফূর্তি ||৩৪||

প্রান্তদ্বযে পরিবিরাজিত গুচ্ছযুগ্ম
বিভ্রাজিতেন নবকাঞ্চনডোরকেণ ।
ক্ষীণং ত্রুটত্যথ কৃশোদরি চেদিতীব
বধ্নামি ভোস্তব কদাতিভযেন মধ্যম্ ||৩৫||

স্যমন্তকমণির ধারণের পর এইবার কটিবন্ধন । দুইদিকে থোপ্না আছে, এমন স্বর্ণডোরীর দ্বারা কটিবন্ধন । "অযি কৃশোদরি! কবে আমি অত্যন্ত ভযে তোমার ক্ষীণ কটিবন্ধন করিয়া দিব? । যদি ভেঙ্গে যায়? । এই ভযে ভীতা হ'যে রজ্জু দিয়া বেঁধে দিব" । ডোরীটি কাঞ্চনসূত্রময় । যাহার সেবা করিব, তাহার মনের খবর নীতে হ'বে । মাইনা করা সেবকের সেবা নয় । ভগবানের সেবক ইহা জানেন না । রাধারাণীর

কিঙ্করীগণের এই সেবার সৌষ্টব আছে । রাধাকিঙ্করীর আনুগত্য শ্যামসুন্দরও করেন । রাধারাণী কৃষ্ণপ্রেমের মূর্তি । জাগতিক সংস্কার লইয়া বুঝা যাবে না । প্রেমাস্বাদন করিতে হইলে ঐশ্বর্য উপেক্ষা করিয়া কেবল মাধুর্য আশ্রয় করিতে হইবে । প্রেম কি খোঁজে? প্রেমের বিষযের সুখ একমাত্র কাম্য । প্রেমিক যাহারা, তাহারা দিয়াই সুখী । প্রেমিক চাইবে - "তুমি সুখে থাক" ।

আশ্লিষ্য বা পদরতাং পিনষ্টু মাং অদর্শনং মর্মহতাং করোতু বা ।

যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথাস্তু স এব নাপরঃ || ইত্যাদি

রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর আত্মসমর্পণ করিযাছেন । লীলার ভার যাহাদের উপরে আছে, তাহাদের আশ্রিত ইহারা দুইজন । উন্মাদিনী রাই । অনুরাগ দূতীকর্তৃক অভিসারিকা হইয়া একাকিনী কুঞ্জের দ্বারে আসিয়াছেন । কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ । সখীরা পরে আসিলেন । শ্যামসুন্দরকে দেখিয়া বলিতেছেন - "কেন আমাকে এখানে নিযে এলে?" । তাই বলে কি, প্রেম নাই বুঝিতে হবে? । সখীরা কত সাধিতেছেন, কিছুতেই মিলিত হইতেছে না । সকলের প্রাণে ব্যথা । বৃন্দাবন মনে করিল "আমি সেবা করিব" । বর্ষাহর্ষবনে মেঘ যে কড়কড় করে ডেকে উঠিল । তৎক্ষণাৎ প্রাণকান্তকে জড়াইয়া ধরিলেন । প্রথম মিলন । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদলেহন করে এই বর্ণন করেছেন শ্রীকবিকর্ণপূর । কখনও অসহায় হইয়া শ্যামসুন্দর শরণাপন্ন হন । যুগলপ্রেমের সৌষ্টব কিঙ্করীরাই জানেন । ক্ষীণ মধ্যদেশ, উপরে গুরুভার । ভেঙ্গে যদি পড়ে? । নাচের সময় যদি ভাঙ্গে? । "কৃশোদরি" সম্বোধনে কত পূর্বলীলার স্মৃতি জাগাইয়া সেবা করিতে হইবে!" । "হা নাথ গোকুলসুধাকর" । তুমি আমাকে সেইখানে নিযে চল, যেখানে তোমার সহিত তোমার প্রিয়া বিহার করিতেছেন | গায়ত্রীর অর্থ । স্বামিনীর কর্তৃত্ব শ্যামের সাহিত্য । অনঙ্গ সেইখানে অঙ্গহীন । আনন্দবৈবশ্য হেতু । সেই আনন্দের ভার তুমি বহিতে পারিবে না ।

তরঙ্গায়িত রাধামাধুর্য কৃষ্ণ ভোগ করিতেছেন । সেই সময় রাধারাণীর দুই বৈরী আসিল - "আনন্দ" ও "মদন" মন হরণ করিল । রাধারাণীর ব্যথা । একটু আস্বাদন করিতে পারিতেছেন না । শ্যামের মূর্চ্ছা । শ্রীরাধার চেষ্টায় বৃদ্ধিই পাইতেছেন । কুঞ্জের বাহিরের দ্বারে পীঠ দিয়া কিঙ্করী গান করিতেছেন আনন্দমূর্চ্ছ নাগর শুনিয়া উদ্‌বুদ্ধ! । তুলসীর গানে নাগরের মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল । বিলাস আরম্ভ হল । অঙ্গহীন কৃষ্ণকে সাঙ্গ করে সেবা করে কিঙ্করীগণ । স্বর্ণরজ্জু হাতে করে ক্ষীণকটি বাঁধিতে উদ্যতা হতে পারল না। হাহাকার আবার স্‌ফূর্তি ||৩৫||

কনকগুণিতমুচ্চৈর্মৌক্তিকং মৎকরাত্তে
তিলকুসুমবিজেত্রী নাসিকা সা সুবৃত্তম্ ।
মধুমথন মহালি ক্ষোভকং হেমগৌরি
প্রকটতরমরন্দ প্রায়মাদাস্যতে কিম্ ||৩৬||

স্‌ফূর্তির বিরামে অভীষ্ট সেবার অভাব যখন আসে, তখন সেই বেদনা সহ্য করা বড় কঠিন । কখনও বা মূর্চ্ছা পর্যন্ত হইতেছে । অভীষ্টের সাড়া পাইলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ । স্‌ফূর্তির অভাবে আবার হাহাকার - সেবার প্রার্থনা । এই শ্লোকে বুঝা যায় পূর্বে মূর্চ্ছা এসেছিল । তাই আহ্বান - "তুলসি! নোলক পরাইবি না?" । তাহাকে উদ্‌বুদ্ধ করিল । সেবার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন রঘুনাথ । এই বুঝি পাই, এই বুঝি পাই । কিছুই না পাইলে কি বাঁচিবার উপায় আছে? | কিছু অনুভব না পাইলে বাঁচিবে না । বাহ্যাবেশ আমার প্রতিবন্ধক । অন্যদিকে মনকে নিয়ে যায় । স্বরূপের সঙ্গে অন্য সম্বন্ধ নাই । জাগতিক সম্বন্ধ কতই গাঢ়, ভূলিয়াও ভূলা যায় না । যাহা নিয়ে আমরা পাগল, সেই সব অনিত্য । হৃদয়খানি প্রাণের টান । ভাগাভাগি করিলে চলিবে না । সম্পূর্ণ মন শ্রীরাধারাণীকেই দিতে হইবে । অন্য আবেশ রাধারাণীর সম্বন্ধের বাধক । স্বামিনি! এই যমুনার জল তোমার কুচকস্তুরী যোগে কালো । চিত্তের

মালিন্য ইহাতে স্নান করিয়া কবে দূর করিব? । বিরহে মূর্চ্ছিত রঘুনাথ । স্বামিনী ডাকিতেছেন - "নোলকটি পরাইবি না? আয় তুলসি!" । কত মিষ্টি! কিঙ্করীকে ডাকিতেছেন নাম ধরে । "কবে আমার তেমন করে ডাকিবে? সব গয়না নিজে পরাইলাম, নোলক পরান বাকী আছে, স্বামিনী চেয়ে নেয় কি না দেখি! । সোনা দিয়ে বাঁধানো নোলক । আমার হাত থেকে কি নেবে? । এইটি তোমার বড় প্রিয় । নোলক পরাইতে হইবে । নাকে সোনা না থাকিলে নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রিয়তমের অমঙ্গল হ'বে । এই আশঙ্কায় । আজ্ঞা সেবার জন্য প্রাণ কাঁদে । তিলকুসুমকেও জয় করেছে তোমার নাসিকা । মধুমথনের লোভজনক । তেমন ভ্রমরের ক্ষোভকারী মুক্তার নোলক সোনায় বাঁধা । নাসিকার কি শোভা! মহাভাবের মূর্তি । ফুল আছে মধু নাই, ভ্রমর আসে না । নাসিকা তিলকুসুম হইতেও সুন্দর । মধু গড়া'যে পড়িবার পূর্বে ঝুলে, সেই অবস্থায় নোলক চঞ্চল । নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে চলা ফেরায় । নৃত্যকালে নড়ে - পড়ে যায় যায় । অপূর্ব শোভা! রসের অপূর্ব সংস্পর্শ নিযে নড়ছে । ওর ভিতরে শৃঙ্গাররসের শোভা । বংশী বাজনার সঙ্গে স্বামিনী নৃত্য করিতেছেন, নোলক স্পন্দিত হইতেছে । অপূর্ব শোভা । রসের বাহিরে কোন বেশই নাই । পরস্পরের আস্বাদন উচ্ছলিত করে । মন ডুবালে ভোগ বুঝা যায় । যে নাসিকার সৌষ্টব তাহাকে আস্বাদ করাইতেছেন, সে নাসিকায় নোলক না হ'লে চলে না । মধু বের হ'যে এসেছে, পান করাইবার জন্য । 'হেমগৌরি' সম্বোধন উল্লাস বুঝাইতেছেন । পরাইয়া দিতে গিয়া স্ফূর্তির ভঙ্গ । চক্ষুঃ যেন জ্যোতিশূন্য হইয়া গেল । 'হেমগৌরি! তুমি কোথায়? কবে আমার হাত হ'তে এই নোলকটি চাহিয়া পরিবে? ||৩৬||

অঙ্গদেন তব বামদোঃস্থলে স্বর্ণগৌরি নবরত্নমালিকাম্ ।

পট্টগুচ্ছপরিশোভিতামিমামাজ্ঞয়া পরিণয়ামি তে কদা ||৩৭||

শ্রীপাদের মন তন্ময় । কখনও বা নিজের ইচ্ছায়, কখনও বা আদেশে সেবা করেন । মহাপ্রভু পরিকররূপে সেবার আস্বাদন । সাধনময় জীবন দিযে দেখাইয়া দিতেছেন - আচার্যগণের আনুগত্যময় ভজন । স্বামিনীজীর অঙ্গে অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছেন । সাধনার জীবনে কত বড় বস্তু । এই রসের আস্বাদন যোগ্যমন ক-জনের আছে? । সেবা পাইতে হইলে রাধারাণীকেও চিন্তার ভিতরে পাইতে হইবে । তীব্র উৎকণ্ঠা না থাকিলে ইহার মাধুর্য বুঝা যাইবে না । "জীবনের বিনিময়ে এইটুকু বুঝিতে চাই, তুমি আমার সর্বস্ব । চরণপ্রাপ্তির অযোগ্য হইলেও । এইটুকু অন্ততঃ বুঝাইয়া দাও যে তুমি ছাড়া আর আমার কেহই নাই । কোন কালেও কাহারও সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই । শুধু রাধারাণীর কিঙ্করীর অভিমান থাকিবে । নিজেকে ভূলে করছি মাতামাতি । কত বড়াই করি, কিন্তু আজ পর্যন্তও আমাকে আমি চিনিলাম না । "আমি রাধাকিঙ্করী" মনে করিলেই কত কোমলতা, কত সরসতা । হে স্বামিনি! তুমি আমার স্বরূপ জাগাইয়া দাও - আমি আর কিছুই চাই না!" ।

নোলক আবেশে পরাইলেন চুপ করে বসে আছেন । গরবিনী দাসী । স্বামিনী আজ্ঞা করিবেন - "আর কি পরাইয়া দিবি? স্বর্ণগৌরি! এই সম্বোধন তোমার আজ্ঞায় তোমার বামবাহুতে অঙ্গদের সহিত নবরত্নের মালিকার বিযে দিয়া দিব । মালাটি স্বামিনীর লোভনীয়, বড় আদরের । শ্যামসুন্দরের মঙ্গলের জন্য । "প্রিয়তমরে মঙ্গল হ'বে" । সর্বদা ব্যাকুলা প্রিয়তমের মঙ্গলের জন্য । সূর্যপূজাদি ব্রত করেন - "শ্যামসুন্দরের আপদ্ নষ্ট হোক্!" | ধীরলালিত্য বুদ্ধি প্রাপ্তি হোক্ । সর্বদা যেন আমার সঙ্গেই খেলে! । পট্টডোরীর ভিতরে নবরত্নমালা গাঁথা । প্রান্তদেশে পুষ্পের মত সুন্দর থোপ্না দুলিতেছে । মালা অঙ্গদের সঙ্গে বিযে নিযে তোমাদের মিলনের সূচনা করা হইতেছে । "তবে পরিযে দে" এই বলিয়া স্বামিনী হাত বাড়ালেন । কি অপূর্ব বাহুর শোভা!

। ললিত লাবণ্যশালী বাহু । প্রাকৃত বাহু নয় । মহাভাবের বাহু । কি কোমলতা, কি সরসতা! স্বর্ণগৌরি! উল্লাসে তোমার অঙ্গকান্তি উচ্ছলিত । কত ভালোবেসে পরাইতেছেন । হাতখানি ধরিতে গিয়া অভাববোধে তীব্র যাতনা । স্ফূর্তির বিরাম । আবার সেবার স্ফূর্তি ||৩৭||

কর্ণযোরুপরি চক্রশলাকে চঞ্চলাক্ষি নিহিতে ময়কা তে ।
ক্ষোভকং নিখিলগোপবধূনাং চক্রবদ্ভ্রময়তাং মুরশত্রুম্ ||৩৮||

ক্রমানুসারে সেবার স্ফুরণ । অপূর্ব শান্তি ও তৃপ্তির আস্বাদন । ইহাই তাহার জীবনের অবলম্বন । যদিও নিত্যকিঙ্করী, তবুও যে অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহা ঠিক পূর্বরাগের মত । সাক্ষাৎ মিলনের অভাব প্রতি মুহূর্তেই জাগিতেছে । সেবার উৎকণ্ঠা হৃদযে জাগিতেছে । ব্যগ্রতা তাহাদের কাছে শিখিতে হইবে । অভীষ্ট ছাড়া কোথায়ও মন নাই । সাধনজীবনের স্বভাবই এই । মন শুধু চাইবে তাহাকে, অন্য কিছুই চাইবে না । আশাও রাখিতে হইবে সেই দিকে । চলিতে হইবে তাহাকে পাইতেই হইবে । এইকারণে সেইকারণে পারিলাম না, ইহা বলা চলিবে না ।

কর্ণে চক্রশলাকা পরান হইতেছে । শ্রীরাধারাণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে হইবে । ব্যবহারিক রাজ্যের আবেশ থাকিলে হইবে না । নিজেকেই নিজের ভালো লাগিবে না । বাস্তবিক আপনজনকে দূর সরাইয়া অনিত্য লইয়া ব্যস্ত । কিছুই ভালো না লাগই ভালো । ব্রজরাজের সঙ্গে সর্বদা সঙ্গ করিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে । রাধারাণীর যশোগানে পাখীগুলি মুখর, জাগতিক সংস্কার দূরে সরাইয়া অপ্রাকৃত লীলার সংস্কার আয়ত্ত করিতে হইবে । "আত্মার আহার প্রেমরস", তাহার আস্বাদন পাইতে হইবে । পাইতে হইবে তাহাদের সঙ্গ । ওখানে শিথিলতা থাকিলে চলিবে না । রাধাকুণ্ডের দিঙ্মণ্ডল মুখরিত

রঘুনাথের ক্রন্দনে । ভজনরসে শ্রীবৃন্দাবন ভরপূর । এই বৃন্দাবনেই তাহারা ভজন করেছেন । আচার্যপাদগণ ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদিতেছেন । কখনও বা কুঞ্জে কুঞ্জে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন । মন লাগাইয়া ভজন করিলে কিছু কিছু অনুভব আসিবেই । রূপ-গুণ লীলার আভাস পাইবে, আশ্বাস পাইবে । আমরা যে ইষ্টগোষ্ঠি করিতেছি, স্বামিনীর চরণে যেন একটু মন যায় । অন্য দিকে মন দিলে এই জিনিষ মিলিবে না । তোমাতেই কেন আবিষ্ট হব না? । কেন পূর্ণকৃতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিব না? । পঙ্কিল মনকে মহাবাণীই বিশুদ্ধ করিতে পারে । বিরহবেদনা তীব্র স্ফুরণ হইয়াছে । যেন সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে । তোমার কর্ণে চক্রশলাকা পরা'যে দিযেছি, এই কি, মনের কল্পনা? । তা' নয় । অসঙ্কোচে সেবা করিতেছে । তিনি সেবা গ্রহণ করিবেন । শ্রীরাধার প্রাণবন্ধুকে ভাবনায় সেবা কর । তাহারা তাহা গ্রহণ করিবেন । শুধু বাহ্যিক সেবায় তাহাদের তৃপ্তি নাই । মানসসেবা আগে করিতে হবে । ইহা বাহ্যসেবার জীবন । তীব্র স্ফুরণে সাক্ষাৎ মনে হইতেছে । "তোমার কর্ণে চক্রশলাকা পরাইয়া দিলাম" । স্বামিনী আবেশে ছিলেন । তাহার মনযোগ আকর্ষণ করিলেন বামবাহুতে নবরত্নমালিকা পরাণোর আবেশ এখনো তাহার আছে ।

স্বামিনীর মন সেখানে । চঞ্চল নয়নে কাহাকে যেন খুঁজিতেছেন । স্বামিনী - "অলঙ্কার তো পরাইয়া দিলি? কেন পরালি? কি আশায়? । উত্তরে - "নিখিল গোপবধূর ক্ষোভকারী মুরশত্রু কৃষ্ণকে চক্রের মত ঘুরাবে ব'লে । যদিও সামান্য অলঙ্কার, তবুও আমি চাই আমার এই পরান অলঙ্কার তা'কে ঘুরাইবে! এই আকাঙ্ক্ষা নিযে পরিযেছি । চোখে দেখিলাম না?" । "ময়কা" । এই উক্তিতে দৈন্য বুঝাইতেছে । কৃষ্ণকে যেন ক্ষুব্ধ করে তোমার জন্য যেন ঘুরাই । অনুসন্ধান করে করে তোমার সঙ্গে যেন মিলে । করুণাময়ি সেবিকা বলে স্বীকার করে'ছ, কিন্তু আমি যোগ্য নই । অলঙ্কার যাহা পরাইলাম, তাহাকে যেন তোমার

কাছে নিযে আসে । শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতি দিয়া রাধারাণীর সেবা করিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণকে এনে দিতে পারলাম না, এ হতভাগিনী ||৩৮||

কদা তে মৃগশাবাক্ষি চিবুকে মৃগনাভিনা ।
বিন্দুমুল্লাসযিষ্যামি মুকুন্দামোদমন্দিরে ||৩৯||

স্ফুরণে স্বরূপের আবেশে শ্রবণযুগলে চক্রশলাকা পরান হইয়াছেন । এবার চিবুকে কস্তুরীবিন্দু পরাবেন - জাতরতির সাধকের বিরহবেদনার তীব্রতাই নিবিড় । সম্পূর্ণ সমর্পণ যেখানে, সেখানে ভাগ করাকরি নাই । সংসারে কিছু দিযে, বাকীটুকু নিলে চলবে না । আশ্রয় দশ জায়গায় চলবে না । নিষ্কপট আশ্রয় চাই । কর্তব্যের খাতিরে টানাটানির মধ্যে পড়িয়া থাকিলে অকপট আশ্রয় হবে না । কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই । রাধাকুণ্ডের তীরে বসে কাঁদছেন । কেমন হলে কী করিলে রাধারাণীর প্রিয় হওয়া যায় জানতে হবে । স্বামিনীর চরণে উৎসর্গীকৃত দাসী হযে তার মন বুঝে সেবা করতে হবে । মুখে দাসী বলছি স্বামিনীর সাড়া নেই । জীবন আমার তার মনের মতন হলে স্বামিনী সাড়া দিবেন । মনের মতো হলে স্বামিনী সাড়া না দিযে পারবে না । আহার নাই, নিদ্রা নাই । ইহা দেখেও কি তিনি নিরপেক্ষা থাকতে পারেন? । শ্রীমতীর হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ । গৌরলীলাতে অনর্পিত বস্তুর সন্ধান পওয়া গিয়াছে । পুরুষ বিচার করে কৃপা করেন । স্বামিনী দয়াবতী । অবিচারে দয়া করেন । ব্রজবাসীর 'কিশোরী' নাম্নে স্ত্রীর উপাখ্যান । "আমার মোহান্ধ হৃদয়, শুদ্ধ করিয়া তোমার চরণতলে আমায় স্থান দাও । শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধার করে এনে শ্রীগৌর করুণাময় । শ্রীরূপগোস্বামী এইভাবে শ্রীগৌরকে দেখিয়াছেন । হা শ্রীরূপ! হা শ্রীজীব! হা শ্রীরঘুনাথ! বলিয়া তাহাদের চরণতলে বসে কাঁদিতে হবে । একটু মন লাগিলে সব মায়া ছুটে যাবে । শ্রীরঘুনাথ একটু জল গিলিতে পরিতেছেন না । "স্বামিনীর দেখা পাইলাম না যখন,

জীবন রেখে কি কাজ?" । আচার্যপাদগণের চরণে অত্যন্ত আর্ত্তি চাই, এতে উপাদেয় কোন বাণী আছে বলে মনে হয় না । ভজন করে কৃতার্থ হইতে যে চাইবে, তাহার অবলম্বন এই বাণী । রাধাচরণৈক-নিষ্ঠা ।

"চিবুক কস্তুরীবিন্দু পরাইয়া দি?" । কস্তুরীদ্রব যুক্ত বাটি বাম হাতে । ডান হাতে তুলি । এখন রঘুনাথ নয়, তুলসী । উজ্জ্বলনীলবসন পরিধানে । সব স্বামিনীর দান । সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দিয়াছেন । স্বামিনী সম্মুখে দাড়িযেছেন । স্বামিনীর কি সুন্দর শোভা! কি ভ্রূবিলাস! । "মৃগশাবাক্ষি!" । নয়নে চাঞ্চল্য আছে । মৃগমদ, স্বামিনীর নাসিকা নিকটে ধরিয়াছেন । কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাইতেছেন । "এমন গন্ধ কোথা হইতে আসছে? । ওগো, মৃগশাবাক্ষি! | তোমার চিবুকে মৃগমদবিন্দু উল্লসিত করিব কি? । যে জন্য চঞ্চল সে আসে নাই । এই যে কস্তুরীদ্রব" । বুকটা ভেঙ্গে গেছে । স্বামিনী 'আসে না' শুনে ব্যাকুলা । স্বামিনী বিভোরা । উল্লসিত করি । তোমার চিবুক কেমন জান? । চিবুক নয় । মুকুন্দের আনন্দমন্দির । মুকুন্দ মুক্তিদাতা । তোমার যাহারা আছে, তাহাদের মুক্তিদাতা কালো চুলগুলিরও মুক্তিদাতা, ক্ষীণকটির বন্ধনও মুক্ত করে, চিবুক ঝলমল করে উঠিবে । সেও কালো, কস্তুরীবিন্দুও কালো । তার জায়গা অধিকার করা হইযেছে । সে ঈর্ষান্বিত হ'বে । মন্দিরের মালিক এসে উঠাযে দেয়, এই আমি চাই ।

ধন্য সেবার পরিপাটি! । বিরহবিধুর হৃদযে উচ্ছ্বাস এনে দিতেছেন । লীলার কথা মনে করাইয়া দিতেছেন । দিতে গিযে খুঁজে পান না । চিবুক ধরিতে গিযে আর পেলেন না । বিরহার্ণবে মগ্ন হইয়া আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন আর কবে সাক্ষাৎ মতে পরাতে পারব? ||৩৯||

দশনাংস্তে কদা রক্তরেখাভির্ভূষয়াম্যহম্ ।
দেবি মুক্তাফলানীহ পদ্মরাগগুণৈরিব।৪০।

এইবার স্বামিনীর দন্তপংক্তির সেবা । 'হে দেবি! তোমার দন্তপংক্তিকে কবে রক্তরেখা দ্বারা বিভূষিত করিব? । যেমন মুক্তাফলকে পদ্মরাগমণির সূত্রের দ্বারা শোভিত করা হয়, স্বামিনীজীউর সেবা কি অপূর্ব! ||৪০||

উৎখাদিরেণ নবচন্দ্রবিরাজিতেন
রাগেণ তে বরসুধাধরবিম্বযুগ্মে ।
গাঙ্গেয়গাত্রি ময়কা পরিরঞ্জিতেকংস্মিন্
দংশং বিধাস্যতি হঠাৎ কিমু কৃষ্ণকীরঃ ||৪১||

বিম্বাধরে খদিররাগ । "অয়ি গাঙ্গেয়গাত্রি! সুন্দর সুবাসিত কর্পূরদ্বারা সুবাসিত খদিররাগে কবে তোমার সুধাধরবিম্বযুগ্ম রঞ্জিত করে দিব?" । অধরবিম্ব স্বভাবতই রক্তবর্ণ । তদুপরি খদিররাগ কেন? সেব্যের মনোভাব জানা দরকার । নিম্নস্তরে সাধকেরও অনুসন্ধান আবশ্যক । আমি যে সেবা করিতেছি, তাহা তিনি গ্রহণ করিলেন কি না? । ভজন করিয়া আনন্দ পাইতেছি, তাই ভজন করিতেছি । না করিলে হইবে না । ভজনের সৌষ্টব কেবল 'হারাই হারাই'-ভাব । অভাব-বোধ থাকিবে । তাহাতেই উৎকণ্ঠা থাকিবে । অন্যাপেক্ষা থাকিবে না । ভজনে জ্ঞান, কর্মের গন্ধ, অন্যাভিলাষ, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি থাকিবে না । অন্যাভিলাষ মনটিকে রুক্ষ করে - ভজনফলে মায়া চলে যাবে । আলো জ্বলিলেই অন্ধকার চলিয়া যাবে । আমি ভক্তির আশ্রয় নিয়েছি, মায়া আমায় কি করিবে? । এইরূপ নির্ভীক মনের অবস্থা হইবে । যখনই ভজন করিবে, তখনই বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা আসিবে । বীভৎস বোধ হইবে । কপিলদেব দেবহূতীমাকে বলিতেছেন - "মুখে হাসি

দেখাইয়া আকর্ষণ করে কথা শুনাইয়া, নয়নের ভঙ্গী দেখাইযে ভক্তের মনকে চুরি করে নেয় । ভক্তি দেখিযে দেয় তাহার লীলা । একবার চরণে শরণ নিলে বিশ্বের সকলে ত্যাগ করিলেও তিনি ত্যাগ করিবেন না" । শ্রীরূপগোস্বামী "দেখা পেলাম না" বলে খুব উত্কণ্ঠিত কামনায় এইরূপ সঙ্কল্প করেছেন । সন্ধ্যার সময় দুধের ভার কাঁধে করে নিযে রাধারাণী এক গোপকন্যারূপে এসে উপস্থিত । এমন রাধারাণী থাকতে আর কাহার আশ্রয় নিব? ।

শ্রীরঘুনাথের কি আবেশ! কি তন্ময়তা! গাঙ্গেয়গাত্রি! স্বর্ণগাত্রি! আমি তোমার অধর পরিরঞ্জিত করে দিলাম! কেমন অধর! জমাটবাঁধা শ্রেষ্ঠ সুধাস্বরূপ । "অধর তো গলা জিনিষ নয়?" । "নিজে বুঝি নাই! । যে বুঝেছে, তার বুঝ পেযেছি । তোমার বদনচাঁদের জমাটবাঁধা সুধাপান না করিলে চকোর বাঁচে না । পান করে না - চর্বণ করে । তুমি সুধা পান করাযে তা'কে বাঁচিযে রেখেছ" । শুনিতে শুনিতে স্বামিনীর শ্রীঅঙ্গ হইতে স্বর্ণজ্যোতিঃ বের হইতেছে । ধন্য দাসী! তাঁহার কথা তাঁহাকে শুনাইয়া আস্বাদন করাইয়া পাগল করা । স্বামিনী বলিতেছেন - "রং দিলি কেন? স্বভাবতই তো রং আছে" । তাই তুলসী বলিতেছেন - "আমি যে রাঙাযে দিলাম, হঠাৎ কোন কালো শুকপাখী এসে দংশন করিবে কি? । হঠাৎ অর্থাৎ জোর করিয়া । যখন ইঙ্গিত পান । স্বামিনীর ইঙ্গিত না পেলে নয় । মুখ ঘুরিযে 'না' বলিলেও করিবে । ভ্রূবিলাসের সহিত মুখ ঘুরাযে 'না' করিতে নোলক দুলিতেছে । এখন 'না'র মধ্যে আর 'না' নেই । 'হাঁ' 'না'কে কবলিত করেছে । রঞ্জিত করিলাম কেন? । অধরের স্বাভাবিক রং অধরে থাকিবে, তোমার এখান থেকে কালো জায়গায় গেলে ভালো দেখা যাবে । পাকা রং নয় । পরিহাসের ভিতর দিয়া রসের আস্বাদন দিতেছেন । "কালার কালো গণ্ডে যখন লাগিবে আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হ'ব । সেবার সার্থকতা হ'বে । চুম্বন হ'লে প্রতিচুম্বনও থাকে । প্রতিদান হ'বে ||৪১||

যৎপ্রান্তদেশ লবলেশবিঘূর্ণিতেন
বদ্ধঃক্ষণাদ্ভবতি কৃষ্ণকরীন্দ্র উচ্চৈঃ ।
তৎখঞ্জরীতজয়িনেত্রযুগং কদাযং
সংপূজযিষ্যতি জনস্তব কজ্জলেন ||৪২||

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামীচরণ স্ফুরণে স্বামিনীজীর সেবারস ভোগ করিয়াছেন। "যে নয়নের প্রান্তদেশের ঈষৎ ঘূর্ণনে কৃষ্ণকরী বদ্ধ হয়, এমন নয়নযুগলকে কবে কজ্জল দিযে পূজো করিব?" । প্রার্থনার ভিতরে ভাবের পরিচয় আছে । স্বামিনীজীকে 'জয়শ্রী'-রূপে অনুভব করিতেছেন। কৃষ্ণরূপ করিরাজ নয়নেই বদ্ধ হন। রাধারাণীর উৎকর্ষ ব্যক্ত হইয়াছে। শ্যামসুন্দরের একমাত্র অবলম্বন। ভালো করেও চোখ ঘুরাইতে হয় না, ঈষৎ ঘূর্ণনেই কৃষ্ণকরি বদ্ধ হন। রাধারাণীর অপূর্ব শোভা আস্বাদনে শ্যামসুন্দর বিভোর। এমন সুন্দর তোমার নয়নযুগল। শ্রীকৃষ্ণের দুর্বলতা আর স্বামিনীজীর সবলতা লক্ষ্য করিবার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর কত অনুগত! স্বচ্ছন্দবিহারী শ্রীকৃষ্ণ, কোনরকম নিয়ন্ত্রণ নাই, ইহাকে পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। শ্যামসুন্দরের অদ্ভুত মত্ততা হেতু মদন। রাধারাণী না হ'লে খেলা হয় না। মদনমত্ততা করিরাজ যা'র ঈষৎ নয়নবিঘূর্ণনে বদ্ধ হন। শ্যামনাগর গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন। স্বামিনী চন্দ্রশালিকায়। সখী "পশ্য মিলতি বনমালী"। নাগর তাকান নাই, তাই পূর্ণদৃষ্টি স্বামিনী দিতেছেন। ভাববিনিময় না হ'লে হয় না। সমস্ত দিনের বিরহজ্বালা দর্শনমাত্রে নির্বাপিত হইল। এইবার শ্যামসুন্দর তাকাইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়াছে। ঘোমটা টেনে নিযে চলে যাবেন। তবুও ঘুরিয়া দাড়াইয়াছেন। যা'বার আগে একটিবার দেখে যাব। নয়নের প্রান্তে দৃষ্টি। অপাঙ্গমোক্ষণ। লজ্জা আছে বলে চঞ্চলদৃষ্টি। কি অদ্ভুত দৃষ্টি!। নয়নকোণে সূক্ষ্ম দৃষ্টি | তাকিযেও তাকান যায় না। লজ্জাতে দৃষ্টির শোভা কি সুন্দর!।

হাস্য নিবন্ধন হাসি তত্পর বিনয় । শ্যামসুন্দর দৃষ্টিপিপাসু । সমস্ত রাত্রের মত ত আর দেখিতে পাব না? । স্বামিনীজীর ভাব । "আমি ত কিছু করিতে পারিলাম না" - তজ্জন্যই বিনয় । "একবার ত দিনের মধ্যে দেখিতে পাইলাম" - হর্ষ । স্বামিনীর ঐ দৃষ্টি শ্যামের জীবন রক্ষৌষধি । সমস্ত রাত্রের উপজীব্য । না পাইলে বাঁচিতেন না । মন কোথায়ও গেল না । শ্রীজীব বলিয়াছেনঃ সমস্ত রাত্রে একমাত্র ধ্যানের বস্তু । ক্ষণদৃষ্টিতে কত কথা বলে'ছিল । ধ্যানকারী শ্যাম । শ্রীরাধার দৃষ্টি তাহাকে সাদর করে সমস্ত রাত্রি জাগাইয়া রেখেছে । সর্বনিয়ন্তা ভগবান্ যিনি তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন - নয়নের অপাঙ্গমোক্ষণ । সারা রাত্রি জাগাইয়া রেখেছে । দাসী পূজা করিবে না? । যাহার একটু কৃপাদৃষ্টিলাভের জন্য কোটি কোটি গোপসুন্দরী আকুল - তিনি এত ব্যাকুল? এত বিহ্বল? রাধারাণীর নয়নের ইসারায় কৃষ্ণকরী মুগ্ধ । তাহাকে বিবশ করে রেখেছে । শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে বলিতেছেন - দৃষ্টিবিনিময়ে রহোলীলা হইতেও বেশী রসাস্বাদন । শ্রীরূপগোস্বামী শ্রীদানকেলিকৌমুদীতে আশীর্বাদ করেছেন - শ্রীরাধার কিলকিঞ্চিত স্তবকিনী দৃষ্টি তোমার কল্যাণ করুন! | "সেই তোমার নয়নযুগলকে পূজা না করে থাকিতে পারিতেছি না । কি দিয়ে পূজো করিব? কজ্জল দিয়ে । কাজল নয় - গরল । তোমার নয়নই কেবল পূজা হ'বে না । নির্মাল্য কালার অধরেও লাগিবে । পরস্পর চুম্বনে পরস্পর অঙ্গরঞ্জিত হ'বে । পরাইতে গিয়ে না পাইয়া স্ফূর্তির ভঙ্গ । বিলাপ । আবার যাবকরাগের সেবার স্ফূর্তি ||৪২||

যস্যাঙ্করঞ্জিতশিরস্তব মানভঙ্গে
গোষ্ঠেন্দ্রসূনুরধিকাং সুষমামুপৈতি ।
লাক্ষারসঃ স চ কদা পদযোরধস্তে
ন্যস্তো ময়াপ্যতিতরাং ছবিমাপ্স্যতীহ ||৪৩||

স্বরূপের আবেশ নিবিড় । আবেশে স্বামিনীজীর সেবা । স্ফুরণগত আস্বাদনও বিচিত্র । অভীষ্টবস্তুর অনুভবের অভাব হইলে চিত্তের বিক্ষেপ । সিদ্ধ যাঁহারা, তাহাদের সেই অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই থাকে না । যাঁহারা ভজনে অগ্রসর, তাহাদের ভিতরে এই শক্তি এসেছে । তাহারা ব্যবহারজগতকে উপেক্ষা করিতে সমর্থ । তা' হ'লে যদি অনুভব পরম্পরা না থাকে, তবে কি লইয়া থাকিবে? সিদ্ধগণের জীবনের অবলম্বন স্বপ্ন ও স্ফূর্তিগত আস্বাদন অনুভব-পরম্পরা । শ্রীপাদের স্বাভাবিক স্বরূপের আবেশ, কোন কৃত্রিমতা নাই । সাধককে প্রথমতঃ চেষ্টা করিতে হয়, শেষে স্বাভাবিক হইয়া যায় । জাতরতি ভক্তের তাহা স্বাভাবিক । দেহাবেশের পূর্ণ বিস্মৃতি চাই । চিন্ময় আবেশে যখন রাধারাণীর নিকটে থাকা যায়, কি মধুর! এইবার চরণে আল্‌তা পরান হইবে ।

"স্বামিনি! এই যে যাবকরাগ, তাহার মহিমা জানো কি? মনে মনে হইলেও তাঁহার সঙ্গে কথা বলে কি মিষ্টি! । ব্রজরাজনন্দন মানভঙ্গসময়ে যে যাবকরাগ চিহ্নিত হইয়া অধিকতর শোভা ধারণ করেন তাহাতে অপকর্ষ হয় না, উত্‌কর্ষই আরও বাড়ে | রাধার অনুগত কৃষ্ণই আমাদের উপাস্য । ময়ূরপুচ্ছে যে শোভা তাহার হয় না, যাবকরাগে ততোধিক হয় । রাধাকিঙ্করী ছাড়া কেহ ইহা জানেনা । বনের ফুল, ফল, পক্ষীর পক্ষ ইত্যাদি তাহার প্রিয় । মাথায় শিখণ্ডীশিখণ্ড বিভূষণ । বনমালা বড়ই প্রিয়, বনের পক্ষী কি দিবে? এই নাও, পুচ্ছ! | এই প্রেমোপহার শ্রীকৃষ্ণ মাথায় ধরেছেন । ওর চেযেও বেশী শোভা হয় তোমার চরণের যাবকে ।

শৃঙ্গাররসের মূরতি শ্রীকৃষ্ণ, এতে অতিরিক্ত শোভা । রস এইখানে নিজে সাজাইয়াছে । চরণখানি মাথায় নিযেছেন । কিসের আবেশে? । একটু না চাইলে, একটু কথা না বলিলে কি নিযে আমি

থাকিব? । এই চরণ মাথায় না ধরিলে শ্রীকৃষ্ণকে রসিক হইতে হইত না । ঐশ্বর্য ঝাঁঝ থাকিলে রস হয় না ।

সখীদিগকে হাত করে নিযে চরণখানা মাথায় নিযেছেন । মান পালাইয়াছে । চরণ ঘর্মাক্ত । মাথায় যাবক লেগে গিযেছে । ময়ূরমুকুট নাই । শ্যামসুন্দর ইহাতেই রসরাজ্যের সম্রাট । অধিকতর শোভা লাভ করেছেন । এইরূপ সেবার কৌশল কিঙ্করী ছাড়া আর কে জানে? । এই সেই যাবকরাগ | চরণ দু'খানি বুকে নিযে যাবক পরাইতেছেন । ফুঁ দিয়া শুকাইয়া দিলেন । রক্তিমাভ চরণ লাল যাবক কি শোভা হইল । শ্যামসুন্দরের শিরে গেলে আমরা দেখে কৃতার্থ হ'ব । কালো মাথার উপরে কি শোভা ধারণ করিবে, আমরা আল্‌তা পরান সফল হইবে ||৪৩||

কলাবতি নতাংসযোঃ প্রচুরকামপুঞ্জোজ্জ্বলৎ
কলানিধি মুরদ্বিষঃ প্রকটরাস সম্ভাবযোঃ ।
ভ্রমদ্ভ্রমরঝঙ্কৃতৈর্মধুরমল্লিমালাং মুদা
কদা তব তযোঃ সমর্পয়তি দেবি দাসীজনঃ।৪৪।

স্‌ফূর্তির বিরামে সাক্ষাৎ সেবার প্রার্থনা । শ্রীচরণে যাবকরাগ সেবা আস্বাদন করিয়াছেন । এইবার একটি মল্লিকাকুসুমের মালা গলায় দিবেন । ভ্রাম্যমান ভ্রমরের ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত মল্লিকাকুসুমের মালা পরাইব । স্‌ফূর্তিতে প্রথম অর্পণ । স্‌ফূর্তির ভঙ্গে সাক্ষাৎ সেবাপ্রার্থনা । মালাটি পরাতে গিযে কত স্মৃতি জাগিয়াছে । "কলাবতি" সম্বোধনে রাসলীলার স্‌ফূর্তি জাগিয়াছে । কলানিধি শ্যামসুন্দর । রাসলীলার একটি স্মৃতি শ্রীরঘুনাথের বুকে এসেছে, তাই স্বামিনীর অন্তরে দিতেছেন । একের ভাব অন্যের হৃদযে সঞ্চারিত হয় । যেমন ভক্তসঙ্গে জীবের হৃদযে ভক্তিভাব সঞ্চারিত হয় ।

"নতাংসযোঃ" শব্দে স্বামিনীর স্কন্ধদেশের শোভা স্মৃতিপথে এসেছে । রাধারাণীর অবস্থা রাসবিলাসে । শ্যামসুন্দরেরও কতকলা

প্রকাশ পাইতেছে। কলানিধি কৃষ্ণ, কলাবতী রাধা। পাশাপাশী হইলেই ভাল হয়। মিলন পরিপাটি কি সুন্দর!। দাসীর ভাব না থাকিলে সৌন্দর্য বুঝা মুস্কিল। প্রচুরকামপুঞ্জে উজ্জ্বল শ্যামসুন্দর। বিলাসলালসার তীব্রতা বুঝা যাইতেছে। প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গ সহ মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। "রন্তুং মনশ্চক্রে" ইহাকে কে জাগাছে। প্রচুর আকাঙ্ক্ষা নিযে শ্যামসুন্দর খেলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। রাধারাণীর সঙ্গে যেমন, তেমন আর কোথায়ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা হয় নাই।

অন্যত্র লীলাকে লীলাই বলিতে ইচ্ছা হয় না। লৌকিক চেষ্টাকে লীলা বলে। খেলা কি জন্য? নিজের জন্য। পরের জন্য কাজ করে। ভগবানেরও লীলা নিজের জন্য। জগজ্জন্য যাহা করেন, তাহা কর্ম। মহিষীদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য তাহাদের সঙ্গে খেলা। শ্রীরাধার সহিত খেলা কৃতার্থ হইবার জন্য। ভগবানও রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন মিলিবার জন্য। প্রাণ ছটফট করিতেছে। উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ, প্রচুর কামদ্বারা রাধারাণীর সঙ্গে খেলিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা। আরও কান্তা রযেছেন, কিন্তু শ্যামসুন্দরের মন শ্রীরাধাতেই। সর্ব রমণী হইতে তাহার উত্কর্ষ। কোটি কোটি গোপী রাসে অদ্ভুত নৃত্য করিতেছেন, কিন্তু তাহার মন পড়ে আছে শ্রীরাধার উপর। সকলের মনেই সন্তোষ দিতেছেন, কিন্তু নিজে আস্বাদন পাইতেছেন শ্রীরাধা হইতে। কি অপূর্ব কথা! কেহই বুঝিতে পারিতেছে না যে তাহার প্রতি অনাদর কর হইতেছে। শ্রীজয়দেবের বর্ণনা - "কামপি চুম্বতি কামপি শ্লিষ্যতি কামপি রময়তি রামাম্"। কানেকানে কথা বলিতে গিয়া চুম্বন করে আসিতেছেন। নিজে কিন্তু রঞ্জিত হইতেছেন রাধার সঙ্গে খেলিয়া। ঐখানে রাধারাণীর বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ।

কলাবতি বটে! নতস্কন্ধ শব্দটি শ্যামসুন্দরের মিলনের জ্ঞাপক। শ্রীশ্যামসুন্দরের বাম বাহু শ্রীরাধার স্কন্ধদেশে। এখন ত স্কন্ধদেশে বাহুযুগল, তাই মল্লিকার মালাটি এখন দিলে শেষে না হয় ছিন্নই হইয়া যাইবে। যাক্ না!"।

এমন করে কে আস্বাদন করায়? । যাহার তাহার কথা তিনি শোনেন না । রসানুকূল হইতে হইবে, নতুবা নয় । শ্রীমন্মহাপ্রভু আগে স্বরূপ গোস্বামীকে দিয়া পরীক্ষা করাইতেন । রসানুকূল হইলে শুনিতেন । ভাবুকের কাছে কথা বলা মুস্কিল । ইষ্টকথার আলোচনাতেও ভাবানুকূল প্রসঙ্গ হওয়া চাই । ভজন করিতে হইলে আরাধ্যের মনের সঙ্গে মনটিকে মিলাইতে হইবে । সংসারে মন রাখিয়া তাঁহার সেবা হইবে না । পরস্পরের মনের ভাবের বিনিময় হওয়া চাই । মনটি কত পবিত্র হওয়া চাই । জীবনের পরিপূর্ণ ভার যাঁহার উপরে দিয়াছি, তাঁহার মনের মত হব না? । "হে স্বামিনি! তোমার মনের ভাব আমার নিকটে গোপন থাকিবে না" । রাধারাণীর জন্য সব ছাড়িতে হবে ।

শ্রীরঘুনাথের স্বরূপের আবেশের উক্তি । "এই দেখ! মল্লিকার মালা তোমার নতস্কন্ধের উপরে পরাইয়া দি? নতস্কন্ধ কেন? । শ্রীরাসনৃত্যে উভযে উভযের বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত গ্রহণের পরিপাটি কি সুন্দর! । শ্যামের বাহু স্বামিনীর বামস্কন্ধের উপর দিয়া বুকের উপর পর্যন্ত পৌঁছিয়া নিজের আকাঙক্ষা পূরণ করেছিল । আজানুলম্বিত দীর্ঘ বাহু । মহাপুরুষের চিহ্ন । বাহু এসেছিল লালসার পূর্তির অনুরূপভাবে?" । কন্দর্পবিলাসের জন্য উদ্যম্ অক্ষিকোণে পরস্পর পরস্পরকে লেহন করিতেছেন । এক এক বাহুদ্বারা আলিঙ্গিত, প্রচুর পুলকযুক্ত । গৌরী স্বামিনী, শ্যাম শ্যামসুন্দর । সেই মিলনে নতস্কন্ধ । "কাম-পুঞ্জে জ্বলে গিযেছিল শ্যামসুন্দর, তুমি তা' নির্বাপিত করেছিলে" ।

স্বামিনীর গলায় মল্লিকার মালা পরাইয়া দেওয়া হইল । বড় একখানা আয়না সামনে ধরিলেন । একবার দেখ কেমন সেজে'ছ । প্রতিবিম্বিত রূপ দেখে স্বামিনী ব্যাকুলা । তা'তে কি আস্বাদন করাতে পারিব না? পারবি তা'কে ভোগ করা'তে । অসংস্কৃত মাধুর্য দেখিয়াই সে মুগ্ধ । এই অপূর্ব রূপলাবণ্য তৃষিত শ্যামকে দিতেই হ'বে । এইরূপ মনঃকথা স্বামিনীর সঙ্গে হইতেছে ||৪৪||

সূর্যায় সূর্যমণিনির্মিতবেদিমধ্যে
মুগ্ধাঙ্গি ভাবত ইহালিকুলৈর্বৃতাযাঃ ।
অর্ঘ্যং সমর্পযিতুমুৎকধিয়স্তবারাৎ
সজ্জানি কিং সুমুখি দাস্যতি দাসিকেয়ম্ ||৪৫||

স্বামিনীর শৃঙ্গারসেবা আস্বাদন করিয়াছেন, স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা । নিজের মনের মত সেবা করিলে হবে না । রাধারাণীর মনের মত করিতে হইবে । যাহারা মন বুঝিয়াছেন, তাহাদের অনুসরণ করিতে হ'বে । সাক্ষাৎ সেবাধিকারিণী কিঙ্করীগণ, কি ভাবে সেবা করিতে হইবে, তাহারা যেন শিখাইবার জন্য প্রস্তুত । স্তবাবলী স্তবমালা আস্বাদ্য; তাহাতে ভজনের পরিপাটি ভজনের অনুভবপূর্ণ । ভজনশিক্ষাও ঐসব হইতেই পাইতে হইবে । বিরহ তীব্র । এই দুঃখ জগতের দুঃখের মত নয়, সুখ দিয়া গড়া দুঃখ । রাধারাণীর অভাব মর্মে মর্মে বুঝা কি সহজ? । অভাব জাগাইয়া ভজন । বিরহ জাগিলে সকলই ত্যাগ হইয়া যায় । জোর করে করিতে হয় না । আজ পর্যন্ত আমি আমাকে চিনিতে পারিলাম না । রাধারাণীর দাসী পরিচয় দিতে পারিলাম না । পারিলাম কৈ? শুধু ভালোবাসার উপাসনা । "সব ভালোবাসা হার মেনেছে - রাধারাণীর কিঙ্করীদের ভলোবাসার নিকট" ।

বেশরচনা হইয়া গিয়াছে । এখন সূর্যকান্তমণি নির্মিত বেদীমধ্যে সূর্যকে অর্ঘ্য দেওয়া হইবে । বেশরচনার পর নন্দীশ্বরে যাওয়ার পূর্বে একবার সূর্যকে অর্ঘ্য দেন । শ্রীশ্যামসুন্দরের কল্যাণ কামনায় অর্ঘ্য দেন । এই শ্লোকের পরই সন্ধ্যার ভোজ্যসামগ্রী পাঠানোর কথা আছে, অতএব মধ্যাহ্নকালের সূর্যপূজা এই অর্থও করা যাইতে পারে ।

সূর্যপূজায় সব সখীগণ আছেন । পুরোহিত বিশ্বশর্মা ব্রহ্মচারী । প্রশান্তমূরতি, গৈরিকবসন পরিধানে । ব্রাহ্মচর্যের জ্যোতি আছে । জটিলা আছেন । ব্রহ্মচারী স্ত্রীলোক স্পর্শ করিবেন না । কুশ দিয়া স্পর্শ

করিয়া বরণ করিতে হইবে। রাধারাণীর বড় ভালো লাগিতেছেন। বড়ই সুন্দর! | কেহই চিনিতে পারিতেছেন না। স্বামিনীর মন কিন্তু কেমন কেমন করিতেছে। ঠিক ধরিতে পারিতেছেন না। অপূর্ব কলাবিদ্যা! দক্ষিণা রাখিবে। রাধারাণীর আংটিটি দেওয়া হইল। স্বামিনীর দাড়াইবার কি অপূর্ব ভঙ্গী! মুগ্ধাঙ্গী সম্বোধন প্রকাশ। অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা, পূজার সাজ কি তোমার হাতেই দিব? । শ্যামসুন্দর মন্ত্র পরাছেন। ভাবাবেশে অর্ঘ্য দিতেছেন। ধীরলালিত্য বৃদ্ধির জন্য এই অনুষ্ঠান। অর্ঘ্য হইয়া গেল। কি স্বচ্ছ ভাব! প্রতি অঙ্গে মহাভাব তরঙ্গ। কামনা বুকে জাগাইয়া অর্ঘ্য দিতেছেন। অতএব 'মুগ্ধাঙ্গী'। 'তোমার মনের মত দাসী হইতে পারিলাম না। তোমার প্রাণ যা' চায়, তা'তে দিতে পারিলাম না'। স্বামিনীর বুকে কি আলোড়ন!!। "বোধ হয় শ্যামসুন্দর। নইলে মন এমন করিছে কেন? । ব্রহ্মচারীর সঙ্গ যদি করাতে পারিতাম, তবে তোমার মত হইত। তোমার মনের মত সেবা কবে করিতে পারিব?" ||৪৫||

ব্রজপুরপতিরাজ্ঞা আজ্ঞয়া মিষ্টমন্নং
বহুবিধমতিযত্নাৎ স্বেন পক্কং বরোরু।
সপদি নিজ সখীনাং মদ্বিধানাঞ্চ হস্তে
র্মধুমথন নিমিত্তং কিং ত্বয়া সন্নিধাপ্যম্।৪৬।

স্বরূপের আবেশে শ্রীপাদ দাসগোস্বামী স্বামিনীর সেবা করিতেছেন। ব্রজেশ্বরী মাযের আজ্ঞায় লড্ডুকাদি নিযে যাবেন। মধুমথনের জন্য বহুবিধ মিষ্টান্নাদি স্বামিনী নিজের হাতে পাক করিতেছেন। সেবাটির সুস্পষ্ট অনুভূতি আছে। প্রাণনাথের জন্য স্বামিনী কিছু জিনিষ সায়াহ্নকালে পাঠাইয়া দেন। মা ব্রজেশ্বরীর নির্দেশে। মধ্যাহ্নলীলার অন্তে ঘরে আসিয়া উৎকৃষ্ট ভোজনের দ্রব্য

রন্ধন করেন । অঙ্গে বেশী অলঙ্কার নাই, বিরলে পাক করেন । অন্য কেহই নাই, তাই অঙ্গে বিশেষ কাপড় নাই, বিশেষ অলঙ্কারও নাই । পক্কান্ন, মিষ্টান্ন সুন্দর পাত্রে রাখিয়া কাপড় দিয়া ঢেকে পাঠান । তুলসী প্রভৃতি কিঙ্করীগণের উপর বিশ্বাস আছে, নিজের মতই খাওয়াইবে । "মিদ্বিধানাং নিজ সখীনাং" "দেহে না করিহ আস্থা" এই শরীরের উপর বিশ্বাস না রেখে স্বরূপের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে । "আমি তোমার সখী" - কি সুন্দর পরিচয় । "কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু" । রাধাদাস্যাভিমানে যে কত আনন্দ, তাহা বর্ণনার অতীত । বড় আব্দারের এঁরা । শ্রীরাধারাণীর নিজাত্বাভিমান । রাধারাণী নিজে মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না । "আমার দাসী" "আমার তুলসী", "আমার রূপ" ইত্যাদি । একেবারে নিজের করে নিযেছেন । স্বরূপ জাগাইয়া বুঝিতে হবে । "কিছু চাই না স্বামিনি! আমায় তোমার করে নাও! আমি তোমার সখী!" ।

সেবার দ্রব্য একেক রকম একেক থালায় সাজিয়াছেন । শ্যামসুন্দরের সেবা-সামগ্রী পাঠাইতেছেন । তুলসীকে বুকে জড়াইয়া ধরে বলিতেছেন - 'তুলসি! তুই যা! দেখ্! তোর উপরে আমার বিশ্বাস! আমি তো যেতে পারিলাম না! আমার হযে খাওয়া'বি! আমি খাওয়ালে যে তৃপ্তি পাই, তোরা খাওয়া'লেও আমি সেই তৃপ্তিই পাই" । তুলসীর প্রতি স্বামিনীর কি আদর! ওগো! জীবনে কি একদিনও তোমার আদর পাইব না? । এই আকাঙ্ক্ষা সাধকের মনে জাগা নিতান্ত উচিত । কি ভজন করিতেছি? সেই জন্য কাঁদা চাই । বুক কাঁপে । কোন সময় আবেশ নষ্ট হইয়া যায় । এই কথা বলিতে বলিতে যেন একটু অনুভব পাই । তাহাদের চরণতলে পড়ে থাকিতে চাই । কি করুণায় দাসীকে বুকে ধরেছেন । অন্যত্র কোথায়ও এমন করুণা নাই । এই করুণার আস্বাদ দাসীগণ ভোগ করে । এমন আর কোথায়ও নাই । তোমারই দাসী, এই আবেশে সারা জীবন কাটাইতে ইচ্ছা ।

স্বামিনীজীউর পরান পাত্‌লা শাড়ী । মাথায় হয়ত কাপড় নাই । নিজের ঘরে । "তুলসি! তুই যা! । ভাল করে খাওয়া'যে আসিস্ । তুই তো সবই জানিস্ এ জীবন পরাধীন । নিজে নিযে যেতে পারিলাম না । তুই আমার বুকের সঙ্গে বুক মিলাযে বুঝিবি । "আমার চোখে একবার দেখিস্" । তুলসীকে কাছে দেখে নিযে কত আদর করে হাতে তুলে দিতেছেন । স্‌ফূর্তির বিরামে কি মর্মান্তিক যাতনা । স্বামিনীজী আমা'দ্বারা সেবার সামগ্রী কবে পাঠাইবেন? এই বলিয়া আর্তস্বরে কাঁদিতেছেন । আবার স্‌ফূর্তি ||৪৬||

নীতান্ন মদ্বিধ ললাটতটে ললাটং
প্রীত্যা প্রদায় মুদিতা ব্রজরাজরাজ্ঞী ।
প্রেম্‌ণা প্রসূরিব ভবৎকুশলস্য পৃচ্ছাং
ভব্যে বিধাস্যতি কদা মযি তাবকত্বাৎ ।৪৭।

লীলাটি পূর্বে স্মরণে অথবা স্‌ফূর্তিতে আস্বাদন । স্‌ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা । রাধারাণী তুলসীকে শ্রীকৃষ্ণসেবার মিষ্টান্নাদি সহ নন্দীশ্বরে পাঠাইয়াছেন । যোগ্যস্থানে রাখিয়া যখন মা ব্রজেশ্বরীকে প্রণাম করিয়াছেন, তখনই মা আমাকে কত স্নেহে বুকে করিয়া ললাটে ললাট দিয়া তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । 'ভব্যে' অর্থাৎ 'কল্যাণি' । মা ব্রজেশ্বরী কীর্তিদা মাযের মত স্নেহ তোমাতে আছে । রাধারাণীকে কত ভালোবাসেন । শ্রীশ্যামসুন্দরের গোচারণে যাওয়ার পর যাবটে রাধারাণী আসিয়াছেন । কতক্ষণ সময়? অথচ কুশলজিজ্ঞাসা করিতেছেন । রাধারাণী মা ব্রজেশ্বরীর গোবিন্দের মত স্নেহপাত্রী - "ব্রজেন্দ্রগৃহিণী কৃষ্ণপ্রায়স্নেহনিকেতনম্" । দাসীকে কত আদর করিলেন । রাধারাণীর দাসী বলিয়া ব্রজেশ্বরীর জননীর মত এত স্নেহ ।

সাধকে এইভাবে জীবন কাটাইলে চলিবে না । স্বাভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তির জন্য তীব্র উত্‌কণ্ঠ কোথায়? । যা' করিতেছি, ইহাতে তৃপ্ত হইলে

চলিবে না । রঘুনাথের কি জাতীয় আর্তি! শ্রীরূপও কেঁদে কেঁদে বলিতেছেন - "বুকের জ্বালা জানাইব না ভাবিয়াছিলাম । তোমরা সুখময় সুখময়ী, কিন্তু না জানাইযে পারিলাম না । বৃন্দাবনের শরণাগত হইলাম । এই আশায় যে তোমাদের কৃপার একটু অনুভূতি পাইব । সব লীলাস্থান চোখের সামনে অদ্যপিহ লীলা হইতেছে । কই, একটুও তো সাড়া পাই না? । তোমাদের লীলা দেখিতে পাই না । পাগল হইয়া ফিরিতে হইবে । শ্রীরূপসনাতন এক এক বৃক্ষতলে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে সেই সেই লীলার অনুভূতি পাওয়ার জন্য । "কি লীলা হযেছে একটু সাড়া দাও । একটু দেখিবার সৌভাগ্য দাও । বৃন্দাবন সাক্ষাৎ লীলাভূমি - কেন দেখা পা'ব না? । তোমাদের লীলার ছবি অন্তরকে আলোড়িত করিতেছে । হৃদযের জ্বালা যে জমাট বেঁধেছে এখন তো বের না করে থাকিতে পারছি না । ছেযে দেখ তোমাদের রূপের বুকে কত জ্বালা! এইরূপ আচার্য পেযে কিভাবে দিন কাটাইতেছি? । সাধকজীবনে পরিবর্ত্তন আসিবেই । প্রাণ ব্যাকুল হইবেই । মাকে প্রণাম করিলে আমার ললাটে ললাট ঠেকাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিবেন - "আমার রাধা কেমন আছে?" । এই আদরের কণাও কি অনুভূত হইবে না? । আমি রাধাদাসী বলিয়া আমার প্রতি মাযের কত স্নেহ । "হে বৃন্দাবনবাসি! হে বৃন্দাবনের আকাশ, বাতাস, তরু, লতা! তোমরা বুঝাইয়া দাও আমি রাধাদাসী । সকলে আমার আনুকূল্য কর! । আমার বিশ্বাস দৃঢ করে দাও! আমি রাধাকিঙ্করী! বিশ্বজগতে আমি আর কাহারও নই! সকলে জানুক, আমি রাধাদাসী । আচার্যপাদগণের এই আশীর্বাদ - আমাদের মত তোরা হও । যত দিন দেখা না পাবি ততদিন আমাদের মত কেঁদে কেঁদে তালাশ কর । আর কোন সন্ধান চাই না । রাধাদাসী এই সন্ধান চাই । তুলসী মাযের আদর ভোগ করিতেছেন । স্ফূর্তি ভেঙ্গে গেল । আবার হাহাকার আরম্ভ হল । আকুলপ্রাণে ডাকিতেছেন । আবার স্ফূর্তিতে জীবনসঞ্চার ||৪৭||

কৃষ্ণবক্ত্রাম্বুজোচ্ছিষ্টং প্রসাদং পরমাদরাৎ ।
দত্তং ধনিষ্ঠয়া দেবি কিমানেষ্যামি তেকঽগ্রতঃ ||৪৮||

পরিপূর্ণ স্বরূপের আবেশ অপূর্ব সেবা! তুলসী নন্দীশ্বরে গেলেন স্বামিনীজীর আদেশে । তাহার হস্তপক্কদ্রব্য শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য পাঠাইয়াছেন । ধনিষ্ঠা শ্যামের অধরামৃত গোপনে স্বামিনীর জন্য দেন । তাহা তুলসী লইয়া আসেন । নন্দীশ্বরে ধনিষ্ঠার উপর সব সেবার ভার । ধনিষ্ঠা যেমন কুন্দলতাও তেমন । যুগলের প্রতি আসক্ত । স্বামিনী প্রতীক্ষায় ছিলেন, এমন সময়ে তুলসী আসিয়া উপস্থিত । তুলসীর প্রতি অসাধারণ স্নেহ স্বামিনীজীর । জানেন, আমার প্রাণ নিয়ে অবশ্য তুলসী সেবা করিয়া আসিয়াছে । তুলসীকে আদর করিয়া বলিতেছেন - "খাইযেছিস্? - মা কি বলিলেন?" । তুলসী বলিলেন - "মা ব্রজেশ্বরীর স্নেহের কথা কি বলিব? তোমার দাসী ব'লে আমার ললাটে ললাট দিয়ে কতই স্নেহ করিলেন । স্নেহে তোমার কুশলপ্রশ্ন করিলেন" ।

শ্রীরঘুনাথ কি নিবিড় আবেশে সর্বদা আছেন । এই জাতীয় ভোগ না থাকিলে সাধক কি করিয়া বাঁচিবে? এমন পবিত্র জীবন নষ্ট করিলাম । বাহিরের ব্যবহারে কদর্থিত । কবে স্বামিনীজীর জন্য বুক ফেটে কান্না বেরবে? সর্বদাই বুকটা ফাঁকা । শ্রীরূপগোস্বামী কেঁদে আকুল - "তোমাদের হৃদয়সরসী করুণার নির্ঝরে ভরা! একটু প্রসন্ন হও । সে যে সত্যই কোটি প্রাণ হইতেও প্রিয়তম । তাহার সাড়া পাইতে হইবে । কারে বলিব মনের কথা । আমার ত আর কেহই নাই! । আকাঙ্ক্ষা তীব্র হওয়া চাই । অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় নাই । তোমাদের রতি একটু ছটা দাও । অধম বলে উপেক্ষা করে না । রতিই প্রতিভু, অবশ্য তোমাদিগকে দেখাবে । এখন আশা করিতে পারিতেছি না, এমন আচার্যের অনুগত আমরা কি কান্না? চিৎকার করে, দন্তে তৃণ

ধরে কাঁছেন । স্বামিনীর করুণা তাহার স্মরণের ভিতর দিয়া আসিলে, প্রাণটা ঐচরণে বিকাইয়া যাবে ।

তুলসীকে কোলে, কাছে টেনে নিযে বারাম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন "'সে ভালো করে পেট ভরে খেযেছে তো? ভাল রান্না করিতে পারি নি । তুই কাছে ছিলি তো? সব কথা তন্ন তন্ন করে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । “ধনিষ্ঠা অধরামৃত দিল, এনেছি” । রাধাচাতকী কৃষ্ণাধরামৃত ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না । রাধা - "তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নাই?" । তুলসী - "গুরুজনের সামনে কি করে বলিবে? তাকিযেছিল - জানিযেছিল - 'রাধার সহিত রাত্রে শ্রীবৃন্দাবনে যেন মিলন হয়' । আমিও চোখে চোখে উত্তর দিযেছি 'অবশ্য হবে' । রাধা - "তুলসি! তুই আমার দিকে চা । আমি হতভাগিনী তা'কে দেখিতে পেলাম না । দেখি, তোর নয়নের মধ্যে সে লুকিযে আছে কি না? তোর চোখ দেখে বুঝিলাম তুই দেখে এসেছিস্" । এরপর ভোজন হ'বে । তুলসীর সেবার কি পরিপাটি! বাহ্যাগার থেকে সব সেবা নিজে করিতেছেন ||৪৮||

নানাবিধৈরমৃতসাররসায়নৈস্তৈঃ
কৃষ্ণপ্রসাদমিলিতৈরিহ ভোজ্যপেযৈঃ ।
হা কুঙ্কুমাঙ্গি ললিতাদি সখীবৃতা ত্বং
যত্নান্ময়া কিমুতরামুপভোজনীয়া ||৪৯||
পানায় বারি মধুরং নয়নপাটলাদি
কর্পূরবাসিততরং তরলাক্ষি দত্ত্বা ।
কালে কদা তব ময়াঽচমনীয় দন্ত
কাষ্ঠাদিকং প্রণয়তঃ পরমর্পণীয়ম্ ||৫০|| যুগ্মকম্

স্ফুরণে স্বামিনীর মধুর ভোজনলীলার আস্বাদন করিতেছেন। নন্দীশ্বর হইতে তুলসী শ্যামের অধরামৃত আনিয়াছেন। লীলাস্মরণে আস্বাদ পাওয়া যায়। না পেযে কি ভাবেই বা চলিতেছে?। অনুভব না পাইলে আস্বাদনের কোন মূল্য নাই। আচার্যগণের অনুসরণ আবশ্যক। স্মরণ ও অনুভব এগিযে নিযে যায়। আচার্যগণের মহাবাণী দুর্বল সাধকগণের অবলম্বন। নিবিড় দেহাবেশ ঘুচাইযে স্বরূপের আবেশে দাঁড় করাইবে।

"হে কুঙ্কুমাঙ্গি! সখীবৃতা তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত মিলিত নানারূপ অমৃতসার-রসায়ন ভোজ্যদ্রব্যাদি ভোজন করাব"। স্বামিনীর শ্রীঅঙ্গের বর্ণ ঈষচ্চন্দন সংস্পৃষ্ট নবকাশ্মীর দেহভা। এখানে 'কুঙ্কুমাঙ্গি' সম্বোধন। প্রতি ভোজ্যদ্রব্যের ভিতরে অধরামৃতের আস্বাদন পাইতেছেন। ভোজ্যদ্রব্যের মধ্যে অধরের গুণ সংক্রমণ হইয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণের অধরেরই আস্বাদন পাইতেছেন। কত কত পূর্বলীলা মনে আসিতেছেন। তাই উৎফুল্ল, তাই 'কুঙ্কুমাঙ্গি' সম্বোধন। আস্বাদনে স্বামিনীর চক্ষু বুজিয়া আসিতেছেন। পাগলমানুষকে খাওয়ানো, মন কোথায় চলে গেছে? এই ভাবের বিষয় হইয়া নাগরের সার্থকতা হইতেছে। রাধারাণী যে কি বস্তু, বলিবার ভাষা নাই। কি সুন্দর! কি উজ্জ্বল! ভগবানের জীবনেরও সাফল্যদাযিনী। এখন প্রেমময়ীর ভোজ্যদ্রব্যের আস্বাদ নাই, আস্বাদন কেবল অধরামৃতের। অপূর্ব লীলার মধ্যে মন ডুবে গেছে। শ্যামসুন্দরের আস্বাদন হইতেছে। কৃষ্ণোন্মাদিনী স্বামিনী, তাহার সেবা করা কি সহজ কথা? পারি না পারি সেবা করিতে হইবে। তোমাদের মাধুরী কাহাকে না পাগল করেছে? সব বিচার নষ্ট করিয়া দেয়। হায়! যা দেখিবার তা দেখিলাম না, যা বুকে ধরিবার, তা বুকে ধরিতে পারিলাম না। শ্রীরঘুনাথ রাধারাণীর চরণে নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিযেছেন ||৪৯||

ভোজনের পর পানীয় দিতেছেন। গোলাপফুল, কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত জল। তখনও নয়ন চঞ্চল। প্রসাদই পাইতেছি, না সাক্ষাৎ

কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদন করিতেছি, এইভাব । মিলনে রসোল্লাসে ভোগ, বিরহে ভাবোল্লাসে ভোগ । বিরহের ভাবোল্লাস সাক্ষাৎ মিলন অনুভব করায়, বিরহিনী যখন সংযোগিনী, তখন সব সময়ই কৃষ্ণময়ী । "চেয়েছিল আমা পানে ভঙ্গিম নয়নে" ইত্যাদি । বিরহাবস্থায় শুদ্ধ সূক্ষ্মমাধুর্য কূটে কূটে বের করে নিয়ে ভোগ করিতেছেন । ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে ভোগ । ভাবিতে ভাবিতে যেন শ্যাম মূর্ত হইয়াছেন । তাই 'চঞ্চল-নয়না' । ঐ অবস্থা দেখে সখীরা পরিহাসও করিতেছেন । যেমন পূর্বরাগাবস্থায় বিশাখার পরিহাস । "সখি! তোর মনটি কে চুরি করেছে? সত্য করে বল । আগের মতো তোর অধ্যয়ন, কৌতুক নাই । শুক-শারী পাঠ নাই । প্রিয়সখীর সহিত গল্প, হাস-পরিহাসও নাই । কি সুন্দর বীণা বা'জাতে । সেসব এখন কোথায় গেল? বোধ হয় তোর মন-মণিটিকে সেই বনমালী চুরি ক'রেছে" । হাতমুখ ধুইবার জন্য জল, চৌকি, জলপাত্র, দন্তকাষ্ঠা, সুগন্ধিমৃত্তিকা আদি রাখা হইয়াছে । কেহ জল দিতেছে । তুলসী হাত ধোয়াইতেছেন । তারপর তাম্বূলসেবা করিয়া সখীদের সভা ||৫০||

ভোজনস্য সময়ে তব যত্নাদ্দেবি ধূপনিবহান্ বরগন্ধান্ ।
বীজনাদ্যমপি তৎক্ষণযোগ্যং হা কদা প্রণয়তঃ প্রণয়ামি ||৫১||
কর্পূরপূরপরিপূরিতনাগবল্লী
পর্ণাদিপূগপরিকল্পিতবীটিকাং তে ।
বক্ত্রাম্বুজে মধুরগাত্রি মুদা কদাহং
প্রোৎফুল্লরোমকরৈঃ পরমর্পয়ামি ||৫২||

প্রেমের সাগরে আলোড়ন হইতেছে, তাহাতেই সেবারসের আস্বাদন । আকুলতা ও বিলাপ তাহার ফলেই । ভোজনের সময় অতি যত্নসহকারে সদ্গন্ধযুক্ত ধূপদান । সময়োপযোগী বীজনাদিও করিতে

হইবে । যখন যেমন সেবা শীত গ্রীষ্মাদি ভেদে । স্ফুরণের বিরামে প্রার্থনা । স্মরণ স্বপ্ন ও স্ফুরণ সাক্ষাৎ প্রাপ্তির লালসাকে তীব্রভাবে জাগাইয়া থাকে । প্রাণের ইচ্ছা আছে বলে ভজনের প্রতিকূল বিষয়ে উপেক্ষা আসিবে । ভজনের প্রতিকূল যদি দয়াও হয়, তাহাকেও বাদ দিতে হইবে । কৃষ্ণও যদি ভজনের প্রতিকূল কথা বলেন, শুনিব না । ভজন বিগড়াইয়া গেলে সব বিগড়াই যাইবে । শিথিল ভজনে চলিবে না । পরীক্ষিত মহারাজ সব অপেক্ষা শূন্য হইয়া শ্রীহরিকথা শুনিয়াছিলেন । প্রেমের লক্ষণ একমাত্র সেবা । যে ভাগ্যবান সেবারসের আস্বাদন কিঞ্চিৎ পাইয়াছেন, তিনি ছাড়িতে পরিবেন না । এমন অবস্থা আসিবে সাধন ছাড়া থাকিতে পারিবে না । জোর করে ভজন করিতে কষ্ট হবে । এই ভজনে তা' নয় । "অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব" । ভজনরসে তন্ময়, দিন রাত চলে যাচ্ছে । কোন রোগ ক্লান্তি নাই । ভজনে অতৃপ্তি সর্বদা জাগরুক থাকে । মায়া ত জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে চলিতেছে, সাধকের জাগরণেও ভজন, স্বপ্নেও ভজন, সুষুপ্তিতেও চলিতেছে । ভজন মানে মন লাগাইয়া রাখা । শ্রীযুগলে মনটা ঢেলে দেওয়া । স্ত্রী-পুত্রাদিতে যে ভাব আছে, তাহাতে কি সিদ্ধান্ত লাগে? । তেমনই শ্রীস্বামিনীতে ভালোবাসা হইবে তাহাতে সিদ্ধান্ত কি? । ভজন করিতে করিতে চিত্ত সরস হইবে, সাসঙ্গ ভজন চাই । প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনীকে হৃদযে স্থান দিয়াছি । সাধুপ্রেমা কি করিয়া আসিবে? । বিষযের স্পৃহা হইতে মুক্তিস্পৃহা পর্যন্ত সব কপটতা । স্বামিনীর পদনখজ্যোতি যাহার হৃদযে জাগে, সে বিশ্ববিজযী বীর । তাহার আর কোন ভয় নাই । আমি অকুতোভয়, যেহেতু তোমার চরণ বুকে আছে । স্বামিনীর চরণ হৃদযে নাই সব বৃথা । ত্যাগ সেইখানে আছে, ঐ রসে যাহার মন মজিয়াছে, তাহার মন কিছুতেই লাগে না । বাহিরে খবর নাই, ভিতরে আছে । রাধারাণীর কাছে আছি, এই কথা বলিতেও সুখ ।

স্বামিনীজী ভোজনে বসেছেন, কি শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পাইতেছেন, সখীরা পরিহাস করছেন । মুখ প্রক্ষালণের ধ্যান, চৌকিতে

বসে কুল্লা করিতেছেন । হাত, মুখ ধোয়া হল । স্বামিনী দরবার ঘরে বসেছেন । মণিমালা প্রদীপ জ্বলছে । সখীদের সঙ্গে স্বামিনী বসেছেন । তুলসী তাম্বূলবীটি কোন পাত্রে লইয়া আসিয়াছেন । বীটিতে খদিরচূর্ণ, চূণ, এলৈচি, জায়ফল, জযিত্রী, সুপারি আছে । "মধুরগাত্রি!" - এই সম্বোধন কেন? । কোথায় কেমন করে স্বামিনী বসেছেন, ধ্যান করুন । ভঙ্গী দেখে মনে হয় আর কাহারও সঙ্গে বসিয়াছেন যেন অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়াছেন । বক্তা যে বলে, মধ্যে মধ্যে কথাও বলিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের চর্বিত তাম্বূল একটু ঐ বীটির মধ্যে মিশাইয়া তুলসী স্বামিনীর সম্মুখে ধরিতেছেন । ধনিষ্ঠা মরম জেনে উহাও পাঠাইয়াছেন । সেই গন্ধ পেযে লুব্ধা হযে স্বামিনী মুখ বাড়াইয়া গ্রহণ করিলেন । সেবার কি পরিপাটি! আমার সেবা গ্রহণের জন্য সখীদের সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া মুখ বাড়াইয়া লইলেন । অর্পণ করিতে গিয়া পাইলেন না । আবার হাহাকার ||৫২||

আরাত্রিকেণ ভবতীং কিমু দেবি দেবীং
নির্মঞ্ছযিষ্যতিতরাং ললিতা প্রমোদাৎ ।
অন্যালয়শ্চ নবমঙ্গলগানপুষ্পৈঃ
প্রাণার্বুদৈরপি কচৈরপি দাসিকেয়ম্ ||৫৩||

স্বরূপের আবেশ অত্যন্ত নিবিড় । স্মরণে স্বপনে স্ফুরণে যেমন যেমন অনুভব করিতেছেন, তেমন তেমন সাক্ষাৎ সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন । ভোজনান্তে সখীগণ সহ দরবার মহলে দিব্য সিংহাসনে বসিয়াছেন । তাম্বূলসেবা করিয়াছেন । আরতি হইবে । আরতির সজ্জা কোন কিঙ্করী আনিয়াছেন । সর্বপ্রধানা সখী ললিতা আরতি করিবেন । পর পর সেবার তরঙ্গ চলিয়াছেন । রাধাকিঙ্করী ছাড়া এমন সেবার পরিপাটি আর কেহই জানেন না । পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ বিনা স্বামিনীজীউর সেবার স্ফুরণ হইবে না । আচার্যগণ তাহাদের

গ্রন্থে ভালো করে দেখাইয়াছেন । স্তবাবলী, স্তবমালা গ্রন্থাদির চর্চ্চা করিতে হইবে । শ্রীমদ্ রঘুনাথের কৃপা হইলে অনুভব হইবে । মন যদি মায়ার দিকে যায়, তবে বাহিরে গেলাম । স্বামিনীর চরণে মন আর ডুবিবে না । সহজ স্বভাবে জলপ্রবাহের মত স্মরণের ধারা জীবনকে সুশীতল করে চলিবে । শরণ নিষ্কপট না হইলে স্বামিনীজীর সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে না । স্বামিনী বলিলেন - “পুরা মন আমাকে দাও । প্রথম আমার হও, শেষে যা করিতে হয় আমি করিব । ব্রাহ্মণও তাহার কাছে যাইতে পারিবেন না । গোপী হইতে হইবে । "কবে বৃষভানুপুরে, আহীরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব?" । অভীষ্টের সাড়া না পাইলে কেমন করে বন্ধন হইতে ছুটিব? । শরীরের বন্ধন হইতে বাহির হওয়া সহজ নয় । "আমি পণ্ডিত", "আমি গোসাঞ", এইভাব থাকিলে হবে না । তিনি সাহায্য না করিলে হবে না । তীব্র সাধনে তাহার সহায়তা লাভ হয় । ভজন আছে, শরণাগতি নাই, এই অবস্থায় পাওয়া যাইবে না । কি ভাবে চলিলে মিলিবে? সে বলে দিবে । "দদামি বুদ্ধিযোগং তং" । উপাস্যকে সর্বদা হৃদযে রাখিতে হইবে । মায়ার বন্ধন ছুটিবে না কেন? । তাহার মাধুর্যমধুতে মন ভ্রমরকে আটকাইয়া রাখে । ইচ্ছা করিলেও ভূলা যায় না । "স্বামিনি! তোমার পরিচয় পেযেছি । অপার করুণা প্রবাহে তোমার মন হ্রদটি পূর্ণ" । শ্রীরূপ ভালো করে অনুভব করেছেন । স্বামিনী নিজে খাওয়ার নিযে এসে খাওয়াইয়া যান । তাহার চরণে শরণাগত হইতেছে না । সেবার অভাবে যে কাতর, তাহার সেবা ছাড়া আর কি আছে? । শ্রীরূপ এই বৃন্দাবনে ভুমিষ্ট দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া চোখের জলে ধুলী ভিজাইয়া ক্রন্দন করিতেছে । "হে দেবি! উদ্ভট দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত আর সহ্য করিতে পারিতেছি না । কণ্ঠরোধ হইয়া যাইতেছে । প্রার্থনা করিতেও জানি না কেঁদে বলিতেছি "আমাকে তোমার যূথের মধ্যে গ্রহণ করে লাও" । কি দুঃখ! প্রকাশের ভাষা আছে কি? । তাহার ভাবের আনুগত্য থাকিলে কিছু অনুভব হয় । শ্রীরঘুনাথ

শ্রীরাধাকুণ্ড দেখিতে পারিতেছে না, দেখিতেছেন স্বামিনীর সিংহাসন। বসিবার ভঙ্গি কি! তাম্বূল চর্বণ করিতেছেন। আরতির সামগ্রি আসিল। শীতের সময় প্রদীপের আরতি, গ্রীষ্মকালে মণিপ্রদীপের আরতি। ললিতা সামনে দাড়াইযেছেন। গোরোচনা বর্ণা, বয়স একটু বড়। প্রখরা প্রগল্‌ভা। একটু গড়বড় করিলে থাপ্পড় দিবেন। রন্ধন সময় কোন কিঙ্করী তরকারি আমানি করিতেছিল পটলে একটু খোসা ছিল। তাহাকে থাপ্পড় লাগাইয়া দিলেন। থাপ্পড় খাওয়া লাভ। কত মমতার বুদ্ধি থাকিলে শাসন করেন। ললিতা আরতি করিবেন বলে দাড়াইয়াছেন। স্বামিনী নববিদ্যুল্লতার কি ভঙ্গীতে স্থির হযে বসিয়াছেন। অপূর্ব জ্যোতি, তাই 'দেবি' সম্বোধন। শ্যামের সান্নিধ্য অনুভব করিতেছেন অনেক ছবি বুকে। শ্যাম ভিতরে খেলিতেছেন। ভাবোল্লাসে ক্রীড়ার নগরী। ফিক্ করে হেসে ফেলিলেন। সাধকের যদি 'হসত্যথো রোদিতি গায়তি' ইত্যাদি হয় মহাভাববতীর হবে না কেন?। কিছু পূর্বেই ছাঁদে উঠে যে পরস্পরের দর্শন হযেছিল, তাই মনে পড়েছে "চেযেছিল আমায় পানে, বুকের ভিতরে বর্শী দিযে টানে"। শ্যামের দৃষ্টি কি বলেছিল, তাই মনে করে ফিক্ করে হেসে ফেলেছেন। আরতি সমযে ঘণ্টা বাজিতেছে না। গুণ গুণ করিয়া সব সুকণ্ঠিগণ স্বামিনীজীর মঙ্গলাগান করিতেছেন। আরতি নহে - "নির্মঞ্ছন"। আলাই বালাই নেওয়া, আপদ আদি সব দগ্ধ করা হইতেছে। আরতি বড় ভালোবাসার অনুষ্ঠান। কি প্রেমের সহিত হাত ঘুরাইতেছেন। সব সখীগণ চারদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিয়া নৃত্য করিতেছেন। কেহ পুষ্প ছড়াছেন। আরতির সঙ্গে স্বামিনীর কি দীপ্তির প্রকাশ! রাধারাণীর জয় দিতেছেন। শঙ্খ আরতির পর রুমাল দিয়া সব আলাই বালাই মোছানো হইল। চামর দিয়াও সব মুছাইয়া নেওয়া হয়। শেষে তুলসী প্রাণ দিয়া আরতি করেন। বেণী খুলিয়া হাতে লইয়া কোলের কাছে আনিয়া প্রাণ মিশাইয়া আরতি করিলেন। চুলও কালো, কৃষ্ণও কালো। একলা স্বামিনী তার শ্যামকে স্মৃতিপথে আনিলেন, শ্যামের বামেই যেন বসেছেন এইরূপ স্বামিনীর স্‌ফূর্তি। তারপর

সমাজগান শিক্ষাগানের পরীক্ষা, নৃত্যাদি পরীক্ষা। আনন্দের সীমা নাই ||৫৩||

আলীকুলেন ললিতাপ্রমুখেন সার্দ্ধ
মাতন্বতী ত্বমিহ নির্ভরনর্মগোষ্ঠীম্।
মৎপাণিকল্পিত মনোহরকেলিতল্প
মাভূষযিষ্যসি কদা স্বপনেন দেবি ||৫৪||

কিঙ্করীগণের জীবনের অবলম্বন অভীষ্টবস্তুর সুস্পষ্ট অনুভূতি - স্মরণে, স্ফূর্তিতে অথবা স্বপ্নে। নতুবা প্রপঞ্চেই আকর্ষণ করিবে। অভীষ্টবস্তুর সঙ্গে এপর্যন্ত পরিচয় হইল না। সব চেযে আপনার যে, তাহাকে হঠাইয়া দিযে অকিঞ্চিৎকর বস্তুতে মনোনিবেশ। ভগবানের জন্য আধ পয়সাও উপেক্ষা করিতে পারি না, আধ পয়সার জন্য ভগবানকে উপেক্ষা করিতে পারি। বিশ্বকে পর করে তাঁহাকে বুকে নিযে অগ্রসর হইতে হইবে। ভক্তের কাছে তাহাকে আসিতেই হইবে। পিপাসু জল চায়। ভক্তিপিপাসু ভগবান্ ভক্তির গন্ধ পাইলে ছুটিয়া আসেন। আত্মাই নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ, তিনি আত্মারও আত্ম; অতএব কত প্রিয়তম। তাহাকে ভূলিয়াছি। তাহার সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে। আত্মশুদ্ধির জন্য শ্রীগুরুপাদাশ্রয়। সেই চিরবিস্মৃত ইষ্টবস্তুকে স্মৃতিপথে আনিয়া দেন। শ্রীরাধাবিরহের মূর্ত শ্রীরঘুনাথ। স্বামিনী ভিন্ন তাহার আর কিছুই নাই। না দেখে যে মরতেও ইচ্ছা করে না। তোমার চরণকমল যেন একবার দেখা পেযে মরি। হে স্বামিনি! তোমারই চরণে শ্রীগুরুদেব আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। জগতের সঙ্গে মিশে চলবে না। স্বামিনীর মন মত হব। তবে গ্রহণ করিবে। খুঁজে নিযে যাবে। করুণাময়ী স্বামিনী।

আরতি হইয়া গিয়াছে, দেবি!। পরোক্ষা মনে হয় না। সখীগণ দুইজনের মধ্যে স্বামিনী। মণিখচিত রত্নসিংহাসনে। শুধু তাই নয়। রসের সিংহাসনে। স্বামিনীর শৃঙ্গার ভাবের অলঙ্কার দিয়া করিতে

হইবে । অনুরাগে রক্তশাড়ী ইত্যাদি । আস্বাদনে ভরপুর । একটি সখী সহ শ্যামলা এলেন । শ্রীরাধা - "সখি! এস এস! তোমার সঙ্গে এ কে?" । শ্যামলা - "আমার এক নবীনা সখী" । তোমার সঙ্গে পরিচয় নেই । তোমার সঙ্গে ইহার খুব মিলিতে ইচ্ছা । নবীনাকে দেখিয়া স্বামিনী মুগ্ধা । বিস্মিত নয়নে দেখিতেছেন । বলিতেছেন - "আহা কি সুন্দরী! শ্যামলার যখন সখী, তখন আমারও সখী" । স্বামিনী বলিতেছেন - "তোমার কি নাম? কোথায় বাড়ী?" । নবীনা সখী বলিতেছেন - "আমি নবীনা । শ্যামলার সঙ্গে বহুদিন পরিচয় । তোমাকে দেখিতে তাহার সঙ্গে এসেছি" । স্বামিনী বলিতেছেন - 'গাইতে জানো? বাজাতে জানো? নাচিতে জানো?' । নবীনা বলিতেছেন - 'একটু একটু জানি' । স্বামিনী - 'তোমার মুখখানি বড় মিষ্টি! এস! কাছে এস! এই বলিয়া কাছে নিযে বসাইলেন । বলিতেছেন - 'আহা! তোমার মুখে কি মিষ্টি হাসি! কোথায় যেন দেখেছি মনে হয় । তখন নবীনা সখী এমন মধুর গান এবং নৃত্য করিলেন সখীরা মূর্চ্ছিতা । কি নয়নের ভঙ্গী! কি করের ভঙ্গী! স্বামিনী বলিহারি দিতেছেন । উঠিয়া গিয়া গাঢ আলিঙ্গন দিতেছেন । বলিতেছেন 'ওঃ! এ সখী কারো? চিনিবার ক্ষমতা নাই । টান দিযে ওড়না খুলিয়া ফেলিলেন । "এ যে শ্যাম! শ্যামলে? তুমি এমন দুষ্টু!" । এইপ্রকার খুব হাস পরিহাস চলিল । সখীদের মধ্যে হাসীর বিরাম নাই । পরে শ্যাম গৃহে চলিয়া গেলেন, তুলসী শয্যা নির্মান করিতে গেলেন ।

ভক্তির স্বরূপই সেবা । সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, তিন অবস্থাতেই সেবারসের আস্বাদন । এই আস্বাদন বিশ্বের সব নিরস করিয়া দেয় । স্বর্গাদি সুখও তুচ্ছ হয় । শ্রীহনুমানকে মুক্তি দিতে চাইলেও গ্রহণ করেন নাই । চাই চিরকাল তোমার চরণতলে প'ড়ে থাকিব সেবা করিব । শ্রীকৃষ্ণ স্বযং ভগবান্ হইলেও রাধাকিঙ্করীর কাছে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র । তাহাদের নিকট হাত পাতেন । এই মহিমা কোথায় আছে? । এঁদের নিষ্কামতার চরম । স্বপ্নেও স্বার্থের গন্ধ নাই । কামনার

গন্ধ থাকিলে রাধাদাস্য মিলিবে না । কিঙ্করীগণ সেবারসের মূর্তি । স্বামিনী শ্যামকে রসে ডুবিযে রেখেছেন ।

শ্রীরূপের প্রার্থনা - একদিন কুঞ্জে যুগল বসিয়াছেন । পরস্পরের প্রতি পিছন দিয়া বসিয়াছেন । প্রণয়মান হেতু দুজনেরই মনে আছে - "আমি আগে কথা বলিব না" । কিন্তু উত্কণ্ঠা প্রবল মিলিতে পারিতেছেন না । শ্রীরূপ স্বরূপের আবেশে স্বামিনীর নিকটে দাড়াইয়া আছেন, স্বামিনীর মানও থাকে, অথচ মিলন করাইতে হইবে । লালজীর নিকটে বলিতেছেন - "তুমি আমাকে চোখ ঠেরে কি বলিতেছ! আমি স্বামিনীকে অনুরোধ করিতে পারিব না! উভযে মনে করিলেন - "কাজ হ'যেছে" । হাসিমুখে কথা বলিতে লাগিলেন । অলীক উক্তির দ্বারা কি অপূর্ব সেবা করিলেন! । "তোমাদের দুজনের সুখের জন্য আমরা সব করিতে পারি! |

অভীষ্টবস্তুর 'অধোক্ষজ' হইলে অর্থাৎ ইন্দ্রিযে অগ্রাহ্য হইলে ইন্দ্রিযের সাফল্য কোথায়? | লীলাশুক বলেছিলেন - 'তুমি মুনিগণের বাক্যেরও অতীত, কেবল ব্রজবধূগণের দর্শনীয় । কোন গুণে আবার প্রাকৃত নয়নের গোচর হইলে? । তাহার গন্ধ ফেলালব আদি না পাইলে কি ভক্ত হইলাম? । স্বামিনীর চরণে আমার সর্বস্ব । "আমার" বলিতে জগতে আর কিছু নাই । পুত্রের পিতা, স্ত্রীর স্বামী, এই সব আবেশ লইয়া কি করে স্বামিনীকে মুখ দেখাব? কাছে যাইতে লজ্জা হবে । আমাদের উচ্ছিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিতে লজ্জা হয় । কৃপা ছাড়া আর গতি নাই । সেবা করিতেছি, সেব্য যদি সুখী হন, তবে কত আনন্দ । শ্রীরঘুনাথ সেই সেবারসে মত্ত । দিব্যনিধি বৃন্দাবনে আছে । শ্রীধামের কৃপায় লাভ হবে ।

সখীদের সঙ্গে নর্মপরিহাস পরায়ণা স্বামিনীর নিকটে তুলসী এলেন । বিচিত্র পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ অপূর্ব শয্যারচনা করিয়াছেন । "স্বামিনি! অনেক ক্ষণ হইয়াছে, চল একটু ঘুমাইবে" । কি মমতা! কত আদরের দাসী! সখীরা বলিতেছেন - তুলসীর মত ভালোবাসিতে আমরা

জানি না। বিশ্রামের কথা ভূলে গেছি। তুলসী স্বামিনীর হাত ধরে নিযে শয্যায় শয়ন করালেন। নীলবাতি জ্বলিতেছে। সেই সাদৃশ্য আছে বলে চোখ জুড়ায়। তুলসীর রচিত কেলিতল্পে শয়ন করিয়া স্বামিনী সুখী। কেলিতল্প কুঞ্জে হয়, এখানে কেন? । তন্দ্রায় স্বামিনী দেখিতেছেন - শ্যাম এসেছেন। স্বাপ্নিক ভোগ। 'স্বপনেন - ন তু নিদ্রয়া'। স্বপ্নাবেশে লীলার ভোগে কি অপূর্ব শয়নভঙ্গী! কেমন চরণবিন্যাস। স্বপ্নেই কথা বলিতেছেন। মুখেও হাসি প্রকাশ হইতেছে। স্বামিনীর প্রেমের আকর্ষণে কোন অবস্থাকে শ্যাম পরিহার করেন না। পরে বৃন্দাবনে মিলন হইলে শ্যাম স্বামিনীকে বলিতেছেন - আমায় তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে? আমিও দেখেছিলাম"। তুমি আমার নিকটে এসেছ। ধন্য আমাদের শ্যাম, ধন্য আমাদের স্বামিনী! আমার রচিত শয্য সম্যক্ বিভূষিত করিবে?। শ্রীরূপ ও তুলসী উভযেই শোভা দেখিতেছেন আর চরণ সম্বাহন করিতেছেন ||৫৪||

সম্বাহযিষ্যতি পদৌ তব কিঙ্করীযং
হা রূপমঞ্জরীরসৌ চ করাম্বুজে দ্বে।
যস্মিন্ মনোজ্ঞহৃদযে সদযেঽনযোঃ কিং
শ্রীমান্ ভবিষ্যতিতরাং শুভবাসরঃ সঃ ||৫৫||

শ্রীরঘুনাথ বিরহে ব্যাকুল। অতি নিবিড় স্বরূপের আবেশ। স্বামিনীর চরণ ছাড়া আর কোথাও লক্ষ্য নাই। আচার্যপাদগণ আমাদের আদর্শ। তাহাদের আনুগত্য জীবন গঠিত করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরগণের প্রত্যেকের জীবন পবিত্র। ত্যাগী বা গৃহী, উভযের জীবনই আসক্তিশূন্য। আজ ভজন করিব কিছুদিন পরে অনুভব হইবে, এমন নহে। যখনই ভজন, তখনই অনুভব। তখনই বৈরাগ্য। দেহাবেশ থাকাতেই আমি যে রাধারাণীর কিঙ্করী, তাহা

বুঝিতে পারিতেছি না। মায়ার সম্পর্কই ভালো লাগে। উঁটের মত ক্ষত চিবাইতে চিবাইতে মুখ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তাহাও ভালো। অম্রপল্লব খাইবে না। মায়ার প্রভাবে জ্বলে পুড়ে মরছি, তাই ভালো, কিন্তু ভক্তিরসের আস্বাদন করিব না। তাহার সেবাই সুখ, সেবার অপ্রাপ্তী দুঃখ। ভগবানের সঙ্গে প্রেম কর, প্রসাদী হইলে ঐ প্রেম বিশ্বজগতে ছড়াইয়া পড়িবে।

স্বামিনীজী উত্তম শয্যায় শয়ন করেছেন। চাদরটি শ্যামবর্ণ। শ্যামবর্ণে স্বামিনীর অত্যধিক প্রীতি। শুইযে শুইযে লালকে স্বপ্নে দেখিবেন। শ্রীরূপ ও তুলসী কত সৌহার্দ্য।

ওখানেও যেমন, এখানেও তেমন। শ্রীরূপের 'ললিতমাধব' দেখিয়া রাধাবিরহ স্মরণে শ্রীরঘুনাথ উন্মত্ত হইয়াছিলেন। জীবন যায়। তখন শ্রীরূপ তাহার জীবন রক্ষার জন্য শ্রীদানকেলিকৌমুদী রচনা করিয়া তাহা দিয়া সান্ত্বনা দান করেন।

শ্রীরূপ ও তুলসীমঞ্জরী শয্যায় উঠিয়া স্বামিনীর সেবা করিতেছেন। সঙ্কোচ নাই। 'মনোজ্ঞে' সম্বোধন করিতেছেন। 'মনঃ জানাতীতি মনোজ্ঞ' কিম্বা সুন্দরী। অঙ্গে অঙ্গে কত মাধুরী। কান্তির ছটায় শ্যামসুন্দরকেও গৌর করিয়াছেন, মহাভাবেরও সারাংশময মূর্তি। জগতের কান্তির সঙ্গে তুলনা হয় না।

অপূর্ব শয্যায় নীলচাদরের উপরে শয়ন করেছেন। যেন রসের সরোবরে রাজহংসী। স্বপ্নের ভিতরে স্বপ্নবিলাস। কথা বলিতেছেন, হাসিতেছেন, পাশমোড়া দিতেছেন। শ্রীরূপেরই চরণসেবা | তবু এত সৌহার্দ্য তুলসীর উপরে তাহাকে চরণসম্বাহনের আদেশ দিয়া স্বযং করকমলসম্বাহন করিতেছেন। স্বামিনী স্বযংই তুলসীর কোলে চরণ উঠাইয়া দিতেছেন। তুলসী বক্ষে লইয়া সেবা করিতেছেন। এই কথা বলিতেও সুখ। বাস্তবিকই যাহার হইযেছে, তাহার বা কেমন সুখ। প্রতি অঙ্গে কত শোভা, মহাভাব। স্বপ্নে রসরাজকেই দেখিতেছেন। স্বামিনীর স্বপ্নময় শ্যাম। স্বপ্নের মধ্যে আস্বাদন। স্ফুরণের বিরাম হাহাকার। আবার অন্যলীলার স্ফুরণে আস্বাদন ||৫৫||

তবোদ্গীর্ণং ভোজ্যং সুমুখি কিল কল্লোলসলিলং
তথা পাদাম্ভোজামৃতমিহ ময়া ভক্তিলতয়া ।
অযি প্রেম্না সার্দ্ধং প্রণয়জনবর্গৈর্বহুবিধৈ
রহো লব্ধব্যং কিং প্রচুরতরভাগ্যোদয়বলৈঃ ||৫৬||
ভোজনাবসরে দেবি স্নেহেন স্বমুখাম্বুজাৎ ।
মহ্যং ত্বদ্গতচিত্তায়ৈঃ কিং সুধাস্ত্বং প্রদাস্যসি ||৫৭||

বিচিত্র পালঙ্কে স্বামিনীকে শয়ন করাইয়া শ্রীতুলসী চরণ ও শ্রীরূপ করসম্বাহন করিতেছেন । স্বামিনী নিদ্রিতা । স্ফুরণে নিজের চেষ্টা নাই । হৃদয় যোগ্য হইলে তাহাতে লীলা প্রবাহ স্বযংই এসে উপস্থিত হন । কোন বাধা যদি না থাকে । রজোগুণ, তমোগুণ এমন কি সত্ত্বগুণও স্মরণের বিঘাতক । গুণময় অন্তঃকরণে স্বচ্ছন্দে লীলাস্ফুরণ হয় না । গুণাতীত সাধনে তাহা হবে । মন স্থির হইয়া যায় । শ্রীকপিলদেবের উক্তি - "ভক্তির দ্বারা চিত্ত-মন অপহৃত হয়" । কিছু আস্বাদন যিনি পেযেছেন, তিনি বুঝিবেন । মায়াতে মন রুক্ষ হয় । অভীষ্টচরণে থাকিলে মনের কোমলতা বুঝা যায় । লীলার কৃপায় এমন অবস্থা আসে । ভূলিতে চাহিলেও ভূলা যায় না । আমাদের বিপরীত । সংসার ভূলিতে চাহিলে ভূলিতে পারি না । ভাবপূত অন্তর হইলে পবিত্রতা আসে । রাধাকৈঙ্কর্যের কি কোমলতা! । কি মধুময় তাহাদের হৃদয়! । শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপায় রঘুনাথ ডুবিয়াছেন । আত্মাতে রাধাকিঙ্করীর অভিমান । দেহ ত ক্ষণভঙ্গুর! | নিজেকে চিনিলাম না । দেহাবেশ, কত মাতামাতি । অনুভূতির লাভের জন্য প্রাণ কাঁদিবে । আমার এমনি দুরবস্থা! উত্তম জেনেও গ্রহণ করিতে পারিলাম না ।

স্বামিনী নিদ্রিতা, দাসীরা ভোজন করিবে । শরণাগত না হইলে রাস্তা মিলে না । স্বামিনীজীর ভোজনাবশেষ ভোজন করিবেন, কি সৌভাগ্য! কুল্লোলসলিল পান করিবেন । চরণকমল প্রক্ষালনের জল

ধরা থাকে, তাহাই পান করিবেন। স্বামিনী করুণার বশে খাইতে খাইতে দাসীর মন জেনে তাহার দিকে তাকাইয়া কিছু ফেলে দিলেন। তাই 'উদ্গীর্ণ ভোজ্য'। দাসীরা তাই ভোজন করিবেন। প্রণযিজন সহ মিলিত হইয়া অর্থাৎ সখী-মঞ্জরী একত্র হইয়া ভাগ করে করে ভোজন করিতেছেন। পরিবেশন যিনি করিতেছেন, তাঁহাকেও অন্যোন্যে খাওয়াইতেছেন। 'সুমুখি' সম্বোধন। "যেন ভালো হয় নাই"। এই ভঙ্গীতে ফেলে দিতেছেন। কি শোভা!

স্বামিনীর প্রেম নিজের প্রতি ভোগ করিতে হবে। ধ্যান যেন মূর্ত হইয়া যায়। স্বামিনীর স্মরণ সর্বোপরি আনন্দময়। জগতের সব দুঃখদায়ক। ভক্তের কাতর প্রার্থনা। আমায় আর সংসারে ফেলে রেখো না। তোমার বিস্মৃতি শেল হৃদয় বিদ্ধ হইয়া আছে। জগতের আর্বর্জনার মধ্যে আর কতদিন পড়ে থাকিব?। মায়াকে ভূলে যাব স্বামিনীর চরণনখজ্যোতিতে!"।

সোনার ডাবর। দাসী জল দিতেছেন। কল্লোলসলিল। স্বামিনী বলিতেছেন - "পা ধোয়াযে দে" চরণপ্রক্ষালণ হইবে। পাত্রে প্রক্ষালনের জল। প্রত্যেকটা অঙ্গুলীর নখরের কি অপূর্ব শোভা! ধোয়াইয়া মুচ্ছিয়া দিলেন। আত্মপরিচয় দিতেছেন। "আমি তোমার ভক্তিলতা। তোমার অধরামৃত, চরণামৃত ছাড়া আর কিছুই পাবো না। ভোজ্য পেয় ইহাই হ'বে। তোমার সেবিকা তোমার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই চায় না!" ||৫৬||

ভোজন করিতে করিতে কোন অবসরে স্বমুখাম্ভোজ হইতে স্নেহবশতঃ পরিবেশনকালে দেখে নিযে মুখে অধরামৃত দিতেছেন। প্রেমের দ্বারা বুঝিব বড় আদরের দাসী। কত ভালোবাসেন, কত স্নেহ করেন, চিন্তা কর। আর কাহারো প্রেম ভালো লাগিবে না। সেব করিতেছি, কাছে আছি, স্বামিনী হয়ত বুকে টেনে নিযে চুম্বন দিলেন চর্বিত তাম্বূল দিলেন। ধন্য আচার্যপাদগণ! স্বামিনীর সেবা গোপ্য বস্তু

। আমার প্রতি কত স্নেহ! | অকপটে বলিতেছি, মন তোমার চরণেই বিক্রীত । কেউ নেই তোমা ছাড়া । যাহার কেউ নেই, তাহার প্রতি স্নেহ স্বাভাবিক । স্নেহাধীন হঞা তাহাকে মুখে দিযেছ ভোজ্যদ্রব্য । সুধা হইয়া গেল অমর হ'যে গেলাম" । সমর্পণ সিদ্ধ হয়, গ্রহণ করিলে - অঙ্গীকার করিলে । স্নেহের চেষ্টায় ইহা বুঝা যাইবে । সুধাপানে অটুট আবেশ কখনও নষ্ট হ'বে না ||৫৭||

অপি বত রসবত্যাঃ সিদ্ধযে মাধবস্য
ব্রজপতিপুরমুদ্যদ্রোমরোম ব্রজন্তী ।
স্খলিতগতিরুদঞ্চত্স্বান্তসৌখ্যেন কিং মে
ক্বচিদপি নয়নাভ্যাং লপ্স্যসে স্বামিনি ত্বম্ ||৫৮||

অনুভব যত বৃদ্ধি পায়, উত্তরোত্তর আশা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আশা অমৃত, জীবনের অবলম্বন । স্বরূপের আশা প্রবল হবে । স্বরূপের আবেশ যেখানে, সেইখানে কাম-ক্রোধাদি ভাব বাধা দিতে পারে না । তাহাদের ঘরে আগুন । রাধাকিঙ্করী আমি - এই আবেশ বহু অনর্থ সরিয়া যায় । মিলনের সুখ অনুভব করিবার আমার শক্তি নাই । ইহা বৃহদ্ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন । বিরহই তোমার সাধন । যাহার বিরহের অনুভব নাই, তাঁহার মিলনের আকাঙ্ক্ষাও নাই । স্বরূপের আবেশে জাগিবে - "কবে পাব?" । প্রপঞ্চজগতের পুত্রাদির বিরহে এমন অবস্থা হয়, কাহারও সহিত কথা বলে না, নির্জনে বসিয়া বসিয়া কাঁদে । অর্থের অভাবে লোকে পাগল হয় । অভীষ্টের জন্য কবে পাগল হব? সেই অবস্থা হইলে স্বামিনী আর দূরে থাকিতে পারিবেন না । শয়নে স্বপনে জাগরণে শ্রীরাধা পাদাম্বুজ হৃদযে জাগিবে । কেমন করে মন দিব? । কোন দিন ত অনুভব করি নাই! মন তো বসে না? । নিজেকে দাসী বলে চিনিতে পার নাই তাই । সম্বন্ধ অনুভবে সবই জাগিবে ।

ভজনটি অনায়াসে হ'বে। স্বভাবে পরিণত হ'বে। কোন জোর জুলুম করিতে হ'বে না। "আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব"। পরব্যসনিনী নারীর (ব্যভিচারিণী) মত ভক্তেরে মন হইবে। কোন প্রকারে সংসারের কাজ সমাধা করিয়া সেইখানে ছুটে। ভক্তও তেমনি চট্‌পট্‌ করিয়া বৈষয়িক কাজ মিটাইয়া শ্রীরাধা পাদপদ্ম বুকে লইয়া নির্জনে বসে। জগতের সকলই আমাকে "আমার, আমার" করিবে, আমি কিন্তু তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বামিনীর চরণে ধ্যানও তাহার রূপ, গুণ, লীলাদির চিন্তা করিব। সংসার থেকে ফাঁকি দিতে হইবে। শ্রীগুরুদেব আমাকে যে সম্বন্ধের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছেন তাই সার করিব। সব উলটপালট হইয়া যাক্‌ - আমার ভজন চলিবেই। ধৈর্য ধারণ করিবে, প্রতীক্ষা নিয়ে থাকিবে, একদিন অবশ্য কৃপা হবে। ভক্তি আমার প্রতি প্রসন্ন হইতেছেন কি না, সেইদিকে লক্ষ্য নাই। আচার্যগণ পরস্পরের ভজনের সহায়তা করিতেছেন। ভজনে গোলমাল হইলে সমাধান করিয়া দিতেছেন। "উৎসাহান্নিশ্চয়দ্ধৈর্যাৎ" ইত্যাদি দ্বারা ভক্তি প্রসন্ন হন। তুলসী "স্বামিনী" সম্বোধন করিতেছেন। ব্রজপতিপুরে রন্ধনার্থ যাইতেছেন। এই সম্বোধনটি কত মিষ্টি! কত গম্ভীর। ওদের মন দিয়ে বুঝিব। ব্রজরাজ মালিক। শ্রীকৃষ্ণের সব ভার তাহার উপরে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজকুমার। সংসারের চিন্তা করিতে হয় না, নিশ্চিন্ত বিলাসী। ভগবান্‌ বিলাসী, লীলারসে ডুবে আছেন। লীলা পুরুষোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম নহেন। তিনি বলেন "আমি যাহার সঙ্গে খেলি, তাহাদের সঙ্গে হইলে তোমার সঙ্গেও খেলিব। আমি খেলার ভগবান্‌। লীলার দ্বারা পুরুষোত্তম। পূর্ণতম খেলা এত ভালো লাগে নিত্যনৌতুন খেলায় মত্ত।

স্বামিনীর বুকের সুখ, তুলসী অনুভব করিতেছেন। তোমার মনের পর্দা আমার কাছে খুলে যাবে। কিছু লুকানো থাকিবে না। আনন্দে বিহ্বল, তাই মধ্যে মধ্যে গতির স্খলন পাইতেছেন। আমি তাহা দেখিব। কুন্দলতার সঙ্গে সব চলিয়াছেন - যেন চাঁদের বাজার। গ্রামের

মধ্য দিয়া যাইতে ঘোমটা ছিল । বনে এসে ঘোমটা আর নাই । কুন্দলতার সহিত হাস পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছেন । কুন্দলতা একটু আগে । দুই পাশে ললিতা-বিশাখা সখী, পশ্চাতে তুলসী আর সখী-মঞ্জরীগণ ঘেরিয়া চলিয়াছেন । স্বামিনীর গমন কত মধুর, চরণে নূপুর বাজিতেছে । সকল পথ আলো করিয়া চলিয়াছেন । এমন তোমাকে কি কোন দিন দেখিতে পাব? ||৫৮||

পার্শ্বদ্বযে ললিতায়থ বিশাখয়া চ
ত্বাং সর্বতঃ পরিজনৈশ্চ পরৈঃ পরীতাম্ ।
পশ্চান্ময়া বিভৃত ভঙ্গুরমধ্যভাগাং
কিং রূপমঞ্জরীরিযং পথি নেষ্যতীহ ||৫৯||

স্ফুরণে, স্বপনে, স্মরণে শ্রীরাধারাণীর সান্নিধ্যের উপলব্ধি হইতেছে । রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ অনুভব হইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাক করিবার জন্য স্বামিনী শ্রীনন্দীশ্বরে চলেছেন এই স্ফুরণ হইতেছে । বড় আনন্দ । প্রেমের স্বভাবই এই - শ্রীকৃষ্ণ সুখৈকতাৎপর্য । সুখময় শ্রীকৃষ্ণকে সুখ আস্বাদন করান স্বামিনীজী । তাহাকে সুখী করিতে চাই, এমন জন খুব কম । ব্রজের বাহিরে সকলেই সুখী হইতে চায় । ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিবার জন্য সকল চেষ্টা । সুখময়ের কাছ থেকে সুখ না চাহিয়া তাঁহাকে সুখী করা । নিজের সুখ সর্বতোভাবে বিসর্জ্জন দিতে হবে । ব্রজে যে প্রেমিক অনেকই আছেন, কিন্তু কাহার প্রেমের মহিমা অনুভব করিতে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হযেছে? । কাহারও নয় । কেবল স্বামিনীর । গৌর হইয়াও সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন, তাহা বুঝা যায় না । অনাদি কাল পর্যন্ত আস্বাদন করিবেন - তা' না' হ'লে গৌরলীলার নিত্যত্ব থাকে না । শ্রীভগবানও সীমা পাইলেন

না । প্রেমের মূর্তি শ্রীস্বামিনীজী, তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলে সার্থকতা ।

"রাগের ভজন পথ, কহি এবে অভিমত,
লোক বেদ সার এই বাণী ।
সখীর সঙ্গিণী হইয়া ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া,
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণি" ।

প্রাণ জুড়াবার আর অন্য উপায় নাই । অপূর্ব এই রাধারাণীর প্রেমগৌরব । শ্রীগৌরসুন্দর নিজ বক্ষে রাধাপ্রেম ধারণ করেন । যে জগতকে চোখে অঙ্গুল দিযে দেখালেন, এমন প্রেম বিশ্বে বা কোন ধামে আর কোথায়ও নাই । তবুও না বুঝিলে এবার বঞ্চিত হইলাম । আনন্দিনীশক্তি শ্রীরাধার অধীন কৃষ্ণ । শক্তিমান শক্তির পরিপূর্ণ অধীন । তত্ত্বানুশীলনেও বুঝা যায় । শ্রীজয়দেব লিখিতে একটু সঙ্কোচ করেছিলেন । নিজে শ্রীজয়দেবের মূর্তি ধরে লিখিলেন - "দেহি পদপল্লবমুদারম্" । বিশ্ববাসী জানুক - "আমিও জানিতে চাই শ্রীরাধা সর্বপালিকা, সর্ব জগতের মাতা । অতএব মহিমার আধিক্য আছেই । প্রেমঘনিভূত মূর্তি শ্রীরাধা । শ্যামসুন্দরের সেবার জন্য কি ব্যাকুলতা! স্বযং সেবা করিতেই খুব উল্লাসবতী । খুব তৃপ্তা হন । যেখানে প্রেম আছে, তিনি নিজের হাতে সেবা করিবেন । কাহারও উপরে ভার দিবেন না । শত শত দাসী থাকিতে মা যশোদা নিজের হাতে দধিমন্থন করিতেছেন । শ্রীনন্দমহারাজ গোদোহন করিতেছেন । স্বযং পাক করে ভোজন করাইবেন এই আনন্দে বিভোরা - তাই স্খলিতগতি । দুর্বাসার বরে স্বামিনী অমৃতহস্তা । কীর্তিদা মা একদিন সপরিকর ব্রজরাজকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাধারাণীর পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি ব্রজরাজকে ভোজন করাইয়াছিলেন । মা যশোদা আস্বাদন করিয়া সখী কীর্তিদাকে বলিয়া গেলেন - "আমার কৃষ্ণ তোমার লালীর হাতের অন্ন ছাড়া আর কাহারো হাতে খেযে সুখ পাবে না" ।

কুন্দলতার সঙ্গে স্বামিনী চলিয়াছেন । দুইপার্শ্বে ললিতা বিশাখা । চতুর্দিকে অন্যন্য সখীগণ । তুলসী স্বামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষীণ এবং

ভঙ্গুর মধ্যভাগকে ধারণ করিয়া চলিয়াছেন । সাধকগণকেও শিক্ষা দিতেছেন "তোমরাও স্বামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিরন্তর থাকো" ।

সেব্যের সান্নিধ্য চাই । "শ্রীনাম করিতেছি, শ্রীগৌরসুন্দর (শ্রীনামের পাগল) শুনিতেছেন । শ্রীরাধামাধব শুনিতেছেন । সান্নিধ্য চাই । শ্রীনাম শুনিতে তাহারা চলে আসিবেন ||৫৯||

হম্বারবৈরিহ গবামপি বল্লবানাং
কোলাহলৈর্বিবিধবন্দিকলাবতাং তৈঃ ।
সম্ভ্রাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসূনো
র্গোবর্ধনাদপি গুরুর্ব্রজবন্দিতাদ্যঃ ||৬০||
প্রাপ্তুং নিজপ্রণযিণী প্রকরৈঃ পরীতাং
নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্রমহালযং তম্ ।
দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা
ত্বামানযিষ্যতি কদা প্রণযৈর্মমাগ্রে ||৬১||

স্বরূপের আবেশের স্মরণে বা স্ফুরণে স্বামিনীর সেবারসের আস্বাদন চলিতেছে । শ্রীস্বামিনী নন্দীশ্বরে যাইতেছেন । ব্রজরাজের ভবন, শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান, বড়ই প্রিয় । ধেনুগণের হম্বারবে এবং বন্দীগণের কোলাহলে মুখরিত । শ্রীগোবর্দ্ধনের হইতেও শ্রেষ্ঠ ।

গোপুরদ্বারের নিকটবর্তি হইয়াছেন কিঙ্করীগণ দেখাইতেছেন । স্বামিনী যেমন উৎকণ্ঠিতা, শ্যামও তেমনি । গোদোহনান্তে সখাগণের সঙ্গে খেলিয়া পুরদ্বারে দাড়াইয়াছেন ।

শ্রীভগবানের হৃদযে সেবকের সেবা লইবার জন্য উৎকণ্ঠা না হইলে তবে কি ভালো লাগে? ভগবান্ আমাকে চান, এই চিন্তা কত মধুর । স্বার্থপরতাপূর্ণ ভজনের সৌন্দর্য নাই । ভজন সুন্দর হবে তখনই, যখন তাহার সুখের অনুসন্ধান থাকিবে । ভজন পরিপাটিতেই এইভাব আসিবেই । তাহার কি অভাব আছে, তাহা দেখিব এবং পূরণ করিব ।

শ্যামের প্রতি অঙ্গে উৎকণ্ঠা । কি এক বস্তু আস্বাদনের জন্য প্রতীক্ষা । শীতকাল । ভালো একখানি ওড়না গাযে আছে । কি অপূর্ব মাধুর্য! । শ্রীরূপমঞ্জরী পথ দেখাইয়া নিযে আসিতেছেন । তুলসী পশ্চাৎ পশ্চাৎ । স্বামিনীজীর কাছে না থাকিলে ভজনের বিচ্যুতি । সর্বদা কাছে কাছে থেকে কিছু সেবা করিতে হইবে । কিঙ্করী বলিতেছেন - "ঐ দেখ! নন্দীশ্বরের পুরদ্বারে" (শ্যামসুন্দরকে দেখাইয়া) । শ্যামকান্তিতে আলো করিয়া আছে । স্বামিনীর মনে - "আমার জন্য ভুবনমোহন শ্যাম দাঁড়িযে আছেন" । শ্যামের ব্যাকুলতা জেনে মুখখানি শ্যামকে ভালো করে দেখাইযে বাম হাতে ঘোমটা টেনে নিলেন । ধ্যানের ছবি । কেমন করে বস্ত্রের প্রান্তদেশ ধরেছেন, যেন শ্যামের মানস-অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন । চূড়ির কি মধুর শব্দ! মহাভাবের হাতখানি, অঙ্গুলিগুলি চম্পককলিকা নিন্দিত, এখন আর জোরে চলিতে পারিতেছেন না । হৃদযের ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে । বলিতেছেন - "সখি! আমি শীঘ্র চলিতে পারিতেছি না, পথে বড় কঙ্কর!" । কুন্দলতা পরিহাস করিতেছেন - "পাযে লাগছে না মনে লাগছে?" । নয়নে নয়নে মিলন হইয়াছে । মাধুর্য সাম্রাজ্ঞী চলিয়াছেন । ভাবের প্লাবনে সব ছেযে গিয়াছে! । নয়নের ভঙ্গীতে নাগরও উন্মত্ত ।

মিলনেই সাধ্য । মিলন এবং বিরহ সব অবস্থায় সেবা করিতে হইবে । প্রেমিক সেবিকা সব জায়গায় সর্বদা স্বামিনীর সঙ্গে থাকিবেন । দাস গোস্বামী বলিতেছেন "আমি যদি শুনি আমার স্বামিনী বিরহে অধীরা হইয়া দ্বারকায় চলে গেছেন, আমিও সেখানে যাব!" । স্বামিনীকে আগে ভালোবাসো, তারপর তাহার রূপ, গুণ, লীলাদির আস্বাদনময় ভজনপরিপাটি চলিবে ||৬0||

স্বামিনী ব্রজরাজপুরে প্রবেশ করিলেন । সপ্তকক্ষা । এখন কথাবার্তা বেশী নাই । নূপুর কিঙ্কিণীর আদির ধ্বনি হইতেছে । লালজীর কানেও অমৃতসিঞ্চন করিতেছে । রাধারাণী ধনিষ্ঠার জীবন । "রাধা এখনো এলো না" বলিয়া ঘর বাহির বারম্বার গতাগতি করিতেছেন । যেই

দেখা - অমনি ছুটিয়া আসিতেছেন বলিতেছেন - "এত দেরী কেন? তোমায় না দেখে কত কষ্ট পাই" । স্বামিনী বলিতেছেন - "আমি যে পরাধীনা" । ব্রজেশ্বরীকে প্রণাম করিলেন । ভক্তিলতা স্বামিনী । মা উঠাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন । চিবুকে হাত দিয়া পুত্রবধূর মতই কত লালন, শ্রীমুখদর্শন, চুম্বন, মস্তকের আঘ্রাণ । মাযের বিশুদ্ধ বাৎসল্যস্নেহে স্বামিনী যেন গলে গিয়াছেন । বুকের মধ্যে লাগিয়া থাকিলেন । বলিলেন - "মা! আমিও তো তোমারই" । মাযের আজ্ঞা লইয়া অলঙ্কার খুলিয়া ওড়না রাখিয়া দু'তিনখানি অলঙ্কার গাযে রাখিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলেন এবং রন্ধন করিতে লাগিলেন ||৬১||

প্রক্ষাল্য পাদকমলে কুশলে প্রবিষ্টা নত্বা
ব্রজেশমহিষীপ্রভৃতীর্গুরূন্তাঃ ।
হা কুর্বতী রসবতীং রসভাক্ কদা ত্বং
সংমজ্জযিষ্যসিতরাং সুখসাগরে মাম্।৬২।

স্বরূপের আবেশে সেবার স্ফুরণ, বিরামে প্রার্থনা । "অযি কুশলে! মঙ্গলময়ি স্বামিনি! । চরণ প্রক্ষালন ক'রে ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি গুরুজনকে প্রণাম করে পাকশালায় প্রবেশ করেছে । রসময়ী তুমি । রসবতী পাকশালাকেও রসবতী করে আমাকেও সুখের সাগরে ডুবাইয়া দিবে" । পাকশালায় রসাস্বাদনের কি আছে? শ্যামসুন্দর স্নান, বেশভূষা করে তাহার ভজনের ঘরে 'রাধামন্ত্র' 'রাধানাম' জপ করিতেছেন । স্বামিনীজীর ভজন করিতেছেন । সব সময়ের জন্য অভীষ্ট । সব ভূলিতে পারেন, তাঁহাকে নয় ।

এই সৌভাগ্য আর কোন কান্তার নাই । এমন ভগবানই আমাদের উপাস্য । ইনি লীলাবিলাসি । ভারহরণ, অসুর-মারণ ইত্যাদি বিষ্ণুর দ্বারা হয় । সৃষ্টির আদির ভার কর্মচারীগণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়া কুঞ্জে কুঞ্জে রাধা সনে বিহার করিতেছেন । খেলিতে খেলিতে লতাপীঠের প্রেমের সঞ্চার । বংশীগানে শুষ্কতরুলতা মঞ্জুরিত করিতেছেন । প্রস্তর গলাইয়া দিতেছেন । বিলাস হইতে বের করে আমরা ভগবানকে দেখিব না । মহাপ্রভু আমার স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধরে গম্ভীরায় বসে বসে তীব্র বিরহে কাঁদিতেছেন । সেই ভাবানুরূপ নাম অথবা কৃষ্ণকর্ণামৃতের একটি শ্লোক কীর্তন করিলেই তাহার সেবা হ'বে । প্রতাপরুদ্র গোপীগীতের একটি শ্লোক গান করিয়া প্রভুর কৃপা লাভ করিলেন । আস্বাদনের আসনে বসাইয়া তাহার দিকে দেখ । তাহাদের প্রাণ যা'চাই তাই দিতে হবে ।

শ্যামসুন্দর বেশ ভূষায় সজ্জিত হইযে পাকশালার কাছ দিযে যাছেন । স্বামিনীজীউ পাক করিতেছেন । মাথায় কাপড় ঠিক নাই । বেশভূষা আলুলাযিত । জানলা দিযে দেখিলেন । লালজীর চরণ চলে না । "পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাৎ!" । ধ্যানের বস্তু মিলিয়া গিয়াছে । শ্যামের দর্শনানন্দে বিপুলায়ত নয়ন । স্বামিনী হঠাৎ দেখিয়া ফেলিয়াছেন । লজ্জিতা মাথায় কাপড় দিতে পারিতেছেন না । তুলসীকে ইঙ্গিত করিয়া, তুলসী মাথায় কাপড় দিয়া দিলেন । তুলসীকে নয়নেঙ্গিতে ধমক দিতেছেন - "তুই দেখিস্ নাই? বলিস্ নাই কেন? । তুলসী - "দেখি নাই, বাটনা বাটছিলাম" । মূলকথা নাগরেন্দ্রের প্রার্থনায় তুলসী বলেন নাই । নয়নে নয়নে মিলন । নয়ন ইঙ্গিতে স্বামিনী বলিতেছেন - "ছোট মা আছেন, এখন যাও" । নাগর ইঙ্গিতে বলিলেন - "আবার দর্শন পাব না?" । ইঙ্গিতে "হাঁ" । নয়নের ইসারায় শ্যাম মুগ্ধ । শ্যামসুন্দরের মনে - "আহা! ভোজনের জন্য কত পরিশ্রম করিয়া রান্না করিতেছে । আগুনের নিকটে থাকায় মুখখানি লাল হ'যেছে । ঘামিয়াছে, দাসী মুখখানি মুচ্চাইয়া দিতেছে" । দৃষ্টিবিনিময় কতই মধুর! । স্ফুরণের বিরামে হাহাকার আবার অন্য লীলার স্ফুরণে আস্বাদন ||৬২||

মাধবায় নতবক্ত্রমাদৃতা ভোজ্যপেয়রসসঞ্চযং ক্রমাৎ ।
তন্বতী ত্বমিহ রোহিণীকরে দেবি ফুল্লবদনং কদেক্ষ্যসে ||৬৩||

পূর্বশ্লোকের কথা - শ্যামসুন্দরের দর্শনে উভযেরই মনে অপার আনন্দলাভ হইয়াছে । তাহাতে পাকশালা রসবতী পর্যন্ত রসবতী হইয়া গিয়াছে | এইভাবে কবে তুমি আমাকে সম্যক্ রূপে সুখের সাগরে মজ্জিত করা'বে" । সুখের কামনাও তাঁহাদের সুখে পর্যবসিত । "তোমাদের সুখে আমি সুখী হ'তে চাই । জগতের সকলেই সুখ চায় । কেবল রাধা-কিঙ্করীগণের আত্মসুখ নাই । কিসে তাহারা সুখী হইবে, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে সাধককে অগ্রসর হইতে হইবে । কামনার কোন দাগ ভজনে না থাকে । সাধনাসমযে প্রতিষ্ঠার কামনা ছাড়া যায় না । প্রতিষ্ঠারূপ চণ্ডালিনী বুকে থাকিলে সাধুপ্রেম সেখানে আসিবে না । প্রতিষ্ঠাশাকে ভয় করিতে হইবে, যথা মাধবেন্দ্রপুরী । নিষ্কাম ভজনে কত আনন্দ, তাহা সাধক জানেনা । সকাম ভজনে দুঃখ ।

রন্ধন করিয়া ক্লান্ত স্বামিনী বিশ্রাম করিতেছেন । রন্ধনের কাপড় ছাড়াইয়া হস্ত-পদ-গাত্রাদি ভিজা গামছা দিয়া মুছাইয়া বীজন করিতেছেন । ধনিষ্ঠা এক গ্লাস সরবত লইয়া আসিয়াছেন । "প্রিয়সখি! একটু সরবত খাও" । সুধা মিশানো সরবত । স্বামিনী পান করে আস্বাদে নয়ন মুদ্রিত হইতেছে । তারপর তাম্বূল সেবা ।

সকলেই আসিয়া ভোজনে বসিয়া । স্বামিনী একটু ঘোমটা দিয়া (লেলাটের একটু উপরে) ভাণ্ডার হইতে ভোজ্যসামগ্রী আনিয়া রোহিণীমাযের হাতে দিতেছেন । নতবক্ত্রা । লজ্জাবতী । দাউজী মহারাজ, মা ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি আছেন । লজ্জায় বদনমণ্ডল রঞ্জিত । নূপুর ও কিঙ্কিণী ধীরে ধীরে বাজিতেছে । শ্যামসুন্দরের জন্য ভোজ্যসামগ্রী কতই আদর করিয়া ধরে আসিতেছেন । রোহিণীমাযের হাতে হাতে আবার খালিপাত্র লইয়া চলিয়া যাইতেছেন । মুখখানা প্রফুল্ল । মর্যাদাবতী স্বামিনী । গুরুজন উপস্থিত । একটু না দেখে থাকা

যায় কি? । মাধবের তৃপ্তির জন্য । "মা" - লক্ষ্মী, তাহার পতি । "মা" - শোভা, তাহার পতি । শ্রেষ্টতমা তোমার লক্ষ্মী । শ্রীরাধারাণী দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী । কি শোভা! অনন্ত শোভার মূর্তি । শ্যামসুন্দর কোন ভঙ্গীতে দেখিতেছেন - অন্যের অলক্ষিতভাবে । রোহিণীমাযের পাশ দিয়া ভোজ্যসামগ্রী অর্পণকালে শ্যামের বদন দেখিয়া লইতেছেন । "কতই সুন্দর আমার প্রিয়তম" । কোনও লড্ডু খাইয়া শ্যাম বলিতেছেন - "মা! আচ্ছা লড্ডু । বরিয়া লড্ডু!" | রোহিণীমা অন্যত্র পরিবেশন করিতেছেন । মা যশোদা ডাকিয়া বলিতেছেন - "রাধে! ঐ লড্ডু নিযে এস!" । স্বামিনী এনেন । মা বলিতেছেন - "দাও না মা!" । হৃদযে অত্যন্ত উল্লাসের সহিত লজ্জাবতী স্বভাবে শ্যামসুন্দরের পাত্রে দিতে শ্যামসুন্দর হাত পাতিয়া লইলেন ||৬৩||

ভোজনে গুরুসভাসু কথঞ্চিন্মাধবেন নতদৃষ্টি মদোৎকম্ ।
বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মং মোদযিষ্যসি কদা মধুরে মাম্
||৬৪||

"অযি মধুরে! গুরুজনের সভায় মাধবদ্বারা বীক্ষ্যমাণা হইয়া তোমার শোভা হইবে" । স্বামিনী রোহিণীমাযের হাত দিয়া পরিবেশন করিতেছেন । বলদেবচন্দ্র আছেন, মা আছেন । কোনরকমে শ্যামসুন্দর তোমার দর্শন পেযেছেন । স্বচ্ছন্দ দর্শন হইতে পারে না, কিন্তু ঐ একটু দর্শনেই স্বামিনীর মুখের উত্কণ্ঠার ভাব সব অনুভব করিয়া ল ইতেছেন । তুমি নতদৃষ্টি মদোৎকণ্ঠিতা ।

তীব্র স্মরণে সাধকের মনে হয় "আমি অভীষ্টের নিকটেই আছি" । "স্মরণ করিতেছি" ইহা মনে থাকে না । ধ্যানের বিরামে ধ্যেয়বস্তু সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যাকুলতা আসিবে । একটু অনুভব পাইলে

তৃপ্তি আসা উচিত নয় । পিপাসা উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িবে, ততই প্রাপ্তি সন্নিকট হইবে । স্মরণ, ধ্যান, স্বপ্ন অপেক্ষাও স্ফুরণের বেশী ভোগ । স্ফুরণে অনুভব স্পষ্ট । চক্ষুদ্বারা তাকাইয়াই দেখা যায় । চক্ষু বুজে ধ্যানের ভোগ । বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই বৃন্দাবনে আসিয়া যেদিকে তাকাইতেছেন, সেদিকেই কৃষ্ণ । ধরিতে চান, পান না, তখন বুঝিলেন - ইহা স্ফূর্তি, বাস্তব নহে । ভজনে যাহার তৃপ্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার ভজন সুন্দর নয় । ভজনে নূতন জীবন গঠিতে হইবে । নিজের পরীক্ষা নিজেই করিতে পারিবে । ভজনের প্রভাবে স্বামিনী আসিতে বাধ্য । কাছে আসিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিবেন । তা'কে প্রাপ্তির জন্যই ভজন । তাহাকে প্রাপ্তির জন্যই শ্রীগুরুপদাশ্রয় । বুকটা সর্বদা কাঁদিবে । "অয়ি গান্ধর্বিকে! আমাকে তোমার গণে গণনা কর । আর্তস্বরে আচার্যপাদগণ কাঁদিতেছেন ।

ষড় রসের ভোজ্যসামগ্রী কিন্তু আমাদের সাতরকম; সঙ্গে শৃঙ্গররসও আছে । স্বামিনীজীর হাতে তৈরী জিনিষ । স্বামিনীজীর করকমলের স্পর্শে আস্বাদন । ভোজ্যদ্রব্য পাইতেছেন । ভোজ্যদ্রব্যের ভিতরে সপ্তম রসের পরিচয় দিতেছেন । "রসসঞ্চয়ং তন্বতী" - বিস্তার করিতেছেন । রসসঞ্চয় রোহিণীমায়ের করে দিয়া ছড়াইয়া দিলেন । দেওয়ার ভঙ্গীতে হাতের ভঙ্গী অপূর্ব! শ্যামসুন্দর বিভোর! স্বামিনীর অন্তরের ভাব আস্বাদন করিতেছেন । পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত । স্বামিনীজী বলিলেন - "আমার মুখে কমল বলিলি কেন? ভ্রমর কোথায়?" । মাধবের নয়নভৃঙ্গ বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না । ছোট্টদৃষ্টি কিন্তু ঐ একটু দৃষ্টিতেই সব পান করিলেন । মুখকমলের ভিতরে নয়নকমলদু'টিকেও ভোগ করিতেছেন । চারিচক্ষুর মিলন হইল । দৃষ্টিভঙ্গীতেই প্রার্থনা করিলেন । "একবার কি পাব না?" নয়নে নয়নে কথা নিরক্ষর বাণী । স্বামিনীও চাহিনীর দ্বারাই বলিলেন - "ব্যাকুল হইও না । মিলিবে" । উৎকণ্ঠায় ভোজনে অরুচি হইয়াছিল । এখন আশ্বাস পাইয়া ভোজন করিতে আরম্ভ করিলেন । দাউজী মহারাজের লক্ষ্য

নাই। তাঁহাকে, মাকে বঞ্চনা করিয়া স্বামিনীকে দেখিতেছেন। মাধুর্যের অপূর্ব প্লাবন। স্বামিনী আশ্বাস দিয়া শ্যামের প্রাণে শান্তি দান করিতেছেন।

আবেশ নিবিড় হইলে অভীষ্টবস্তুর অনুভবের জন্য পৃথক্ চেষ্টা করিতে হয় না। সাধনের প্রথম অবস্থায় স্বরূপের সঙ্গে দেহাবেশ মিশানো থাকে। সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় নিবিড় আবেশ আসে না। দেহাবেশ কিছু থাকে। দেহ-দৈহিকের সম্বন্ধের কথা মনে পড়ে। ভাবভক্তিতে জীবন্মুক্তি, দেহের আবেশ থাকেন না। প্রেমভক্তিতে গাঢ় স্বরূপের আবেশ সর্বদা থাকে। এবং লীলাদির ধারা খণ্ডিত হয় না। কিঙ্করীরা মহাভাবের কক্ষায়। মহাভাব স্বরূপিণীর ভাবের রীতি নীতির জ্ঞান না থাকিলে সেবা কি করিবে?। উপাসনাতে উপাস্যের অন্তরের খবর মিলে যাবে। সাসঙ্গ ভজন, বাহ্যভজন নয়। নরকের ভযে, শাস্ত্রশাসনে নয়। স্বভাবের ভজন। সংসারের কাজ যেমন স্বভাবে করিতেছি, কাহারও উপদেশ নয়, এখানেও তেমনি। ভজনের আরম্ভ হইতেই নিষ্কাম হইতে হইবে। সেবা করিয়া সুখী করিবার জন্য ভজন, আর কোন হেতু নাই। ভজনের উপরে প্রথম গাঢ আসক্তি চাই। ভজনীয় রাধামাধবের ভালোবাসা আপনই আসিবে। যাহাকে দেখি নাই, তাহার প্রতি কি করে প্রেম আসিতে পারে? তাই আগে ভজনকে ভালোবাসিতে শিখো!। পরিপাটির সহিত অনুষ্ঠান করিতে শিখো! প্রেম জোর করে হয় না। প্রেম স্বাভাবিক বস্তু। স্বামিনীজীর কৈঙ্কর্য ব্যতীত আর কিছুই ভালো লাগে না। আচার্যপাদগণের সকলেরই শ্রীরাধামাধবের মিলনের দিকে লক্ষ্য।

"বীক্ষ্যমাণমিহ তে মুখপদ্মম্"। "আমি দেখিতে চাই, গুরুজনের সামনে চাতুরী করে দেখিবে"। স্বামিনীর শ্রীমুখদর্শনের আস্বাদনের ফলে সুন্দর শ্যাম হইয়াছেন। স্বামিনীকেও 'মধুরে' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। শ্যামের দৃষ্টির স্পর্শে স্বামিনীর গণ্ড দু'টি প্রফুল্ল

। স্বামিনী তাহার গণ্ডে শ্যামের দৃষ্টির স্পর্শ অনুভব করিতেছেন । পারস্পরিক দৃষ্টিতে আস্বাদন । কিঙ্করীগণ তাহাদের আস্বাদন অনুভব করিতেছেন, যাহারা ভাবময় বৈভব বুঝেন, তাহাদের কাছে রাধামাধবের কিছুই গোপন থাকে না । দাসীর প্রেমের এই অদ্‌ভুত বৈচিত্রী । কুঞ্জে কি লীলা হইবে রাধামাধবের হৃদযে যাইবার পূর্বেই দাসীরা জানিয়া সেই কুঞ্জ সাজাইয়া রাখিয়াছেন । যুগলের চাতুরাক্ষিক মিলন । দাসী লক্ষ্য করেন, পরমানন্দে তাহাতে ডুবে । দাসীর মন কোথায়? । কেবল মিলনে ||৬৪||

অযি বিপিনমটন্তং সৌরভেযীকুলানাং
ব্রজনৃপতিকুমারং রক্ষণে দীক্ষিতং তম্ ।
বিকলমতি জনন্যা লাল্যমানং কদা ত্বং
স্মিতমধুরকপোলং বীক্ষ্যসে বীক্ষ্যমাণা ||৬৫||

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে যাইবেন, মাযের লালন - গোচারণ যাইতে দিবেন না । শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন - "মা! তোমার চরণধূলীর প্রভাবে কোন বিপদ থাকিবে না । আমায় চেড়ে ধেনুগণও বনে যায় না" । মাকে বুঝাইলেন । স্বামিনীজী দেখিতেছেন । শ্যামও স্বামিনীর প্রতি দৃষ্টি দিযেছেন । "তা'তে তোমার মুখে ঈষদ্ হাসি ফুটিবে । গোলাপী হাসি । ফুরফুরে হাসি । গোলাপের পাপড়ির মতো উড়ে যায় । স্বামিনী চোখে কথা কহিতেছেন - "কুণ্ডতীরে তোমাকে যেন পাই" । স্বামিনীর ঐ মুখারবিন্দ । সকলের নিকট হইতে ছাড়িয়া আনিয়া স্বামিনীর করে দেয় । ঐ মুখমণ্ডল কবে দেখিব? । কেবল মুখই দেখিব তা' নয়, সমস্ত মূর্তিখানি দেখিব? কি ভঙ্গিতে দাড়িযেছেন । শ্যামের চক্ষুর সহিত চক্ষু মিলাইয়া স্বামিনীকে দেখিব - তবেই ঠিক্ ঠিক্ আস্বাদন হইবে । স্বামিনীর নয়নের সহিত নয়ন মিলাইয়া ভাবের সহিত ভাব মিলাইয়া

শ্যামকে দেখিতে হইবে। তবে ঠিক্ ঠিক্ দেখা হইবে। এই আস্বাদনের অধিকারিণী একমাত্র রাধাকিঙ্করী। আস্বাদন যত আসিতেছে, ততই স্বামিনীর লাবণ্য, মাধুর্য প্রতি অঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতেছে। শ্যামসুন্দরের বনগমনের স্পৃহা জাগাইতেছেন ||৬৫||

গোষ্ঠেশয়াথ কুতুকাচ্ছপথাদি পূর্বং
সুস্নিগ্ধয়া সুমুখি মাতৃপরার্দ্ধতোঽপি।
হা হ্রীমতি প্রিয়গণৈঃ সহ ভোজ্যমানাং
কিং ত্বং নিরীক্ষ্য হৃদযে মুদমদ্য লপ্স্যে ||৬৬||

পূর্বশ্লোকে পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় স্বামিনীর সঙ্গে হইয়াছে। তাহার প্রার্থনা করা হইয়াছে। এখন স্বামিনী ভোজনলীলার দর্শনের প্রার্থনা করিতেছে। মা এখন স্বামিনীর ভোজনাদি বিষযে দৃষ্টি দিয়াছেন। মা ভোজন করাতে চাহেন। স্বামিনী লজ্জাবতী, ভোজন করিতেছেন না। নানাপ্রকার শপথাদি দিয়া ভোজন করাইতেছেন। কত স্নেহ - পরার্ধ জননী হইতেও স্নেহবতী। "কেন ভোজন করিবে না? আমি কি তোমার মা হ'তে ভিন্ন?"। শ্রীরাধারাণীর নিকটে বসিয়া ভোজন করাছেন। স্বামিনী শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত ভিন্ন কিছু খান না। ধনিষ্ঠা গোপনে আনিয়া মিশাইয়া দিলেন। স্নেহবশে মা নিজের হাতে উঠাইয়া ভোজন করাইতেছেন। বাৎসল্য-প্রেমের মূরতি মা। সখীরা একটু একটু হাসিতেছেন। ইঙ্গিতে এই প্রকাশ করিতেছেন - "খাইয়া না দিলে বুঝি পেট ভরে না?"। তুলসী দাড়াইয়া দেখিতেছেন - "যদি কিছু মিলে?"। স্বামিনী উঠিবার সমযে গোপনে কিছু হাতে নিযে উঠিলেন অন্যের অলক্ষিতে তুলসীর হাতে দিলেন। তাম্বূল খাইয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

স্বামিনীজীউর স্বরূপ নিরূপণ "রাধা, রাধিকা, গান্ধর্বিকা" এই সব নাম আচার্যপাদগণ বর্ণন করিতেছেন। সব নাম দ্বারা স্বরূপ নির্ণয়

হইতেছে। সুধানিধিতে ভুলিয়াছেন "প্রেমনিধিবিগ্রহ"। প্রেমের বাহিরে পরিচয় হ'বে না। প্রেমময়রূপে জানিতে হ'বে। ভাবের বন্ধনকে প্রেম বলে। একদিকে হইলে হয় না, প্রেম দ্বিকোটিস্থ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের মূরতি শ্রীরাধা। তাহাতে আবার রাধাবিষয়ক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মিলিয়াছে। প্রেমের উপরে প্রেমের রং ফলানো। এই রং ফলানো কে দেখিবে? লালজী। শ্যাম স্বামিনীর প্রেমসেবা করেন, যথা - পাদসম্বাহন, তিলকরচনা ইত্যাদি। দাসীর সেবা নয়, শ্রীকৃষ্ণ দাসভাবে সেবা করিতেছেন, তাহাও নয়। প্রেমই সেবারূপে পরিণত। প্রিয়তম হইয়া সেবা, প্রেমের নিবিড় পরিণতির ফল। মার্মিক সেবা। যেমন নিশান্তকালে সখীগণ বলিতেছেন - "কেন তুমি আমাদের প্রিয়সখীর বেশ বিস্রস্ত ক'রে দিযেছ, যেমন ছিল, তেমন করে দাও! বেশ বনাও"। "বাচা সূচিত শর্বরী রতিকলা" ইত্যাদি। ঈষৎ হেসে হেসে উরোজযুগলে পত্রাবলী রচনা করিতেছেন, আর গতরজনীর বিলাসাদির কথা সখীগণের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। তাহাতে ব্রীড়া-কুঞ্চিতলোচনা হইয়া ভ্রূভঙ্গীতে তিরস্কার করিতেছেন। নয়নভঙ্গীতে তিরস্কারই সেবা। শ্যামের সেবা হইতেও স্বামিনীর তিরস্কারে বেশী সুখ। লালজীর প্রেমে এইসব মাধুর্য রাধাবদন প্রকাশ পাইল। ঐ প্রেমসম্পর্কে শ্রীরাধা রঞ্জিতা। অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ পাইতেছে। কৃষ্ণপ্রেমের ধাক্কায় তরঙ্গাযিত শ্রীরাধার স্বাভাবিক দৃষ্টি তরঙ্গাযিত। শ্যামের দৃষ্টিতে শ্রীরাধার স্বাভিযোগ বড়ই মধুর। (১) কুঞ্জে স্বামিনী শ্যামের চিত্রপট নিজ হাতে আঁকিযে দেখিতেছেন। শ্যামসুন্দর কুঞ্জে আসিয়াছেন, তাহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া দেখিতেছেন। মনে এই ভাব - "তোমার চিত্রপটখানা বুকে ক'রে কোন প্রকারে সারা দিন কাটাই। তুমি যখন উপস্থিত, তোমাকে বরণ করিব না? এস - এস"। প্রণযের সম্পর্কে রং ফুটিয়া উঠিয়াছে। (২) ভুজযুগল প্রসারণ করিয়া উচ্চডাল ধরিয়া ফুল তুলিতেছেন। বাহুমূল দেখাইতেছেন। কখনও বলেন নাই, বাহুমূল

দেখাইয়া বলিলেন । উভযের প্রেমে প্রেম সরস হয় । কৃষ্ণপ্রেমের মূরতি রাধা, এই তাঁহার মুখ্য পরিচয় । প্রিয়তমকে একেবারে গলিয়া দিয়াছেন । উভযের মধ্যে কোন মর্যাদা-জ্ঞান নাই । কৃষ্ণপ্রেমের মূরতি শ্রীরাধা । কৃষ্ণের ভালোবাসার রং তাহাতে ফলানো আছে । একদিন স্বামিনী শ্রীবৃন্দাবনে ফুল তুলিতেছেন, এমন সমযে শ্যাম মালীর সাজে এসে । সামনে উপস্থিত । স্বামিনী লজ্জায় চলিয়া যাইতেছেন । অপূর্ব প্রভাববতী । নীল ওড়নী দিয়া অঙ্গ ঢাকিলেন । "আমি রাজনন্দিনি! মালী আমার কাছে দাঁড়িয়াছে? । ওড়নীখানা অঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে । ওড়নীর ভিতর দিয়া প্রতি অঙ্গের ছটা বের হইতেছে! । শ্যাম স্বামিনীর প্রাত্যঙ্গিক মাধুর্য দেখিতেছেন । জীবনে এমন কখনও দেখেন নাই । অভীষ্টবস্তুর অভাবে নিজ হৃদযের তীব্র বেদনা স্বামিনীজীর চরণে নিবেদন করিতেছেন । যাহাতে স্বামিনীজীর কৃপাদৃষ্টি লাভ করা যায় । বিশুদ্ধপ্রেমে কোন কপটতা থাকবে না । বিশেষতঃ এই ব্রজপ্রেমে । এইজন্য আনুগত্যময প্রেম হইবে ||৬৬||

আলিঙ্গনেন শিরসঃ পরিচুম্বনেন
স্নেহাবলোকনভরেণ চ খঞ্জনাক্ষি ।
গোষ্ঠেশয়া নববধূমিব লাল্যমানাং
ত্বাং প্রেক্ষ্য কিং হৃদি মহোৎসবমাতনিষ্যে ||৬৭||

শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসীগণের রাগ অর্থাৎ অনন্যাবেশ নিরন্তর লাগিয়া আছে । সাধক তাহাদের সেই রাগের আনুগত্য হইবে, তবে তাহাদের প্রেমের স্বভাবের সংক্রমণ হ'বে । তবেই প্রেম নিষ্কপট হবে । ব্রজ ছাড়া সর্বত্র প্রেম ঐশ্বর্য মিশ্রিত । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরদের মধ্যেও মহাপ্রভুতে ঐশ্বর্যমিশ্রিত প্রেম দেখা যায় । রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বাড়ীতে নিতে পারিলেন না । ব্রজে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেছেন, কাঁধে চড়িতেছেন । বিশুদ্ধপ্রেম গয়লাপাড়া ছাড়া আর নাই । গোপীর

আনুগত্য ছাড়া ঐশ্বর্যজ্ঞান আসিবেই । শ্রীরাধাকৃষ্ণ ভিন্ন হইয়া এক ভেদও সত্য, অভেদও সত্য । অচিন্ত্য ভেদাভেদ । শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু এই আমরা জানি । শ্রীরূপগোস্বামী প্রার্থনা "হে বৃন্দাবনচক্রবর্তিনি! তুমি এই কৃপা করে যে, কৃপাবলে লালজী আমার চাটুকার হয়!" । আমার অভীষ্ট আমার কাছে চাইবে । গৌরববুদ্ধিতেও প্রেম শিথিল হয় । রাসে চন্দ্রাবলীর চরণ বাঁকা করে নাচিতেছেন । পাছে লালজীর চরণে লাগে? । আমাদের প্রিয়সখী কি সুন্দর নৃত্য করিতেছেন! । শ্রীরূপ বলিতেছেন - "স্বামিনীর কিঙ্করী আমি, আমার পাছে পাছে লালজী ঘুরিবেন । কাশীধামে শ্রীগৌরসুন্দর আর শ্রীসনাতন গলাগলি লইয়া উভযে উভযের অশ্রুতে অঙ্গসিক্ত করিতেছেন । সনাতনের লবঙ্গমঞ্জরীর আবেশ, আর শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহিণী রাধার আবেশ । দেখিয়া চন্দ্রশেখরের বিস্ময় । আমাদের জ্ঞান স্বামিনীকে ব্যাপিয়াই থাকিবে, আর অন্য অনুসন্ধান নাই । তাহার গরবের গরবিনী । আজই দর্শন চাই । কাল কাটে না । আমি একা । আমারও সঙ্গীহীন জীবন । স্বামিনীর ভাবে যে আক্রান্ত, তাহার এই ভাব । মহাপ্রভু কাঁদিতেছেন - "শূন্যাযিতং জগত সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে" । দাসগোস্বামীর সেই অবস্থা । "হৃদযে বড় ব্যথা, দুঃখের অবসান কর । আজই দর্শন দাও" ।

লীলার ছবি জাগিল । স্বামিনীর প্রতি মাযের স্নেহব্যবহার । ভোজনের পর স্বামিনী বিশ্রাম করিতেছেন । মা ডাকিলেন । আমি মাযের নিকট স্বামিনীকে নিযে এলাম মা উঠিয়া আসিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন । নববধূর মত কত লালন শিরচুম্বন করিতেছেন । বার বার মুখ মোছাইয়া চিবুক ধরিয়া মুখ দেখিতেছেন । "তুমি না আসিলে সব অন্ধকার দেখি । তুমি নিত্যই আসিবে যেন ভূলো না" । শ্রীকৃষ্ণের মধুর স্নেহপাত্রী ঐ সমযে আমায় দর্শনে দিবেন? এই আমার বাসনা । নূতন বসন ভূষণ দিযে সাজালেন । তারপর ধনিষ্ঠার চেষ্টায় গিরিগোফায় মিলন ||৬৭||

হা রূপমঞ্জরি সখি প্রণযেন দেবীং
ত্বদ্বাহুদত্তভুজবল্লরিমায়তাক্ষীম্ ।
পশ্চাদহং কলিত কামতরঙ্গরঙ্গাং
নেষ্যামি কিং হরিবিভূষিতকেলিকুঞ্জম্ ||৬৮||

বিরহবেদনার তীব্রতায় উন্মাদভাব বাড়িয়া যাইতেছে । স্বরূপের আবেশই একমাত্র অবলম্বন । স্বামিনীজীউর রূপ, গুণ, লীলার আস্বাদন । প্রেমোন্মত্ত অবস্থা যাহা অনুভব হইতেছে, তাহা বর্ণনার ভাষা নাই । সামর্থ্য নাই । যতটুকু সম্ভব, তাহাই প্রকাশ পায় । শ্রীস্বামিনীজীর চরণ যাহার সর্বস্ব, কাঁদিয়া আকুল, তাহাকে সান্ত্বনা দিতে স্বামিনীই আসিবেন । স্বামিনী তাহাকে চরণপাশে টেনে নিবেন । স্বামিনীর মত এত করুণা কাহার আছে? । শ্রীকৃষ্ণকে আগে না ভজিলে তিনি ভজন করিবে না "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইত্যাদি । শ্রীমন্মহাপ্রভু উপেক্ষিত হইয়াও অপমানিত হইয়াও শ্রীনাম প্রেম দিয়াছেন । কৃপা করেছেন । স্বামিনীর ভাব পেযে এমন হয়াছেন । তবে যে কথা আছে - "কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি" । ব্রজবাসীর কাছে যখন, তখন । রাধিকার প্রাণবন্ধু যখন, তখন । ব্রজবাসীর প্রেমের থাকে এমন সুরস করিয়া রাখিয়া আছেন । বৃক্ষলতা, পাথর, পশুপক্ষী, মেঘাদিতে প্রেমসঞ্চার করিয়াছেন । ব্রজের বাহিরে তা নাই । সুদামা ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ কৃপা করিলেন, দ্বারকায আসিয়া উপহার দিলেন তবে কৃপা করিলেন । ব্রজে নিরপেক্ষা কৃপা । স্বামিনীজীর প্রেমের স্পর্শে তাহাকে সরস করে রেখেছে । স্বভাবতই অপার করুণাময়ী । গ্রীষ্মকালে প্রখর সূর্যের তাপ । অনাবৃতস্থানে রঘুনাথ আবেশে ভজন করিতেছেন । স্বামিনীজী আসিয়া রঘুনাথকে ছায়া দিযে দাঁড়াইয়াছেন । রঘুনাথের অনুসন্ধান নাই । শ্রীসনাতন শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়াছেন রঘুনাথের ভজনকুশল জানিবার জন্য । বলিলেন - "রঘুনাথ! কাহার ভজন

করিতেছ?" । শ্রীরঘুনাথ বলিলেন - "স্বামিনীজীর" । শ্রীসনাতন বলিলেন - "স্বামিনীজী যে তোমাকে ছায়া করে দাঁড়িয়া থাকেন, তার অনুসন্ধান রাখ?" । শুনিয়া রঘুনাথ কাঁদিতে লাগিলেন । শ্রীমদ্ সনাতন বলিলেন - "বাহিরে ভজন কর না, কুটিরে বসিয়া ভজন করিবে" । শ্রীরঘুনাথ ঐচরণে বিক্রীত । "আমার স্বামিনী, তোমাকে আমি জানি । প্রিয়তমের সঙ্গে তুমী পরিচয় করিযে দিবে । তোমাকে ছেড়ে পৃথক্ ভাবে আমি তাহার সঙ্গে পরিচিত হ'ব না । স্ফূর্তির বিরামে হাহাকার করিতেছেন | শ্রীরূপমঞ্জরী এসেছেন । সাধকের মধ্যে প্রধানা | তীব্র যাতনা যখন, তখন নূপুরের ধ্বনি শুনিলেন সঙ্গে সঙ্গে যাতনা কমিল । শ্রীরূপমঞ্জরী উপস্থিত । "তুলসি! কি হযেছে?" । ঐ রাজ্যের সঙ্গে ব্যবহার । মায়ারাজ্যের কোন ব্যবহার নাই । স্বামিনীজী আমার । আমি তাহার কাছে কথা বলা যা'কিছু ব্যবহার, সব তাহার সঙ্গে । রূপমঞ্জরী স্বামিনীর রূপের মঞ্জরী । অফুরন্ত অবিকশিত রূপ । রূপমঞ্জরীকে দেখিলেই স্বামিনীর কথা মনে হয় । অবিকসিত কুসুমে ভ্রমর বসে না । কেমন মিষ্টি সম্বোধন । "এ আমি এসেছি!" । আবেশে শ্রীপাদ উঠে বসে বলিতেছেন - "হা সখি রূপমঞ্জরি! আমি আর পারি না! স্বামিনীর সেবা কি একটু পাব না?" । শ্রীরূপ - "কি সেবা করবি?" । "তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেবা করিব । শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে হরিবিভূষিতকুঞ্জে স্বামিনীজীকে অভিসার ক'রাইব । কামতরঙ্গে রঙ্গময়ী স্বামিনী । তোমার বাহুধরে যা'বেন । আমি পশ্চাৎপশ্চাৎ পথ দেখাইযে যা'ব । স্খলিত গতি হ'তে পারেন, আমি ধরিব । শ্রীপাদের শ্রীসনাতনে গুরুবুদ্ধি, শ্রীরূপে সৌহার্দ্য । পথে তমালে শ্রীকৃষ্ণভ্রম আর স্বর্ণলতায় অন্য নাযিকার ভ্রম । শ্রীরূপের সমাধান । কুঞ্জে শ্রীশ্যামসুন্দর আপন রূপের ছটায় অধিক শোভা বিস্তার করিয়া আছেন । প্রাণেশ্বরীর প্রতীক্ষায় আছেন । সেই কুঞ্জে শ্যামের সঙ্গে স্বামিনী মিলন করাইব । বিরহেরও উপাদেয়তা আছেন, যদিও যন্ত্রণাপ্রদ । বিশ্বের কোন কিছুতে যে উপাদেয়তা নাই - বিরহে তাহা আছে । সাধকের প্রথম সাধ্য বিরহ । বিরহ না হইলে

অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তির লালসা জাগে না । প্রথমে বিরহী হও, তবে সংযোগের আস্বাদন করিও । কাতরতা আগে আসা আবশ্যক, নতুবা অনুভবের যোগ্যতা নাই । অভাব না থাকিলে বিরহ কিসের? । কি করি আমরা "বেশ আছি, হাসিতেছি, খাচ্ছি, আমোদ করিতেছি", কোন অভাববোধ নাই । "তোমার দর্শন বিনে অধন্য, এই রাত্রিদিনে এই কাল না যায় কাটান" । শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের পিছনে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথের বদন দর্শন করিয়া নয়নজলে ভাসিতেছেন । অশ্রুজলে সে খালটি ভরিয়া গেল । রাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরসুন্দরের কুরুক্ষেত্রে মিলনের অবস্থা । ভিখারিণীর মত দেখিতেছেন । যাহার সর্বস্ব, সেই স্বামিনী তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না । কি ব্যথা! দূরে থেকে দেখে তৃপ্তি নাই । অসীম আনন্দ দুঃখকে উচ্ছলিত করিতেছে । রঘুনাথের দুঃখ স্বাভাবিক । তাহার উপাসনার ধারার কীর্তন করিলেও কল্যাণ হয় । কোন দিক দৃষ্টি দিতে ইচ্ছা হয় না । লীলা, রূপ গুণাদির অনুশীলণ করিলেও কেন চিত্ত পবিত্র হ'বে না? | মায়াশক্তি কি স্বরূপশক্তিকে অভিভূত করিতে পারে? । শ্রীগুরুপদাশ্রয় করেছি; নাম-মন্ত্র পেযেছি - কেন হ'বে না? যে ভজনে নূতন মানুষ না করে, সেই ভজন ভজনই নয় । শ্রীস্বামিনীজী শ্রীরূপমঞ্জরীর হাত ধরে চলেছেন । কামতরঙ্গরঙ্গ প্রতি অঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে । শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ, তাহার নাম প্রেম, তাহার তরঙ্গ । দৃষ্টিভঙ্গীতে, চলনীতে, বলনীতে উহাই প্রকাশ পাইতেছে । মিলনের কামনা ।

"কতক্ষণে দেখা পাব বল রূপ - আর কত দূর আছে? । আমার জন্য সে বসে আছে" । কুঞ্জে স্বামিনী গিযে উপস্থিত । হরিবিভূষিত কুঞ্জ । হরি আগেই এসেছেন প্রতীক্ষায় আছেন । যেমন স্বামিনী বাসক সজ্জায় করিয়া প্রতীক্ষায় থাকেন, তাহার উল্টাবস্থা । হরির রূপ, গুণের বিভূষিত বটেই । প্রিয়া আসিবে বলে নিজের হাতে সাজাইয়াছেন । দাসী, আসনপাতা ভালো হয় নাই । নিজে হাতে নয়নের অশ্রুবিন্দুতে সিক্তা করে আসনটি পাতিলেন । লালজী প্রেমনৈপুণ্যে সাজাইয়াছেন

। প্রিয়ার প্রেম সমস্ত কুঞ্জটিতে শোভারূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে । "প্রিয়ার সঙ্গে এখানে এইভাবে বসিব" । এইসব মনে করে সাজাইয়াছেন । প্রেমসেবার এই পরিপাটি! প্রণযের পারস্পরিক সেবা । এমন সময়ে তুলসী ও রূপমঞ্জরীর সহিত স্বামিনী উপস্থিত । রাধারাণী কুঞ্জশোভা দেখিয়া চমকিতা হইলে । মদনসুখদকুঞ্জের কতই শোভা! স্বামিনীজী জিজ্ঞাসা করিতেছেন - "লাল! কুঞ্জ কে সাজিযেছে?" । লালজী - "আমি কি জানি? তুমি বুঝো!" । স্বামিনী - "তুমি সাজিযেছ, অন্যের এ কাজ নয়! আমি আসিব বলে তুমি এত পরিশ্রম করিযেছ, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও সাজানো উচিত ছিল" । এই বলে শ্যামকে জড়ি ধরিতেছেন । আজ অত্যন্ত উদার । স্বামিনীর হরি । প্রেমপরিপাটি দ্বারা মন হরণ করিয়াছেন । দুই এক ফোঁটা অশ্রুও পড়িতেছে । কত আদর করে স্বামিনীকে আসনে নিয় বসাইলেন! | রাসে কুচকুঙ্কুমাক্ত ওড়ানি দিয়া শ্যামের আসন রচনা করেছিলেন । প্রিয়ার প্রীতিতে বুক ভরা । নিজে নীচে বসেছেন । স্বামিনীর কোমল চরণ বুকে নিয়াছেন । "কি করে এই কোমল চরণ নিযে এসেছ - ব্রজের কঠিন মাটি! মনের ভাব জেনে তুলসী জল নিযে এলেন । তুলসী জল ঢালিতেছেন - শ্যাম চরণ ধোয়াইতেছেন । পীতবসন অঞ্চল দিয়া মোছাইতেছেন । নয়নে অশ্রু । আচার্যপাদগণের কৃপা ছাড়া মিলিবে না । ঐ বস্তুতে মন ডুবিবে । লীলার দিব্যস্মৃতি হৃদযে জাগিবে । লালজীর কি শোভা! চরণের প্রান্তে নীচে বসিয়াছেন । স্বামিনী শ্যামকে ধরিয়া উপরে তুলে বসাইলেন । গণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া বলিতেছেন - "তুমি এত ভালোবাস আমায়? আমি ত কিছুই করিতে পারি না । এত ভালোবাসা আমার উপরে কেন? । স্বচ্ছন্দে তোমার সেবাই করিতে পারি নি! । আমার কত বাধা! কত কত যোগ্য নারী তোমার অপেক্ষায় র'যেছেন । লালজী স্বামিনীর মুখপানে কেবল চেযে আছেন । লালজীর অঙ্গে অঙ্গ হেলান দিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন হযে বসিয়াছেন । উভযে উভযের তাকিয়া । শ্যামের বামস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দক্ষিণ কর দিয়া শ্যামের পৃষ্ঠদেশে

জড়াইয়া বসিয়াছেন । নয়নে নয়নে দৃষ্টির বিনিময় । মুখে মৃদুমধুর হাসি । হাসির নিবৃত্তি নাই । তুলসী ও রূপ অনিমিখ নয়নে দাঁড়িয়ে দেখিতেছেন । এইভাবে কুঞ্জের মধ্যে থাকুন ||৬৮||

সাকং ত্বয়া সখি নিকুঞ্জগৃহে সরস্যাঃ
স্বস্যস্তটে কুসুমভাবিতভূষণেন ।
শৃঙ্গারিতং বিদধতী প্রিয়মীশ্বরী সা
হা হা ভবিষ্যতি মদীক্ষণগোচরঃ কিং ||৬৯||

শ্রীরঘুনাথের অকৈতব সৌহার্দ্য শ্রীরূপের সঙ্গে । হঠাৎ শ্রীরূপমঞ্জরীর স্ফূর্তি কেন? । স্ফুরণটিও তো সত্য! তাহাতেও একটা আস্বাদন আছে । এত আর্তির ভিতরেও শান্তি । যে সত্যের সন্ধান পেযেছে, মিথ্যাতে সে আর লিপ্ত হইতে পারে না । স্ফূর্তির দেবতা প্রেমময়ীকে আস্বাদন করে যাইতেছেন ।

তুলসী স্বামিনীর ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থেকে সেবা করিতেছেন । শ্রীরূপমঞ্জরীর সহিত শ্রীতুলসীমঞ্জরী হরিবিভূষিত কেলিকুঞ্জে স্বামিনীকে মিলন করিয়াছেন । পঞ্চাযেতী হরি নন । স্বামিনীর হরি । হরির দিকে বলিতেছি - যদি হরিকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কাহার? হরি বলিবেন - "আমি রাধিকার" । নিভৃত নিকুঞ্জে নিকুঞ্জবিহারী শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু । রাধিকা চরণাশ্রয় না করিলে মিলিবে না । হরিবিভূষিত কেলিকুঞ্জ । লীলা হয় যে কুঞ্জে তাহাই কেলিকুঞ্জ । হরির দ্বারা বিভূষিত কুঞ্জ । অথবা নিজ হাতে যে কুঞ্জ সাজাইতেছেন । যেমন যেমন লীলার সঙ্কল্প মনে জেগেছে, তেমন করে সাজাইতেছেন । বিলাসবিশেষের আকাঙক্ষা দৃষ্টিমাত্রেই প্রিয়ার হৃদযে জাগিবে । "সে খেলিবে, আমি তাহার সঙ্গে খেলিব" ।

অপ্রাকৃত নবীনমদন - এই কিশোর কৃষ্ণ । মদনকে মূর্চ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন । গোপীর মনোরথ চড়িয়া মন্মথের মনকে মথন

করিতেছেন। দামোদর আমাদের ঠাকুর। "ধ্যাযেম দামোদরং"। যাহার উজ্জ্বল বাহুটি রাধাস্কন্ধে নিষেবিত, এই কৃষ্ণের মধ্যে আমরা সব কিছু দেখে নিব। কেলিকুঞ্জে রাধাদামোদর। স্বামিনীর চাপল্যে লালের চাপল্য এসেছে। মুগ্ধ কৈশোর স্বামিনীকে চঞ্চল করিয়াছে। কৃষ্ণ খেলেন স্বামিনীর সঙ্গে। লালের সাহচর্যে স্বামিনী উন্মাদিনী। নাগরের লীলায় তৃপ্ত হইতেছেন না, বলিতেছেন - "এইরকম খেল!"। স্বামিনী শিখিযে নিচ্ছেন, নাগর অধীন, আত্মসাত করে নিযে খেলিতেছেন। "রাধামাধবের মাধুরী আমার চিত্তকে আক্রমণ করুক, যেন আমি সরে পড়িতে না পারি"। রাধা কৃষ্ণ কর্তৃক আরাধিত সেবার শোভায় মাধব। স্বামিনীর অতৃপ্তি। সুন্দরের চুড়া খসে গিয়াছে, মালা, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া গিয়াছে। "সুন্দর! তোমার এই অবস্থা! আচ্ছা! আমি সাজিযে দিই। আমি নষ্ট করে দিযেছি - আমী সাজাবো", স্বামিনী নিজ হাতে ফুল তুলিতেছেন, নিজ হাতে মনের মত ফুলের অলঙ্কার রচনা করিতেছেন। শ্রীরূপমঞ্জরীও স্বামিনীকে সাজাছেন। তুলসী দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন।

লীলার আস্বাদন স্বরূপকে জাগিয়া রাখে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও আবেশের অনুকূল নয়, মনও বেঁকে আছে। প্রাকৃত দেহের আবেশ নিযে পুরুষ বা স্ত্রী কেহই তাহাদের নিকটে যাইতে পারিবে না। স্বরূপের আবেশ থাকা চাই। অর্চাবিগ্রহের সেবাতেও ভূতশুদ্ধির দরকার। স্বরূপের আবেশই ভূতশুদ্ধি। অর্চাবিগ্রহের সেবা করিতেও স্বরূপদেহের আবশ্যক। মানসসেবাতেও স্বরূপের আবেশ চাই। ভাবসম্বন্ধ লইয়া সব ভজন করিতে হইবে। কৃষ্ণদাস অভিমানেও প্রাণ জুড়াবে না। "সখীর অনুগা হইয়া ব্রজে সিদ্ধদেহ পাইয়া, সেইভাবে জুড়াবে পরাণি"। "আমি রাধাকিঙ্করী", এই অহংতা সর্বদাই থাকিবে। কিঙ্করী, স্বামিনী শ্যামকে মিলাইয়া যে অপূর্ব সুখ তাহাদিগকে দেন, তা' আর কেহ দিতে পারেন না। যুগল বড়ই সুখী হন। শ্রীলীলাশুক বলেছেন - “যাহার চরণের নৃত্য শ্রীবৃন্দাবনবিহারীকে বশীভূত করে,

সেই রাধাচরণ ভিন্ন অন্য উপাস্য দেখিব না" । আচার্যগণের মহাবাণী অনুসরণ করিলে স্বরূপের আবেশ জাগিবে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা - "তোমরা ভজন করে জীবকে শিখাও" ।

লালজীর আকাঙ্ক্ষা স্বামিনীর হৃদযেও জেগেছে । লীলার আবরণ লজ্জা, ভয় বাম্য আদি হরি সব হরণ করে নিলেন । লীলা অন্তে শৃঙ্গার করিতেছেন । স্বামিনী শ্যামকে "শৃঙ্গারিতং" শ্যামসুন্দরকে শৃঙ্গারযুক্ত করিতেছেন । ফুলের মালা গেঁথেছেন । দুই প্রান্তে বাঁধেন নাই । পাছে গিঁট দিতে হবে । শ্যামের সামনে গিযে বলিতেছেন - "কেমন মালা হ'যেছে?" । শ্যাম একটু হাসিলেন । শিল্প-প্রশংসার ভাষা পাইতেছেন না । "তবে পরাইয়া দেই" । পরাইয়া দিয়া পিছনে গিঁট দিতেই পরস্পরের বুকের মিলন হইল । মালা মর্দিত হইল । শৃঙ্গার শৃঙ্গাররসে ডুবে শৃঙ্গার করিতেছেন । শৃঙ্গার নামের সার্থকতা করিতেছেন । প্রিয়া বলিতেছেন - "মালা মর্দিত, নষ্ট হ'যে গেল?" । আবার গাঁথিতেছেন । শ্যামসুন্দরকে চুড়া পরাতে শ্যামের মুখে একটু হাসি । "এ যে অমৃত, পড়িতে দেওয়া হ'বে না" । চুম্বন করিতে চুড়া পড়িয়াই গেল । আবার চূড়া পরাইতেছেন, শ্রীরূপমঞ্জরী সাহায্য করিতেছেন । শৃঙ্গার করিবার সময় শ্রীতুলসী দর্শন প্রার্থিনী ||

শ্রীগোবিন্দগোপালগোস্বামী -

শ্রীস্বামিনীজীউর সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির অভাবে অত্যন্ত ব্যাকুল শ্রীরঘুনাথ স্বরূপাবেশে শ্রীকুণ্ডতীরে প্রিয়সখী রূপমঞ্জরীর নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন । বিরহের তীব্র জ্বালায় প্রাণ বুঝি আর থাকে না, এমন সময় স্ফুরণ হইল ।

শ্রীস্বামিনীজীউর শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলা যেন কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের তরঙ্গে স্বামিনীজীউর একেবারে বিহ্বলা হইয়া পড়েছেন; আর যেন হাটিতে পারিতেছেন না । তাই রূপমঞ্জরীর স্কন্ধদেশে বাহুলতাটিকে ন্যস্ত করে অপূর্ব গতিতে গমন

করিতেছেন । তুলসী পশ্চাতে পশ্চাতে শ্যামসুন্দর কর্তৃক বিভূষিত বিলাসকুঞ্জাভিমুখে নিজ অধীশ্বরীকে নিযে যাছেন । শ্যামসুন্দর স্বামিনীজীউর দর্শনের আশায় পূর্বে কুঞ্জে উপস্থিত হযে নিজে কুঞ্জটিকে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা এমনভাবে সজ্জিত করিয়াছেন যেন স্বামিনীজীউ কুঞ্জে প্রবেশ করে কুঞ্জ শোভা দর্শন করে এমন মত্ততাকে প্রাপ্ত হবেন যার প্রভাবে লীলাটি স্বামিনীজীউর কর্তৃত্বে সুসম্পন্ন হবে । চতুর শিরোমণি নাগরের শিল্পনৈপুণ্য সত্যই শ্যামের মনোরথ বাঞ্ছা পূর্ণ করেছিল, কারণ বিলাসের অবসানে স্বামিনীজীউ যেন অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নাগরকে বলিতেছেন - "এমন করেই কি পাগল করিতে হয় আমায়? । দেখ দেখি, আজ এমন করে খেলিতেছি যে, তোমার সমস্ত বেশভূষা একেবারে নষ্ট হয় গিয়াছে । আমিই যখন তোমার বেশের এই অবস্থা করেছি, তখন আমি নিজে হাতেই আজ তোমায় সাজাব । একটু বস" । এই বলে অপূর্ব ভঙ্গিতে শ্যামের গণ্ডে এমনভাবে একটি চুম্বন দিলেন, যে শ্যামসুন্দর সে আস্বাদনেই ভোর হয় গেলেন । তখন রূপমঞ্জরীকে ডাকিলেন - "রূপ, আয়, ফুল তুলে নিযে আসি" । রূপকে সঙ্গে নিযে স্বামিনীজী মনের মত পুষ্পচয়ন করিয়া কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন এবং রূপমঞ্জরীর সহিত কুসুমভাবিত ভূষণের দ্বারা প্রাণনাথকে সাজাইতে লাগিলেন । তুলসী কিন্তু কুঞ্জের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া অধীশ্বরীর সেবা পরিপাটি দর্শন করে আনন্দসাগরে ডুবে যাছেন আর ভাবিতেছেন, এমন সেবা স্বামিনী তোমার দ্বারাই সম্ভব । এদিকে স্বামিনীজীউর স্পর্শে শ্যামসুন্দরের সাত্ত্বিকবিকার ঘর্মবিন্দু প্রকাশ হইয়াছেন । স্বেদবিন্দু স্বামিনীজীউর সেবায় বাধা উৎপাদন করিতেছেন । তখন রাধারাণী তুলসীর দিকে দৃষ্টি দিযে বলিতেছেন "এমন করে চুপ করে কি দেখিতেছিস্ । দেখ দেখি নাগর ঘেমে উঠেছে" । স্বামিনীজীউর আদেশ পেযে তুলসী নাগরের পাশে যাইয়া বাতাস দিতে লাগিলেন । তুলসীর সেবায় প্রথমে শ্যামসুন্দরের ঘর্মবিন্দু শুষ্ক হয়গেল । তখন তুলসীর মনে একটু কৌতুকের আবির্ভাব হওয়ায় এমন পরিপাটীতে বাতাস দিতে আরম্ভ

করিলেন যেন সেই বাতাসের স্পর্শে স্বামিনীজীউর বক্ষের বসনাদি স্থানচ্যুত হওয়ায় নিবন্ধন অঙ্গবিশেষের দর্শনে শ্যামসুন্দর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন - হয়ত বেশরচনার বিঘ্নস্বরূপ চেষ্টাদি প্রকাশ পাচ্ছে - তখন তুলসী মৃদু মৃদু হাসিতেছেন । বাতাস করার ভঙ্গী কিন্তু তখনও পরিবর্ত্তিত হয় নাই । এমন সময়ে স্বামিনীজীউ যেন তিরস্কারের ভঙ্গীতে তুলসীর দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে দৃষ্টির দ্বারাই বলিতেছেন - "তুলসি! তুই তো ভারি দুষ্টু । এমন করে বাতাসে দিলে আমি কেমন করে নাগরের বেশরচনা করিব? । ভালো করে বাতাস দে, যা'তে নাগর শান্ত হ'যে থাকে!" । স্বামিনীজীউর এই অপূর্ব তিরস্কার লাভ করে তুলসী এইবার আনন্দ চিত্তে নূতন পরিপাটি অবলম্বনে বাতাস দিতে শুরু করিলেন । বাতাস যেন স্বামিনীজীউর অঙ্গস্পর্শ অঙ্গগন্ধ বাহন করে চঞ্চল নাগরকে তার অভীষ্টবস্তু প্রদান করে পুনরায় লুপ্তধৈর্যকে জাগিয়া তুলিল । শ্যামসুন্দর শান্ত হইযে স্বামিনীজীউর রচিত বেশে বিভূষিত হইতে লাগিলেন । তুলসী দর্শন করিতেছেন আর বাতাস দিতেছিলেন এমন সময় স্ফূর্তি হইল বিরাম । তখন শ্রীকুণ্ডাতীরে লুটিয়া পরে করুণস্বরে বলিতেছেন - "হায়! এমন দিন আমার কবে হবে যে আমার অধীশ্বরীর বেশরচনা পরিপাটি সাক্ষাৎ এইভাবে আমি দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করিব?" ||৬৯||

শ্রুত্বা বিচক্ষণমুখাদ্ ব্রজরাজসূনোঃ
শস্তাভিসারসময়ং সুভগেঽত্র হৃষ্টা ।
সূক্ষ্মাম্বরৈঃ কুসুমসংস্কৃতকর্ণপূর
হারাদিভিশ্চ ভবতীং কিমলঙ্করিষ্যে ||৭০||

এবার স্বামিনীর স্ফুরণ । "হে সুভগে! বিচক্ষণ নামক শুকের মুখে শ্যামসুন্দরের অভিসারের সংবাদ পাইয়া আমি কি তোমাকে অভিসার করাইব?" । স্বামিনীজীর সৌভাগ্যের অনুভবে "সুভগে"

সম্বোধন । নিজেই শুকপাখীকে বলে পাঠিযেছেন । শ্যামসুন্দরের তীব্রতম উত্কণ্ঠা, রাধাকিঙ্করীর ইহা বড়ই ভোগ্য বস্তু । শ্যামের প্রেমাতিশয্য আর কাহারো উপরে নাই । নিজের শুকপক্ষীকে দিযে সংবাদ দিলেন । আগে স্বামিনীকে বলা হবে না । তা' হ'লে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া এলোমেলো বেশে অমনি অভিসার করিবে । সাজাযে বলব । শুক বলে গিযেছে - "শ্যামসুন্দর তোমার জন্য অভিসার করিবেন!" । স্ফুরণের বিরামে প্রার্থনা - "নিযে গিযে মিলন করাব" ||৭০||

নানাপুষ্পৈঃ ক্বনিতমধুপৈর্দেবি সংভাবিতাভি
র্মালাভিস্তদ্ ঘুসৃণ বিলসৎকামচিত্রালিভিশ্চ |
রাজদ্দ্বারে সপদি মদনানন্দদাভিখ্যগেহে
মল্লীজাতৈঃ শশিমুখি কদা তল্পমাকল্পয়ামি ||৭১||

নানাপুষ্পসুশোভিত কুঞ্জ । প্রতিফুলে গুঞ্জন করিতেছে ভ্রমর । ভ্রমরগুঞ্জনে কুঞ্জ মুখরিত । কুঙ্কুম ঘর্ষিত রং দিয়া দ্বারদেশ কামচিত্রে চিত্রিত । চিত্রগুলি উদ্দীপক । কুঙ্কুমও উদ্দীপক । মদনসুখদকুঞ্জ শ্রীবিশাখার কুঞ্জ । শ্রীরঘুনাথের শ্রীগুরু শ্রীযদুনন্দনাচার্য, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য । সব বিশাখার যূথের । বিশাখানন্দদ স্তোত্র শ্রীরঘুনাথ বর্ণন করেছেন । বাহিরে মনের মধ্যে কোন উচ্চতলে বেদির উপরে মিলন করাইয়াছেন । তাহাদের মনের ভাব বুঝে আমি আগেই কুঞ্জে যাইয়া মল্লিকাকুসুমের শয্যা রচনা করিব । শীতকালে হইলেও ষড্ ঋতু সেবা করে । যেখানে যাহা দরকার । সময় লীলার অপেক্ষা করে । লীলার অনুকূল হইয়া ঋতু সেবা করে । যুগপৎ ষড্ ঋতুর আবির্ভাব হয় । ব্রজ যাহারা আছে, আকাশ, বাতাস, সময়, চন্দ্র, সূর্য, সকলেই লীলার সেবক । চন্দ্রের সেবা - চন্দ্রশালিকার দ্বার খুলিলেই শ্যামসুন্দর পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন । অখণ্ডমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র

"রমাননাভং" । রমিত করেন যিনি - এবং রাধারাণীর মুখের কান্তি, চাঁদ দেখিলেন - তখনই উৎকণ্ঠিত হইয়া বনে এসে বংশীবটে দাঁড়াইয়া বংশী বাজাইতে লাগিলেন । চাঁদ শ্যামসুন্দরের ভাব উচ্ছলিত করিল, কেমন সেবা । বোঁটা ফেলে দিযে পাপড়ি শয্যারচনা । পাত্‌লা একখানা চাদর ফুলের শয্যার উপরে আস্‌তৃত । বসিলে ফুলগুলি এলোমেলো না হয় । একজন শুইতে পারেন এমন খাট । নব নব পল্লব দ্বারা একটি বালিশ । একটি বালিশ কেন? শুইবার সময় দেখা যাবে । লীলার ছবি পূর্বে নিজের মনে আসে । দাসীরা বুঝে কেমন লীলা হ'বে । মিলন করাইযে দিলেন মদনসুখ দেয় যুগলসরকারকে - তাই মদনসুখদকুঞ্জ । ফুলের দরজা । ফুলে ফুলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে । বিরোধী কেহই আসিতে পারিবে না । দ্বারে প্রহরীর মত আছে । যুদ্ধের বাজনার মত গুঞ্জন । রাধাশ্যামকে কামোন্মত্ত করে । কুঙ্‌কুমদ্রব দ্বারা দ্বারকে কামলীলাময় চিত্র দাসীরা নিজেরাই এঁকেছেন । "শশিমুখি! এই সম্বোধন । কলঙ্কযুক্ত চাঁদকেই শশি বলে । কুঞ্জের বাহিরে যখন প্রথম মিলন হয় স্বামিনী এমন চাহিনীতে শ্যামের বদনপানে চেযেছিলেন শ্যাম নয়নযুগলকে চুম্বন না করে থাকিতে পারিলেন না । শ্যামের রাঙা ঠোঁট কালো হইয়া গেল । তাই দেখে স্বামিনী ফিক্ করে একটু হেসে ফেলিলেন । গণ্ডে হাসি চড়াইয়া পড়িতেছে । শ্যাম যেই চুম্বন করেছেন গণ্ডে কাজল লাগিয়া গেল । তাই "শশিমুখি" । তুলসী প্রার্থনা করিতেছেন - "হে শশিমুখি! কবে আমি শয্যা রচনা করিব? মদনসুখদকুঞ্জে মিলন করাইব?" ||৭১||

শ্রীরূপমঞ্জরি করার্চিত পাদপদ্ম
গোষ্ঠেন্দ্রনন্দন ভুজার্পিত মস্তকাযাঃ ।
হা মোদতঃ কনকগৌরি পদারবিন্দ
সম্বাহনানি শনকৈস্তব কিং করিষ্যে ||৭২||

শ্রীপাদ স্বরূপের আবেশের মদনসুখদকুঞ্জে শয্যারচনা করেছেন। "সেই গোপীভাবামৃতে যা'র লোভ হয়; বেদধর্ম লঙিঘ সেই শ্রীকৃষ্ণে ভজয়"। এই শ্রীপাদ মনঃশিক্ষায় বলেছেন – "ধর্ম অনুষ্ঠান কর না। ধর্মও নয়, অধর্মও নয়। ব্রজে রাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা কর"। ইহা ধর্মও নয়, অধর্মও নয়। "শচীসুতকে নন্দসুতত্বে ও শ্রীগুরুকে মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মরণ কর"। বাহ্যাভ্যন্তর দুই দশাতেই শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠা। বাহ্যাবেশকে গ্রাস করে ফেলিবে স্বরূপের আবেশ। যে প্রেম করিতে জানেন না তাহাকেও প্রেম করাইয়া নেন ব্রজবিহারী কৃষ্ণ। শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ-লতা-পশু-পক্ষী-পাথর-জল সকলের ভিতরই প্রেমসঞ্চার করেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের মেঘও প্রেমিক। মেঘের গর্জন শুনে যুগল মিলিত হইলেন। বর্ষাহর্ষবিভাগে প্রথম মিলন (আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ)। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশিলনং"। নিজের সুখ সুবিধার জন্য ভজন নয়। শ্রীকৃষ্ণের রোচ্যমানা প্রবৃত্তি লইয়া ভজন করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের যাহা ভালো লাগে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

কুঞ্জে নবকিশলয়তল্প এবং পুষ্পদ্বারা একটি বালিশ। সেই বালিশে শ্যামসুন্দর মস্তক রাখিয়াছেন। ব্রজরাজনন্দনের বামবাহুকে স্বামিনী বালিশরূপে ব্যবহার করিতেছেন। বিলাসান্তে যুগল শয়ন করিয়া আছেন। শ্রীরূপমঞ্জরী শয্যার উপরে বসিয়া লালজীর চরণসম্বাহন করিতেছেন। স্বামিনীজীর চরণ তুলসী কোলে লইয়া সম্বাহন করিতেছেন। সখীপ্রণয়বশতঃ শ্রীরূপমঞ্জরী তুলসীকে স্বামিনীর চরণ সম্বাহন নিযুক্ত করিয়াছেন। দুইজনই কাট হইয়া মুখোমুখী শুইয়া আছে। রসের কথোপকথন, দর্শন, হাসি। মধ্যে মধ্যে ধাক্কাও দেওয়া সবই হইতেছে। ধীরে ধীরে সম্বাহনে রসের আস্বাদন নিবিড় হইতেছে। দাসী যে চরণ টিপছে মনে নাই। শ্যামরসের আস্বাদনে পুষ্ট। একটু ঘুম হউক। এই সেবার পরিপাটী। ধীরে ধীরে আনন্দ আস্বাদনের সাগরে যুগল ডুবিয়া গেলেন। ঘুমাইয়া গেলেন। তুলসী চুপ করে আছে। যুগলছবি দেখিতেছেন। চরণ বুকেই আছেন

। শয্যা হইতে নামিতেই যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়? যুগলছবি দেখিতেছেন "এইভাবে থাকুন" ||৭২||

গোবর্ধনাদ্রিনিকটে মুকুটেন নর্ম
লীলাবিদগ্ধশিরসাং মধুসূদনেন ।
দানচ্ছলেন ভবতীমবরুদ্ধ্যমানাং
দ্রক্ষ্যামি কিং ভ্রুকুটিদর্পিতনেত্রযুগ্মাম্ ||৭৩||

এবার দানলীলার স্ফুরণ । প্রবাহের মত লীলা চলিতেছে । তাহাতে সেবা । গোবর্দ্ধন নিকটে পরিহাস বিশারদ অর্থাৎ অপূর্ব পরিহাস চাতুর্য সম্পন্ন মধুসূদন তোমার পথ রোধ করিলে তুমি যে অতি দর্পের সহিত ভ্রূকুটি করিবে তাহা আমি কবে দর্শন করিব? । দানলীলায় পরস্পরের কথার মধ্য দিয়া আস্বাদন । পদ পদাবলীতে যে দেখা যায়, রাধারাণী দধিবিক্রয় করিতে যাইতেছেন তাহা আচার্যগণের সম্মত নয় ।

বসুদেব মহাশয়ের ইচ্ছায় গোবর্দ্ধনে ঋষিগণ যজ্ঞে নিযুক্ত ঘৃতদানকারীর অভীষ্টলাভ সুনিশ্চিত, এই কথা ব্রজে সর্বত্র প্রচারিত । স্বামিনীজী ললিতা-বিশাখা-চিত্রা-চম্পকলতা সহ উত্তম উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া ছোট ছোট স্বর্ণঘটে হৈয়ঙ্গবীন, অর্থাৎ সদ্যোজাত ঘৃত লইয়া মস্তকোপরি লালরেশমের বেড়ের উপর বসাইয়া চলিয়াছেন । অঙ্গচ্ছটায় পথ আলো হইয়াছে । এই ছল করিয়া শ্যামদর্শনে বাহির হইয়াছেন । যাইতে যাইতে এদিকে ওদিকে নয়ন বিঘূর্ণন করিয়া অন্বেষণ করিতেছেন - "কোথায় প্রাণনাথ?!" । অকস্মাৎ গোবর্দ্ধনের উচ্চশিখরে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলেন । পারস্পরিক দর্শন । স্বামিনী ধীরে ধীরে চলিতেছেন আর বলিতেছেন - "ললিতে! ধীরে ধীরে চল, পায়ে লাগছে" । ললিতা - "পায়ে ব্যথা নয়! মনে কালো

কাঁকর লেগে গেছে । পাযে লাগলে চলা যায়, মনে লাগলে চলা যায় না" । নাগরের অপূর্ব দানীর বেশ । সুবল মধুমঙ্গল সঙ্গে । "ঘাটী ছেড়ে চলে যাচ্ছি যে গোয়ালিনি! দান দিযে গেলে না?" । সুবল ছুটে গিযে বলিতেছেন, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই । এই চোরাটা কি বলিতেছেন । রাস্তায় গরবিনীগণ বাহুনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন । প্রতিপদবিন্যাস শ্যামনাগরের মনের উপরে । ভূষণের শব্দে বন মুখরিত । নাগর মুগ্ধ, ছুটে এসেছেন । মোহনীয়া দানী । মুখে হাসি, নেত্রে কটাক্ষ । "আমায় দান দিযে যাও" । প্রথমে সখীদের সঙ্গে কথা । স্বামিনী মৌনী । মাঝে মাঝে স্বামিনীকে স্পর্শ করিতে যাইতেছেন । বলিতেছেন - "যৌবন দান দাও!" । সখীগণ বলিতেছেন - যৌবনেরও ভাড়া আছে নাকি?" । শ্যাম - "আমার ঘাটে তাই দিতে হয় । আমাকে অবজ্ঞা করে চলে যাবে? । আমাকে ঘাটাইও না । আমি কৃষ্ণকুণ্ডলী, কালো সাপ, ফুৎকারেই মোহিত হ'বে" । অন্যার্থ - "কুণ্ডলযুক্ত কৃষ্ণ বংশী ফুৎকার একবার করিলেই হইল, সব মোহ । ললিতার দিকে দৃষ্টি দিযে উত্তর দিতে পারিতেছ না?" । স্বামিনী গাম্ভীর্যশালিনী । এতক্ষণ কিছুই বলেন নাই । এখন প্রথম বলিতেছেন - "নকুলাঙ্গনাগণের ধর্ষণে কৃষ্ণ কুণ্ডলীর কল্যাণ কোথায়? ফুৎকৃতি দূরের কথা, দংশনেও কিছু হয় না । নকুলাঙ্গনাগণের ধর্ষণে ভুজাঙ্গের সামর্থ্য কোথায়? । ভিতরে স্বাভিযোগ । লম্পট তুমি, আক্রমণ করিতেও পার । পাত্‌লা কাপড়ে গোলাপফুল ঢাকার মত স্বামিনীর ভিতরে আকাঙ্ক্ষা, পিপাসা, বাহিরে অবজ্ঞা, অনাদর, গাম্ভীর্য দিয়া ঢাকা । পথ ঘিরে দানী দাঁড়াইলেন । ললিতা - "আমি ভৈরবী - স্পর্শ কর দেখি! লালজীর শক্তি নাই । স্বামিনীকে দেখিযে বলিতেছেন একে রেখে যাও! সে আমার কাছে বাঁধা থাকুক্!" । সখীগণ বলিতেছে - "তা পারিব ন!" । শ্যামেরও জোর আছে । "কেমন করে যা'বে? যাও, দেখি!" । সখীগণ বলিতেছেন - "তবে

আমরা চলিলাম, তুমি থাক" । শ্রীকৃষ্ণ - "যজ্ঞের ঘৃত কোথায়?" । এই বলিয়া নবনীত জোর করে কেড়ে খাইতেছেন । সখীগণ - "এ ঘৃত আর যজ্ঞে লাগিবে না । তুমি অনাচারী, ছু'যে দিলে । তোমার মত মানুষকে ছু'লে স্নান করিতে হ'বে" । সখীরা চলিয়া গেলেন । রাধাশ্যাম কুঞ্জে প্রবেশ হয়, লীলার স্ফূর্তির বিরামে প্রার্থনা । আবার স্ফুরণ ||৭৩||

তব তনুবরগন্ধাসঙ্গি বাতেন চন্দ্রা
বলিকরকৃতমল্লি কেলিতল্পাচ্ছলেন ।
মধুরমুখি মুকুন্দং কুণ্ডতীরে মিলন্তং
মধুপমিব কদাহং বীক্ষ্য দর্পং করিষ্যে ||৭৪||

শ্যামসুন্দর চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শৈব্যাদি কর্তৃক নীত । স্বামিনীজীর সহিত মিলিতেই আসিতেছিলেন, পথে হইতে পদ্মা, শৈব্যা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে । শ্রীবৃন্দাবনের পবনের সেবা । স্বামিনীজীউর শ্রীঅঙ্গের গন্ধ লইয়া পবনের চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে প্রবেশ । হঠাৎ স্বামিনীর অঙ্গগন্ধ শ্যামের নাসিকায় প্রবিষ্ট । চন্দ্রাকে বলিলেন - "আমি ভূল করেছি । মা একটি কাজ করিতে বলে'ছিলেন, তা' ত করি নাই" । চন্দ্রাবলী সরলা, আজ্ঞা দিলেন । শ্রীরাধাঙ্গগন্ধ অনুসরণ করে কুঞ্জের দ্বারে উপস্থিত । "তুলসি! আমি এসেছি! মিলন করাইয়া দাও!" । তুলসী শ্যামকে ধমক দিতেছেন - "স্বামিনী কেঁদে কেঁদে অস্থির । তুমি কোথায় গিয়াছিলে?" । নাগর তুলসীকে অনেক অনুরোধ, সাধ্য সাধন করিলে, তবে তুলসী কুঞ্জে লইয়া স্বামিনীর সহিত মিলন করাইয়া দিলেন ||৭৪||

সমন্তাদুন্মত্ত ভ্রমরকুলঝঙ্কারনিকরৈ
র্লসৎপদ্মস্তোমৈরপি বিহগরাবৈরপি পরম্ ।

সখীবৃন্দৈঃ স্বীয়ৈঃ সরসি মধুরে প্রাণপতিনা
কদা দ্রক্ষ্যামস্তে শশিমুখি নবং কেলিনিবহম্ ||৭৫||

এইশ্লোকে জলকেলি দর্শনাকাঙক্ষা । "অয়ি শশিমুখি! কবে রাধাকুণ্ডজলে তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে জলকেলি দর্শন করিব? । মধুর সরোবর, কমল বিকশিত । উন্মত্ত ভ্রমরকুল ঝঙ্কার করিতেছে । পক্ষীর মধুরধ্বনিতে মুখরিত কুণ্ডে কবে তোমার মধুরকেলি দর্শন করিব?" । শ্রীরঘুনাথ নিত্যসিদ্ধ পরিকর । স্বরূপে তুলসী মঞ্জরী । "আমি রাধাদাসী" ইহা চিন্তা করে আনিতে হয় না । আমাদের চিন্তা করিয়া "রাধাদাসী" এইভাবে আনিতে হয় । এঁরা কুঞ্জেরই কিঙ্করী । শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে বেড়িযে আসিয়াছেন - জগতের কল্যাণের জন্য । সকলকেই কিঙ্করী করিয়া কুঞ্জে নিযে যাইতে । গৌরহরি চোর । চোর যেমন গা ঢাকা দেয়, তেমনি শ্যাম শ্রীরাধার ভাব চুরি করে তা'রই কান্তি দিযে আপনাকে ঢেকে এসেছেন ধরা পড়িবার ভযে । বাল্যে মাখনচোর, তারপর বসনচোর, তারপর ভাবচুরি পর্যন্ত । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীসীতানাথকে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিতেছেন - "আপনাদের সকলকে শ্রীবৃন্দাবনে নিযে যাইব । এই শেষ-কাজ সকলকে শ্রীবৃন্দাবন প্রবেশের যোগ্যতা দান করিব" ।

রাধাকিঙ্করী তুলসী প্রার্থনা করিতেছেন - "তোমার কুণ্ডে তোমার প্রাণনাথের সহিত নবকেলিসমূহ দর্শন করিব । ভ্রমরগুলি কমলের মধুপানে উন্মত্ত নয়; রাধাশ্যামের সেবারসে উন্মত্ত । নান্দীমুখী, কুন্দলতা, ধনিষ্ঠা তীরে আছেন । "কি ক্রীড়া হ'বে?" "জলযুদ্ধ" । বেশপরিবর্তন করা হইয়াছে, একখানা সাদা পাত্‌লা সাড়ী রাধা অঙ্গে, আর শ্যামাঙ্গে পাত্‌লা সাদা ছোট একখানা কাপড়, আটা সাটা পরান হইয়াছে । কুন্দলতা বলে দিতেছেন - "পণ রাখিয়া খেলা হ'বে - অধরামৃত পণ । যে হারিবে, সে জযীকে অধরামৃত দান করিবে । সখীরা

সব সাক্ষী থাকিল । রাধামাধব সামনা সামনি দাঁড়াইয়া খুব জলবর্ষণ করিতেছেন । সাদা পাত্‌লা বসন উভযের অঙ্গ মিশিয়া গিয়াছে । তাহাতে যুগলের উচ্ছলিত মাধুর্য উভযে ভোগ করিতেছেন । পালোয়ানের সঙ্গে সুকুমারী পারিবেন কেন? । স্বামিনী শ্যামের দিকে পিছন দিযে দাঁড়াইলেন । সকলেই চুপ করিয়া আছেন । শ্যামের জয় কেহই দেয় না । রাধারাণীর জয় হইলে এতক্ষণে সকলের জয়ধ্বনিতে এমন কি, পশুপক্ষী আদি "রাধে জয়, রাধে জয়" এই জয়ধ্বনিতে কুণ্ড মুখরিত হইয়া উঠিত । শ্যাম - "পণ দিতে হ'বে, আমি ছাড়িব না! তোমাদের জয় হইলে তোমরা কি আমায় ছাড়িতে?" । সখীরা 'হাঁ'ও বলেন না, 'না' ও বলেন না । শ্যামসুন্দর স্বামিনীর সামনে এসে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন । "পণ দাও!" । স্বামিনীর কি শোভা! নয়নদু'টি ঈষৎ শোণিম, অর্ধনিমিলিত ভ্রুভঙ্গী । "হেলা" অর্থাৎ অনাদর - শৃঙ্গারজ ভাবযুক্ত । বিজযী বীর, সে তো ছাড়িবে না । স্বামিনীর মুখে হাসিও আছে, কান্নাও আছে । রোদনের ভিতরে হাসি । নয়ন একেবারে মুদ্রিত করেন নাই । অমন মধুর শ্যামসুন্দর তা'কে না দেখে থাকা যায়? । শ্যাম - "পণ দাও পণ দাও" বলিতেছেন । স্বামিনী পণ শীঘ্র দিতে চাহিতেছেন না । বাম্য, সঙ্কোচ, অবজ্ঞা, উপেক্ষা আছে । চারিদিকে সখীগণ । অপ্রাকৃত নবীন কন্দর্প নাগর "দাও দাও" করিতেছেন । স্বামিনীর মুখমণ্ডলে ভাবের অভিব্যক্তি! উপরে উপেক্ষা, ভিতরে অপেক্ষা । মুখে বলিতেছেন - "স্পর্শ কর না" । কিন্তু অন্তরে আছে - "ছোঁবে না?" । সে মাধুরী অপূর্ব । স্বামিনী মুখ ঘুরাইতেছে । শ্যামের সামনে স্বামিনীর উজ্জ্বলগণ্ড । গণ্ড দেখিয়া শ্যাম উন্মত্ত । শ্যামের মুখের প্রতিবিম্ব, তাহাতে পড়িয়াছে । "প্রতিবিম্বের স্থান হইল । বিম্বের স্থান পাইবে না কেন?" । এই বলিয়া চুম্বন । "তুমি কি করিলে?" এই বলে স্বামিনী মধুর চাহনীতে তাকাইতেছেন । দৃষ্টির শোভায় মুগ্ধ শ্যাম । "কি পুরস্কার দিব?" | এই বলিয়া নয়নে চুম্বন করিতে নয়নের অঞ্জন শ্যামের

রক্তবর্ণ অধরে লাগিয়া গেল। "অধরের বেশ শোভা হ'যেছে" এই বলিয়া মুখ ঘুরাইলেন। দক্ষিণগণ্ডেও অপূর্ব হাসির প্রকাশ দেখিয়া তাহাতে আবার চুম্বন করিলে অধরের কালো দাগ গণ্ডে লাগিল। তাই 'শশিমুখি' এই সম্বোধন করিয়াছেন। কলঙ্কযুক্ত চাঁদকেই শশি বলে। 'প্রাণপতি' - দেহের নয় কি? । স্বামিনীর সর্বাঙ্গে কত বড় অধিকার শ্যামের। তাই "শ্রীরাধাবল্লভ"। স্বামিনীর কাছে অপ্রাপ্য কিছুই নাই। স্ফূর্তির বিরামে হাহাকার। আবার স্ফূর্তি। এইবার বেশরচনা ||৭৫||

সরোবর লসত্তটে মধুপগুঞ্জিকুঞ্জান্তরে
স্ফুটৎকুসুমসঙ্কুলে বিবিধপুষ্পসঙ্ঘৈর্মুদা।
অরিষ্টজযিনা কদা তব বরোরু ভূষাবিধি
র্বিধাস্যতি ইহ প্রিযং মম সুখাব্ধিমাতন্বতা ||৭৬||

পূর্ববর্ত্তী শ্লোকে জলবিহার, এইবার রাধাকুণ্ডের তীরবর্তি কুঞ্জে রাধারাণীর শৃঙ্গার শ্যামসুন্দর করিবেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভাসম্পন্ন তট। মধুপগুঞ্জকুঞ্জ বিকশিত কুসুমে পরিব্যাপ্ত। সেই কুঞ্জে অরিষ্টজযী তোমাকে বিভূষিত করিবে। "হে বরোরু! অরিষ্টজযী আমার সুখের সাগর বিস্তার করিতে করিতে তোমাকে ফুলের সাজে সাজাইবে"। সব সুখ রাধাকিঙ্করীরা ভালোবাসেন না। স্বামিনীর রসময় সেবা এঁদের খুবই ভালো লাগে। স্বামিনীকে একটু উপরে বসাইয়াছেন। নিজে একটু নীচে বসেছেন। তা' না হ'লে শৃঙ্গার করা যায় না। ফুলের শৃঙ্গার হ'বে। হাতের মাপ নিতেছেন। রসময় স্পর্শ দিয়া দিয়া রসের সঙ্গে এক করিয়া নিযে শৃঙ্গার করিতেছেন। কিঙ্করীরা ফুল তুলিতেছেন, স্বামিনীর নীচে পাদপীঠে চরণ ঝুলাইয়া বসিয়াছেন। শ্যামনাগর নিজের হাতে তৈরী করে করে পরাইতেছেন। অরিষ্টজযীর মত বলবান পুরুষও সামলাইতে পারিতেছেন না। রসরাজ রসাস্বাদন

লোলুপ, মহাভাবের মূর্তির সেবা করিতেছেন । স্বামিনী বলিতেছেন - "তুলসি! তুই কিছু করিলি না?" । তুলসী - "সব সময় কি আমাদের সেবা করিতে হইবে? এখন সেবা করিতে পারিব না; ভালো শৃঙ্গার করনেওয়ালা পেযেছ! সেবা দেখে আমাদের সুখের সাগর উচ্ছলিত হৌক্!" । স্বামিনীর পাদপীঠের উপরই লাল চরণ রেখে দাঁড়াইয়াছেন । স্বামিনীর উরুদ্বযের গুটির সঙ্গে শ্যামের অঙ্গের স্পর্শ হইতেছে । পাঁচ লহরের অথবা সাত লহরের মালা পরাইয়া পিছনের গ্রীবার দিকে গিঁট দিতেই গিঁট ফস্কাইয়া গেল । তাহাই দেখিয়া আবার গিঁট দিতে শ্যামের মুখখানি স্বামিনীর বামস্কন্ধের উপরে গিয়াছে! কমল চাঁদের নিকটবর্তি হইয়াছে । কমলে আর চাঁদে তো দেখা হয় না । আজ নিকটে পেযেছে ছাড়িবে কেন? । কমলে চাঁদে মিলন হয়গেল । দেখে তুলসীর সুখাব্ধি উচ্ছালিত । সামনে দাড়াইযে স্বামিনীর বক্ষঃ মালা বিন্যস্ত করিতেছেন তখন স্বামিনী নিজের উরুদ্বয়ের মধ্যবর্তি শ্যামকে দুই'টি উরু দিয়া চেপে দিতেছেন । ফুলের মালার এক লহর ছিড়িয়া গেল । ঐখানে দাড়াইয়ে গাঁথিতেছেন । তুলসী এই সেবা দেখে শিখে রাখিতেছেন । বিরহাবস্থায় এই সব রসের আস্বাদন বুকে দিযে সেবা করিতে হইবে । তুলসী 'বরোরু' সম্বোধন করিতেছেন আর মুখে মৃদু হাসি । তখন স্বামিনীর নয়নের ভঙ্গীতে তিরস্কারও প্রশংসা দুই-ই তিরস্কারের সঙ্গে অনুমোদনও আছে । ললিতা, বিশাখা এখানে নাই । তুলসী ও রূপ হয়ত আছেন । শিঙ্গারের আস্বাদন স্বচ্ছন্দ হইতে কোন বাধা নাই । উরুযুগলের স্পর্শের আস্বাদনে বিহ্বল নাগর । নাগরের সুখের আস্বাদন তুলসীর বুকে এসেছে । ধন্য রাধাদাস্য! ইহার অধিক আর কিছু নাই ।

এই মহাপ্রভুর মহাদান । শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে নিজের হাতে তৈয়ার করেছেন ।

পূর্বে স্বামিনী শ্যামের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া বলেছিলেন "শিঙ্গার কে করিবে?" । শ্যাম - "আজ আমি করি, তুমি আদেশ কর" । বিধানকর্ত্রী রাধারাণী । কতই প্রণয়রসের প্রার্থনা । স্বামিনী ভ্রূভঙ্গীর

সহিত অনুমতি দিলেন - "তবে তুমিই কর" । অঙ্গীকারের ভিতরে নিজেকে বিলাইয়া দিতেছেন । দাসীর সুখের সীমা নাই ||৭৬||

স্ফীতস্বান্তং কয়াচিৎ সরভসমচিরেণার্প্যমাণৈর্দরোদ্য-
ন্নানাপুষ্পোরুগুঞ্জাফলনিকর লসৎকেকিপিঞ্ছপ্রপঞ্চৈঃ ।
সোৎকম্পং রচ্যমানঃ কৃতরুচিহরিণোৎফুল্লমঙ্গং বহন্ত্যাঃ
স্বামিন্যাঃ কেশপাশঃ কিমু মম নয়নানন্দমুচ্চৈর্বিধাতা ||৭৭||
মাধবং মদনকেলিবিভ্রমে মত্তয়া সরসিজেন ভবত্যা ।
তাড়িতং সুমুখি বীক্ষ্য কিন্ত্বিযং গূঢহাস্যবদনা ভবিষ্যতি ||৭৮||

স্ফুরণে শ্রীকুণ্ডতীরে বেশরচনা । অনুভূতির পর স্ফূর্তির বিরাম হইলে প্রার্থনা । স্বামিনীজীর কেশসংস্কার হ'বে । স্বামিনীর কেশপাশ আমার নয়নে প্রচুর পরিমাণে আনন্দদান করিবে । কেমন কেশপাশ? হরিকর্তৃক রচ্যমান । নানাপুষ্প, গুঞ্জা, ময়ূরপুচ্ছ ইত্যাদির দ্বারা কম্পিতকরে কেশরচনা করিতেছেন । স্বামিনীর শরীর পুলকিত । কেশপাশ রচ্যমান হইতে আমার নয়নকে আনন্দদান করিবে? । ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা কেশরচনার কথা বড় একটা শোনা যায় না । কেশরচনা কেন? । অগ্রে কিছু বিলাস হইয়া গিয়াছে । শ্রীসুধানিধিকার মদনকেলি শযোত্থানের কথা বলিয়াছেন । "করনিরুদ্ধ পীতাম্বর" । শ্রীরাধারাণী আপন করে নিজের পরিহিত পীতাম্বর রোধ করিতেছেন । রাধারাণীর পীতাম্বর আর শ্যামের নীলবসন । স্বামিনীর চুড়া আর শ্যামের মস্তকে সীমন্তমণি । বেশ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছেন । যে লীলায় বেশপরিবর্তন হয়, তাহার মূলে হরি অর্থাৎ শ্রীরাধার মন হরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্যামসুন্দরের মনোহর ব্যবহারে স্বামিনীর কোন সঙ্কোচ নাই । মদীয়তা এতই উচ্ছলিত, সেইভাবের সমাধান শ্যামও করিতে পারেন না । শ্যামের ব্যবহারে সঙ্কোচ আসিতে পারেন না ।

স্বামিনীর চরণে সম্পূর্ণ বিক্রীত । স্বামিনীর গর্ব হবে না? নাগর-রাজ স্বামিনীর চরণে পড়িয়া "একটি পরিরম্ভনোত্সব দান কর" । এই বলিয়া কতই প্রার্থনা করেন । যেন কত অভাব - কত কাতরতা! । চরণতলে পতিত রাধারাণীর প্রাণবন্ধু । স্বামিনী হাত বাড়াইয়া উঠাইয়া বক্ষে ধরিলেন । "আমার কি অদেয় আছে?" লীলার প্রবৃত্তি । স্বামিনীর লীলাতে অতৃপ্তি । মনে করিতেছেন - "শ্যাম ভালো হাসিতে পারিছেন না । হাসির পূর্ণ বিকাশ নাই । বারম্বার চুম্বন করে করে হাসি ফুতাইতেছেন । প্রণযে ভেদবুদ্ধি থাকে না । নিজের হাত যেমন অসঙ্কোচে নিজাঙ্গে বুলান যায়, তেমনি শ্যামের প্রতি অঙ্গ আমারই এইভাবে কোন সঙ্কোচই আসেন না । স্বামিনীর আস্বাদনে প্রাণবন্ধুর মুখখানি, সুধাময় যে মুখে, এমন বেণুগানের মাধুর্য যে মুখে, এমন নর্মপরিহাসের প্রকাশ, ইত্যাদি । হরি সব সঙ্কোচ হরণ করে নিয়াছেন । স্বামিনীর মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণ ঘনকুঞ্চিত কেশপাশ হরি পিছনে গিযে ধীরে ধীরে সংস্কার করিতেছেন । এক এক গাছি চুল শ্যামের কোটি প্রাণ তুল্য প্রিয় । স্পর্শরসে স্বামিনীর অঙ্গ পুলকিত । ব্যথা লেগেছে, এই ভযে শ্যাম পিছন দিক হইতে স্বামিনীর স্কন্ধের উপর দিয়া মুখখানি বাড়াইয়া স্বামিনীর মুখখানি দেখিতেছেন । স্বামিনী প্রফুল্লতা নিযে বলিতেছেন - "কেন ব্যাকুল? লাগে নাই" । শুনিয়া নাগররাজের হাসিমুখ । স্বামিনী ভালো কেশরচনার নৈপুণ্যের একটি চুম্বন পুরস্কার দিলেন ||৭৭||

নাগরের বিভ্রম উপস্থিত । অপ্রকৃতিস্থ । কেশসংস্কারে ভূল হযে গিয়াছে । পিছন দিক থেকে লীলার প্রবৃত্তি । লীলাকমল দিয়া স্বামিনীর তাড়ন । পড়া ভূল করিলে যেমন শিক্ষযিত্রী তাড়ন করেন তেমনি । খেলার ভূল হইলে লীলাকমল দিযে স্বামিনী তাড়ন করেন । তখন আমি মুখ ঢেকে হাসিব । ভালো করে দেখে অর্থাৎ কোথায় ভ্রম, কেন অতৃপ্তি নাগরকে স্থানে আনিবার প্রচেষ্টা । আমার গূঢহাসি দেখিলেই নাগর স্বীয় চাপল্য বুঝিতে পারিবে । স্ফুরণের পর স্ফুরণ আসিতেছেন ||৭৮||

সুললিতনিজবাহ্বাশ্লিষ্ট গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ
সুবলিততরবাহ্বাশ্লেষদীব্যন্নতাংসা ।
মধুরমদনগানং তন্বতী তেন সার্দ্ধং
সুভগমুখি মুদং মে হা কদা দাস্যসি ত্বম্ ||৭৯||

"হে সুভগমুখি! তুমি কবে আমায় একটু আনন্দ দিবে?" । বিরহবেদনার আঘাতে হৃদয় বিদীর্ণ । শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিরহ, শ্রীরূপ-সনাতনের বিরহ, ভিতরে স্বামিনীজীউর অভাব । বিরহে দগ্ধীভূত জীবন - আকুলপ্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন - কবে আনন্দ দিবে?" । আমাদের আনন্দ কি? | কেবল নিজের সুখ নয়, শ্রীযুগলের সুখে আমাদের সুখ পর্যবসিত । স্বামিনী - "কেমন করে আনন্দ দিব?" । "তোমার সঙ্গে মধুর মদনগান করিতে করিতে বিভোর লাল, সেই অবস্থায় দেখিতে চাই । সুললিত বাহুদ্বারা গোষ্ঠযুবরাজকে আলিঙ্গন করে । স্বামিনীর দক্ষিণবাহু শ্যামের পৃষ্ঠের দিক দিয়া শ্যামের দক্ষিণবাহুর নীচে কুক্ষি পর্যন্ত গিয়াছে। শ্যামের দীর্ঘ বামবাহু স্বামিনীর বামগ্রীবার উপর দিয়া বামদিকে বক্ষের উপর গিয়াছে। শ্যামের দীর্ঘ বামবাহু স্বামিনীর বামগ্রীবার উপর দিয়া বামদিকে বক্ষের উপর গিয়াছে । লালিত্যযুক্ত স্বামিনীর বাহুর স্পর্শেই লালজীর কত আকাঙ্ক্ষা জাগাইতেছে । শ্যামসুন্দরের বাহু সুবলিত । অঘাসুরের মারণের বল নাই। অনন্ত শক্তি আছে বাহুতে। স্বামিনীর সেবায় নিযুক্ত তবেই শক্তির সৌন্দর্য ফুটে উঠে । আলিঙ্গিত অবস্থায় গান করিতে করিতে আসিতেছেন । গানে উভযেই মত্ত । গতিভঙ্গী ধ্যেয় । বৃন্দাবনের সৌন্দর্য আস্বাদন করিতেছেন । মদনগান । 'মদয়তি' মাতাইয়া তুলে অথবা মদনের গান। মান দিবার সময়ে স্বামিনী দক্ষিণ করকমলদ্বারা শ্যামের দক্ষিণ কুক্ষিতে মান দেওয়ার ছলে চেপে দিলেন। দুই অঙ্গের মধ্যে যে একটু ফাঁক ছিল, একত্র হইল। স্বামিনীর কি আস্বাদন! । "এই বুক চিরিযে যেখানে পরাণ সেখানে তোমারে থোব"

। শ্যামও স্বামিনীর বক্ষঃস্থলে মান (তাল) দিতেছেন । বাহুর বল অনুভব করিতেছেন স্বামিনী । রসময়ী স্বামিনী, রসময় শ্যাম । কি মধুর কণ্ঠ! । কখনও স্বামিনী লালজীর বুকের উপরে মাথা রাখিয়া গান করিতেছেন । শ্যামের গানে মুগ্ধা হইয়া স্বামিনী শ্যামের পীঠ হইতে হাত উঠাইয়া শ্যামের কণ্ঠ ধরিয়া একটু নামাইয়া আলিঙ্গন করিয়া চুম্বনরূপ পুরস্কার দিলেন । লালজীর আনন্দের আর সীমা নাই । সখীরা কেহ সঙ্গে নাই । স্বচ্ছন্দে বিহার । গজরাজ করিণী । বনবিহার করিতে করিতে স্বামিনী ফুল তুলে শ্যামকে সাজাইতেছেন । শ্যামও ফুল তুলিয়া স্বামিনীকে সাজাইতেছেন । গান করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছেন । তুলসী - "একাকিনী পড়িয়াছি । এইপথ দিযে চলে যাও । একবার চোখে দেখে জীবন সার্থক করি । তোমরা লীলায় আনন্দে ভোর হ'যে থাক - আমি দেখে সুখী হই । কুণ্ডতীরে ফেলে রেখেছ, একবার দেখিতে সাধ হয় । তোমরা আনন্দে ভোর হইয়াছ; এই দেখেই দীন দাসী সুখী । তুমি ছেড়ে দিলে কোথায় যাব? তোমার সেবাই যে আমার জীবনের ব্রত । হৃদয় জুড়ে তোমার চরণকমলের জ্যোতিঃ নিরন্তর থাকিবে - এই আমার কামনা । নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন রাধাকুণ্ডের বন আলোকিত । এইভাবে শ্যাম-স্বামিনীকে আসিতে দেখিলে আর কি কিছু ভালো লাগে? । যত বিরহ - তত স্ফুরণ । যত ক্ষুধা, তত আস্বাদন । কেঁদে কেঁদে বিবশ হইয়া যাও, তবে অনুভূতি হইবে । পাগল করে দিলে হ'বে । দেহাবেশ আমার সুদৃঢ বন্ধন । অনুভব আমায় মুক্ত করে দিবে । রঘুনাথ স্ফূর্তির বিরামে কুণ্ডের তীরে লুটাইয়া কাঁদিতেছেন । আবার স্ফূর্তি । রাধারাণী ডাকিতেছেন - "তুলসি! আয়!" ||৭৯||

জিত্বা পাশকখেলায়ামাচ্ছিদ্য মুরলীং হরেঃ ।
ক্ষিপ্তাং মযি ত্বয়া দেবি গোপযিষ্যামি তাং কদা ||৮০||

শ্রীসুদেবীর কুঞ্জে পাশাখেলা আরম্ভ হযেছে । রাধাশ্যাম সমুখ সমুখী বসিয়াছেন । সমস্ত সখীগণ বসিয়াছেন, প্রিয়নর্মসখাদ্বারা উপবিষ্টা । রাধাশ্যামসুন্দরের বিজিগীষাময় লীলাতে পণ থাকে । কুন্দলতাও আছেন । বেণু ও বীণা পণ থাকিল, সামনে রাখা হইল । কেহ কাহাকেও চা'ল বলিতে পারিবেন না । কাঁচা ঘুটি পাকা করা, পাকা ঘুটি কাঁচা করা, ভাল চা'ল দিয়া অন্যের ঘুটিকে মারা ইত্যাদি কাহাকেও কেহ বলিতে পারিবেন না । পাশা ফেলে আগে হাত খোলা চাই, তবে খেলা আরম্ভ হয় । সতর দান পড়িলে এবং আরও কযেকটি দানে হাত খোলে । স্বামিনী বলিতেছেন - "সুন্দর! তুমিই আগে দান ফেল!" । শ্যাম ফেলিলেন, হাত খুলিল না । স্বামিনী পাশা হাতে নিযে রগ্‌ড়াইতেছেন । মৃদুহাসি মুখে । শ্যামের মনকে যেন রগ্‌ড়াইতেছেন । প্রথমবারই সতর দান । হাত খুলিয়া গেল । চোখে চোখে সখীদের সঙ্গে কথা হইতেছে । "তুমি যে খেলায় জিতিবে, তা' তো বুঝেছি । ও যে গোযাঁর, ধেনুর পাছে পাছে লাঠি নিযে হৈ হৈ করিয়া বেড়ায় । খেলার কি জানে?" । দ্বিতীয়বার শ্যামের হাত খুলিল । তুলসী স্বামিনীর পাশেই বসিয়াছেন । মুখখানি দেখা যায় এমনভাবেই বসিয়াছেন । শ্যামসুন্দরের রূপমাধুরী দর্শনে স্বামিনীর বিভ্রম হয় । রাধামাধুরী দর্শনে ভোর হইয়া যান শ্যামসুন্দর । মুগ্ধতা এসে যায় । এমন কি আর পাবেন? ।

তাহাকে প্রেম করিবার লোক দুর্লভ । তাহার কাছ থেকে আদায় করিবার লোক বেশী । দিতে কেহই জানে না । বলি মহারাজ সর্বস্ব নিবেদন করে ভগবানকে দ্বারী করিলেন । তাহাকে আরাম দেওয়ার লোক কম । এক স্বামিনী । শ্রীরঘুনাথ প্রার্থনা করিতেছেন - "আমি কবে সুদেবীর নিকটে ভালো করে পাশা শিখিব?" ভালো জানা আছে ।

শ্যামের বদনচাঁদ দর্শনে স্বামিনীর বিভ্রম । চাল দিতে একটু গোলমাল করিয়াছেন । হারিবার উপক্রম । এমন সমযে আমি ইসারা করে চালটি বলে দিব । ইঙ্গিতে চাল বলে দিযে স্বামিনীকে জযীণী করিব । শ্যামের হারলেই জয় । যেই হেরেছেন, অমনি বংশী উঠাইয়া নিযেছেন । স্বামিনী বলিতেছেন - "বংশী দাও" । লালের বংশী দেওয়ার

ইচ্ছা নাই | রসিক শেখর, তাই একটু রং করিতে ইচ্ছা । বংশী দিবেন না । স্বামিনী নিবেন । কাড়াকাড়ী হইতেছে । স্বামিনী - "হেরেছ, বংশী দিবে না কেন? তোমার বংশী বড় দুষ্টা, সর্বনাশ করে, যমুনায় ভাসাইয়া দেবো!" । লালজী বংশী মস্তকের পিছনদিকে নিযেছেন । স্বামিনী শ্যামের বুকের উপরে পড়িয়া বংশীটি কাড়িয়া নিলেন । বংশী নেওয়ার ছলে বাম্যের ভিতর দিয়া রসাস্বাদন । তোমার বাঞ্ছিত বস্তু আগে উপহার দিযে তারপর নিচ্ছি । তোমাকে সুখে ডুবাইয়া কেড়ে নিব । শ্যামনাগর তখন কেমন হযে গিয়াছেন । হাত শিথিল - তাই নিযেছেন । তুলসীর কাছে গোপনে দিলেন । মোহিত করিয়া বংশী নেওয়া । বুকের উপরে কোন মহৌষধীর প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে । জয়শ্রী স্বামিনী । সখী-মঞ্জরীগণ হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গে অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছেন । বাহ্যজ্ঞান যখন নাগরের ফিরিয়া এল, তখন দেখেন বংশী নাই । "আমার বংশী কৈ?" । শ্রীরাধা - 'কে জানে । তুমি হেরেছ, তবু দিলে না" । শ্যাম - "মনে হয় তুমি নিযেছ" । স্বামিনী - "কেন, ঘরে কি লকড়ীর অভাব আছে?" । স্বামিনীর ইঙ্গিতে দেখাইলেন ললিতার কাছে । খোঁজ আরম্ভ হইল । ললিতা বিশাখাকে দেখাইলেন । এইপ্রকার অষ্টসখীর খোঁজ হইল । শেষে শ্রীরূপমঞ্জরীর নিকট । এইভাবে খেলা চলিল । সুদেবীর কুঞ্জরূপ অমৃতসরোবরে একটি নীলমরাল স্বর্ণপদ্মিনীগণের আস্বাদন করিতেছে ||৮০||

অপি সুমুখি কদাহং মালতীকেলিতল্পে
মধুর মধুর গোষ্ঠীং বিভ্রতীং বল্লভেন ।
মনসিজসুখদেঽস্মিন্মন্দিরে স্মেরগণ্ডাং
সপুলকতনুরেষা ত্বাং কদা বীজয়ামি ||৮১||

লীলারসের আস্বাদনের সঙ্গে সঙ্গে সেবা । শ্রীলীলাশুকের বর্ণনায় লীলা ফুটিয়া উঠিয়াছে । আস্বাদনের কৌশলের ইঙ্গিত আছে । শ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি পাঠ করিতে করিতে স্বরূপের আবেশ আপনিই আসিবে । মনে হবে সাক্ষাৎ স্বামিনীর সঙ্গেই আছি । বাণী মূর্ত হইয়া রাধারাণীকে দেখাইয়া দিবেন । মহাশক্তিসম্পন্ন বাণী । এইখানে মাধুর্যেরই বর্ণন । ঐশ্বর্যের গন্ধমাত্র নাই । রূপ, গুণ, লীলাদিই বর্ণিত হইয়াছেন । রাধারাণীর অষ্টোত্তরশতনাম পাঠ করিলে স্বামিনী কি বস্তু, অনুভব হয়

"মদনসুখদকুঞ্জে মালতীকুসুমের তল্প আমি রচনা করেছি । তোমার প্রাণবল্লভের সঙ্গে মধুর মধুর গোষ্ঠী করিতেছ । দেখি তোমার গণ্ড বিকশিত । আমি পুলকিত শরীরে তোমাকেই ব্যজন করিব" । লালজীকে নয়? এই রাধানিষ্ঠা । এমনভাবে বাতাস করিব, তাহা স্বামিনীর প্রসাদী হয়, অঙ্গগন্ধযুক্ত স্বামিনীর প্রসাদী বাতাস পেযে কৃতার্থ হইবে । "গন্ধোন্মাদিত মাধবা" । "আমার স্বামিনীর বল্লভ যিনি, তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিব? দু'জনেই সুখের সাগরে ভাসিব" । নর্মগোষ্ঠীর কর্তৃ স্বামিনী, আর শ্যামসুন্দর সহচর । কথা শুনিয়া শ্যাম মুগ্ধ হইতেছেন । প্রাণবল্লভরূপে বরণ করিয়া মধুর মধুর গোষ্ঠী হইতেছে । স্বামিনী - "তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই" । মধুর হাসি হাসিয়া কথা বলিতেছেন । মুখের শোভা দর্শনীয় । তাই "সুমুখি" সম্বোধন । "আমার সুমুখি নও । তোমার মুখের সৌন্দর্যের আস্বাদক লালের সুমুখি" । "গোষ্ঠী যেন মূর্তিমতী । ভাষা ভেসে যাইতেছে না, লালের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে । শুনিতেছি যেমন, দেখিতেছিও তেমনি । স্বামিনী - "শ্যাম! তুমি বড় সুন্দর!" । মুখের কথা সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে । স্বামিনী - "বল্লভ বাস্তবিকই তুমি, আমি যে তোমাকে ছাড়া থাকিতে পারি না প্রিয়তম" । ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুর কথা বের হইতেছে (নিজেকে শ্যামের অঙ্গে ঢেলে দিযে অথবা শ্যামকে কোলে

টেনে নিযে তাৎকালিক সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে "সুমুখি" সম্বোধন । "হে স্বামিনি! যদিও আমি অযোগ্য আধার, হৃদয়কে কি আলোকিত করিবে না?") । নাগরের গাযে ধাক্কা দিয়া কথা বলিতেছেন । ধাক্কাতেই কিছু কথা বলা হইয়া গেল, বাকীটুকু হাসিতে প্রকাশ । শ্যাম - "বলে দিব ললিতাকে তুমি যা করেছ?" । স্বামিনী ধাক্কা দিয়া কথা বলিতেছেন । শ্যাম তখন "না না বলিব না" । অঙ্গ হইতে সাত্ত্বিক ঘর্ম হইতেছে । বাতাস দিতেছেন । শুধু বাতাস নয়, বাতাসের বিনোদ । "চমরীচামরবিনোদেন" । ফুল দিয়া চামর তৈরী হইয়াছে । বাতাসের কৌতুক দিয়া সেবা করিব । স্বামিনীর বুকের উপরে স্পর্শ করাইয়া চামরের বাতাস করিব । বুক বাতাস চায় না, বিনোদ চায় । চামর দিয়া তোমার বক্ষের স্পর্শ শ্যামকে দিব । শ্যামের বুকের স্পর্শ তোমার বুকে দিব । ভ্রমরের মত শ্যাম তোমার মুখকমলের আস্বাদন করিতেছেন । কথায় কথায় কত যুগ কেটে যাইতেছে! ||৮১||

আয়াতোদ্যৎকমলবদনে হন্ত লীলাভিসারাদ্
গত্যাটোপৈঃ শ্রমবিলুলিতং দেবি পাদাব্জযুগ্মম্ ।
স্নেহাৎসম্বাহযিতুমপি হ্রীপুঞ্জমূর্তেঽপ্যলজ্জং
নামগ্রাহং নিজজনমিমং হা কদা নোৎস্যসি ত্বম্ ||৮২||

"হে দেবি! লীলাময়ি! বাতাস দিতেছি যে আমি, সে আমাকে নাম ধরে ডেকে তোমার চরণকমলের সম্বাহনে নিযুক্ত করিবে । তুমি লজ্জার মূর্তি । কাহাকেও নাম ধরে ডেকে কোন সেবা করিতে বল না । আমার প্রতি স্নেহবশতঃ নামধরে ডাকিবে । আমি তোমার নিজজন, সেইভাবে অঙ্গীকার করেছ । দাসীও নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন । স্বামিনীরও দাসীর উপরে খুব বিশ্বাস । বুঝেছেন - "আমি ইহাকে দিযে আমার মতন লালের সেবা করিতে পারি । যা'কে তা'কে দিযে সেবা করানো যায় না । রাসে নেচে নেচে সুন্দরের চরণে ব্যথা হ'যেছে -

পাদসম্বাহন করে দে । এইপ্রকার আদেশ প্রিয় দাসীকে স্বামিনী করেন । "এখনও তুমি আদেশ করিবে - "তুলসি! তোর বাতাস দিতে হ'বে না । পা দু'খানি টিপে দে । পরিশ্রমে এলিযে পড়ে'ছে । জোরে জোরে হেটে এসেছি । তাই একটু টিপে দে" । "কিঙ্করীর প্রতি স্বামিনীর বাৎসল্যের প্রকাশ । চরণ দু'খানি এগিযে দিযে পাযের বৈবশ্য নষ্ট করিবার ইচ্ছা । খেলিবার যোগ্য অবস্থা পাযে নাই । পাদপীঠে বসিয়া তুলসী স্বামিনীর চরণ দু'খানি কোলের মধ্যে লইয়া সেবা করিতেছেন । কত প্রিয় চরণ, দাসী ভিন্ন অন্য জানেন না । স্বামিনীকে পাইলে সবই পাওয়া হইবে । রাধারাণীকে পাইলে ভগবানকেও সহজে পাওয়া যায় । রাধারাণীকে তাহার নিকটে পৌঁচাইলে তাহার সব চেযে বড় সেবা করা হইয়া যায় । চরণের বৈবশ্য অপনোদিত চরণ সম্বাহনের ফলে । স্বামিনীর শ্রীমুখের অপূর্ব শোভার বিকাশ হইয়াছে । লীলার লালসা বুকে ছিল, খেলিবার যোগ্যতা চরণে ছিল না, এখন যোগ্যতা আসিয়াছে । এখন চরণ তুলিয়া শয্যায় বসিলেন । শ্যামের কোলে চরণ রাখিয়া অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া কথা বলিতে বিলাসোৎসুকা হইলেন । আর কুঞ্জের ভিতরে কর্ণদ্বারা সমস্ত মনটি দিয়াছেন । শব্দযোগী । 'টু' করিয়া একটু নূপুরের ধ্বনি আসিল । "মঞ্জুসিঞ্জন কানে আসিতেছেন । সেই শব্দে হয়ত ডাকিতেছেন" । যুগলের বিলাসের আবেশে আবেশ মিশাইয়া দাসী কুঞ্জে প্রবেশ করিতেছেন । যুগল মনে করিতেছেন - "আমাদের খেলার আবেশের মূর্তি । কুণ্ডলের সঙ্গে কেশের গ্রন্থি মোচন করিয়া দিয়া দাসী আবার কুঞ্জের বাহিরে এলেন ||৮২||

হা নপ্ত্রি রাধে তব সূর্যভক্তেঃ কালঃ সমুৎপন্ন ইতঃ কুতোঽসি ।
ইতীব রোষান্মুখরা লপন্তী সুধেব কিং মাং সুখযিষ্যতীহ ||৮৩||
দেবি ভাষিত পীযুষং স্মিতকর্পূরবাসিতম্ ।
শ্রোত্রাভ্যাং নয়নাভ্যাং তে কিং নু সেবিষ্যতে ময়া ||৮৪||

সাক্ষাৎকার না হইলেও স্ফুরণে, স্বপনে বা স্মরণে দর্শনেও একটু শান্তি হয়। সাক্ষাৎ প্রাপ্তির অভাবে ব্যাকুলতা প্রার্থনীয় লোভনীয়। স্ফুরণ কিছু নয় বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যেটুকু পাচ্ছি তা' ধরে ধরে একটু একটু অগ্রসর হব। পর পর বিশেষ অনুভব হইবেই। রাধারাণীর চরণসেবার কথা বলা হইয়াছে।

এইখানে মুখরাজী আসিয়া বলিতেছেন - "রাধে নপ্ত্রি! সূর্যপূজা করিতে কখন যাবি?"। এই কথায় সুধার মত তিনি কি আমায় সুখী করিবেন?। রাধারাণীর উপর যেন রাগ করিতেছেন - "এখনও বসে আছিস্? সূর্যপূজায় কখন যাবি?"। "মুখরাদৃক্ সুধানপ্ত্রী"। মুখরার স্বভাব - উপরে উপরে বিরুদ্ধভাব, ভিতরে আছে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিলে ভালো। প্রাতে মুখরাজী যাবটে আসিয়া রাই অঙ্গে শ্যামের পীতবসন দেখে ধমকাইতেছেন, অর্থাৎ গুরুজন হইতে সাবধান করিতেছেন।

পূর্বরাগে রাধার ব্যথা দেখিয়া মুখরার বিহ্বলতা। স্বামিনীকে ব্রজের সকলেই কত ভালোবাসে!। নন্দীশ্বরে মা ব্রজেশ্বরী, রোহিণী মা, ধনিষ্ঠা কত স্নেহ করেন। মুখরা এসে শ্রীরাধাকুণ্ডে মিলনের জন্য সত্বরতা আনিয়া দিতেছেন। সে এসে কুঞ্জে বসে থাকিবে, তা' কি ভালো হ'বে?"। এইসব মুখরাজীর অন্তরের কথা ||

মুখরাজীর কথা শুনে স্বামিনী যে ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর দিলেন, তোমার সেই কথা আমি শুনিতে চাই - দেখিতেও চাই। কথা তোমার অমৃত, কর্পূরের চূর্ণ (হাসি) মিশানো আছে। ঈষৎ হেসে কথা কহিবে আমি চক্ষু দিযে দেখিব ও কান দিযে শুনিব। কর্পূরমিশ্রিত সরবত যে পান করে, তাহার নাসিকা এবং রসনা দুই-ই তৃপ্ত হয়। চক্ষু ও কান দুই-ই কথার অর্থ বুঝিবে। কথায় হৃদযের যে ভাব প্রকাশ পা'চ্ছে না, হাসিতে তা' প্রকাশ পা'চ্ছে। যখন স্বামিনী বলেন "ছুঁযো ন" - মুখে মুস্কান আছে। তাই দেখে বুঝা গেল "ছুঁযো না" বলিলেও "ছোও"

বলা হইতেছে। শব্দের শ্রবণ ও দর্শন দুই হইয়া থাকে। বুড়ীকে পরিহাস করে স্বামিনী বলিতেছেন - "ভাবিতেছিলাম, অন্য কাহাকে দিয়া পূজার সামগ্রী পাঠাইয়া দিব"। মুখরা বলিতেছেন - "মিত্রপূজা কি সখী দিয়া হয়? সূর্যপূজা হইতে পারে" ||৮৪||

কুসুমচয়নখেলাং কুর্বতী ত্বাং পরীতা
রসকুটিল সখীভিঃ প্রাণনাথেন সার্দ্ধম্ |
কপটকলহকেল্যা ক্বাপি রোষেণ ভিন্না
মম মুদমতিবেলং ধাস্যসে সুব্রতে কিম্ ||৮৫||

স্বামিনীজীর কুসুমচয়নলীলা স্ফুরণে আস্বাদন হইতেছে। "তুমি কুসুমচয়ন করিতেছ, সঙ্গে রসকুটিলা সখীগণ। অর্থাৎ বামা, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সরল ব্যবহার কেউই করেন না। ফুল তোলা নিয়ে শ্যামের সঙ্গে ঝগড়া। "জানি তুমি সুব্রতা। সর্বদা শ্যামকে সুখী করে থাক। কপটকলহদ্বারা কবে আমায় সুখী করিবে?"। শ্রীরূপগোস্বামী কুসুমচয়নলীলা বর্ণন করেছেন। সকালে স্বামিনীর মন খারাপ। গৃহকার্য করিতে ভালো লাগিতেছে না। মন উচাটন। কমলনয়ন শ্যামকে দর্শন করিতে অত্যন্ত ব্যাকুলা। বাস্তুপূজার জল নিজে আনিতে হয়। এই ছল করে একাকিনী ঘর হইতে বাহির হইলেন। পিছনে পিছনে রূপমঞ্জরী গোপনে চলিলেন। স্বামিনী চলিতে চলিতে অনেক দূরে গিয়াছেন। শ্রীযমুনার তীরে শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়াছেন। মনে হইতেছে - "বোধ হয় এখানে আছে। অঙ্গগন্ধ পাইতেছি। বনের রক্ষকবেশে শ্যাম এসেছেন। ভালো করিয়া দেখেন নাই। এইভাবে যেন ফুল তুলিতেছেন। শ্যামসুন্দর বলিতেছেন - "কে এ রমণী? আমার বনের ফুল তুলিতেছে? তুমি এত সুন্দরী! কুসুমচয়ন করে বনের শোভা নষ্ট করিতেছ কেন?"। "ভামিনী" অর্থাৎ তেজস্বিনী

। প্রভাববতী রমণী স্বামিনীকে দেখিতেছেন, শ্যামসুন্দর । স্বামিনী নীলবসনখানি অঙ্গে টেনে দিলেন, অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া নিলেন । সে কি অপূর্ব ভঙ্গী! শ্যাম বলিতেছেন - নিত্যই এই বনের ফুল কে তুলে, আজ লুকাযে থেকে চোর ধরেছি । নিত্যই ফুল চুরি কর - তুমি কে?" । স্বামিনী - "আমাকে চিন না? আমাকে ত সকলেই চিনে । সূর্য উপাসিকা আমরা, এই বনে পুরুষের গতিবিধি নাই । পুরুষের অগম্য, তাই ফুল চয়ন করি । আজ পর্যন্ত কেউ নিষেধ করে নাই । তুমি কে? ব্যবহার শিখ নাই? গোয়ার এ কার বন?" । শ্যামসুন্দর বলিতেছেন - "কন্দর্পরাজার বন । আমার উপরে বনরক্ষার ভার আছে । বড় অন্যায় করেছ!" । স্বামিনী - "তুমি তো সেই ধূর্ত! তোমাকে ব্রজে কে না চিনে?" । এই প্রকার কলহ চলিল । "কলহ করেও তুমি সুব্রতা । নিজের ব্রত হইতে বিচ্যুত হও না" । প্রাণনাথের সহিত কুঞ্জে প্রবেশ ও অশেষ বিশেষ লীলা করিলেন ||৮৫||

নানাবিধৈঃ পৃথুল কাকুভরৈরসহ্যৈঃ
সংপ্রার্থিতঃ প্রিয়তয়া তব মাধবেন ।
ত্বন্মানভঙ্গবিধযে সদযে জনোঽযং
ব্যগ্রঃ পতিষ্যতি কদা ললিতা পদান্তে ||৮৬||

স্বামিনী মানিনী হইয়াছেন । শ্যাম অশেষ বিশেষভাবে অনুনয় করিয়াও কৃতকার্য হ'তে পারেন নাই । তুলসীকে মানভঙ্গ করাইবার জন্য অনুনয় করেছেন । তুলসী বলিলেন - "এখানে বস, আমি দেখিয়া আসি" । স্বামিনীর নিকটে গিয়া দেখে স্বামিনী কলহান্তরিতার অবস্থা প্রাণনাথের জন্য ব্যাকুলা । তুলসী বলিলেন - "তোমার এত আদরের ধন কেন আমার নিকটে এসে কাকুতি মিনতি করে, কেন এমন মান

করিলে? । স্বামিনী - "মিলাইতে পারিস্ না?" । তুলসী - "মান করিলে কেমন করে মিলাব?" । স্বামিনী - "ললিতার কথায় মান করেছি" । তখন তুলসী, যে কুঞ্জে ললিতা আছেন, সেই কুঞ্জে গেলেন । ললিতা - "তুলসি! কি জন্য এসেছিস্?" । তুলসী - "মান করিতে আদেশ দিযে এইখানে বসে র'যেছ?" । ললিতা - "কি হযেছে?" । তুলসী - "উভযেরই উৎকণ্ঠা, সহ্য করিতে পারি না! মানভঙ্গের আদেশ দাও! তোমার গৌরব রক্ষার জন্য মিলিতে পারিতেছেন না" । ললিতাজী আজ্ঞা দিলেন । তখন তুলসী এসে বলিতেছেন - "স্বামিনি! ললিতাজী আজ্ঞা দিযেছেন!" । তখন শ্যামকে এনে মিলাইয়া দিলেন । প্রার্থনা করিতেছেন - "কবে ললিতার চরণে পড়িবে?" ||৮৬||

প্রীত্যা মঙ্গলগীতনৃত্যবিলসদ্বীণাদি বাদ্যোৎসবৈঃ
শুদ্ধানাং পয়সাং ঘটৈর্বহুবিধৈঃ সংবাসিতানাং ভৃশম্ ।
বৃন্দারণ্যমহাধিপত্যবিধযে যঃ পৌর্ণমাস্যা স্বযং
ধীরে সংবিহিতঃ স কিং তব মহাসেকো ময়া দ্রক্ষ্যতে ||৮৭||

মানভঙ্গের পর স্বামিনীকে শ্যামের সহিত মিলন করাইয়া সেবারসের আস্বাদন হইয়াছে । শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরীরূপে স্বামিনীর মহাভিষেক দর্শনের বাসনা করিতেছেন । পৌর্ণমাসীদেবী তোমাকে মহাসাম্রজ্ঞীরূপে অভিষেক করিবেন । মাঙ্গলিক উৎসবের দ্বারা অভিষেক । গোপনে নয় । শ্রীযমুনা মূর্তিমতী, একানাংসাদি অনেকেই উপস্থিত হইয়া পবিত্রজলে তোমার অভিষেক করিবেন । তোমার গুণানুভাবেই তোমার অভিষেক করিবেন । শ্যামকে করিলেন না কেন? । শ্যাম বড় চঞ্চল, তুমি ধৈর্য গুণবতী বলে তোমাকেই বৃন্দাবন সাম্রজ্ঞীরূপে অভিষেক করিবেন" । সকল আচার্যপাদগণই শ্রীরাধার উৎকর্ষই বর্ণন করিয়াছেন । পৌর্ণমাসীরও শ্রীরাধার উৎকর্ষ মনে

হইতেছে । "পৌর্ণমাসী বহিঃ খেলৎপ্রাণপঞ্জর শারিকা" । (শ্রীরাধার একটি নাম) । রাজটীকা একানাংসা আগে শ্যামের ললাটে পরাইয়া, পরে রাধারাণীর ললাটে পরাইলেন । মাল্যও শ্যামকে পরাইয়া পরে স্বামিনীকে পরাইলেন । যোগ্যব্যক্তির উপরে যোগ্য ভার পড়েছে । এখন দারোয়ান কে হইবে? । শ্যামসুন্দর বলিতেছেন - "আমি এই কাজ করিব! রাত্রি জাগরণাদি আমী করিতে পারিব" । এইরূপ সে কোতোয়ালের বেশভূষিত হইয়া কোতোয়াল গিরি করিতে লাগিলেন ||৮৭||

ভ্রাত্রা গোঽযুতমত্র মঞ্জুবদনে স্নেহেন দত্ত্বালযং
শ্রীদাম্না কৃপণাং প্রতোষ্য জটিলাং রক্ষাখ্য রাকাক্ষণে ।
নীতাযাঃ সুখ শোকরোদনভরৈস্তে সংদ্রবন্ত্য পরং
বাৎসল্যাজ্জনকৌ বিধাস্যত ইতঃ কিং লালনাং মেঽগ্রতঃ
||৮৮||

"হে স্বামিনি! তোমার পিতা-মাতা শ্রীদামচন্দ্রকে দিয়া রাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তোমাকে গৃহে আনিয়া আমার সামনে লালন করিবেন । তাহা দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমি কবে লাভ করিব?" । শ্রীদামচন্দ্র ভগিনী-বৎসল । যাবটে ভগিনীকে আনিতে গিয়াছেন । জটিলা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন না, খুব কৃপণ । কেবল চাই । বলিলেন - "আপনি কি চান?" । গোসম্পদ চাহিলেন । অযুত গোদান করিয়া জটিলাকে সন্তুষ্ট করিয়া ভগিনীকে নিযে এলেন । লীলাপুষ্টির জন্য এই ব্যবস্থা । পিতৃগৃহে বেশী পরাধীনতা নাই । স্বচ্ছন্দে মিলনাদি হইতে পারে । বাবা, মা পথপানে চেযে আছেন । এমন সময় স্বামিনী এলেন । মা, বাবা কত স্নেহাশিষ করিলেন । কীর্তিদা মা বুকে ধরিলেন লালী একেবারে গলে গিয়াছেন । কাঁদিতেছেন - "একবার খোঁজ নাও না"

ইত্যাদি । বাবা মাযের স্নেহে বিগলিতে । মা বলিতেছেন - "তো'কে কি ভূলে থাকিতে পারি?" । চোখের জলে মাযের বুকে ভেসে যাইতেছে । "ব্রজ-গো-গোপ-গোপালী জীব মাত্রেক জীবনম্" এইটি স্বামিনীর একটি নাম । তুলসী প্রার্থনা করিতেছেন - "আমার বড় ইচ্ছা আমি নয়নের দেখিব বাবা মা তোমাকে কত স্নেহ করেন, আব্দার করিতেছেন । স্বামিনীজীর কত অন্তরঙ্গা - অঙ্গীকার না করিলে বুঝা যাবে না ||৮৮||

লজ্জয়ালিপুরতঃ পরতো মাং গহ্বরং গিরিপতের্বত নীত্বা ।
দিব্যগানমপি তৎস্বরভেদং শিক্ষযিষ্যসি কদা সদযে ত্বম্
||৮৯||

"না চাইতে স্বামিনী নিজজন ব'লে অঙ্গীকার করিলে বুঝবো আমার প্রতি স্নেহ আছে । আমার প্রতি কৃপাবশতঃ না চাইতেও স্বামিনী আমাকে দিব্যগান শিখাবেন । লজ্জাবশতঃ সখীদের কাছ থেকে গোপনে লইয়া গিযে গোবর্দ্ধনের কন্দরে দিব্যগান, স্বরালাপাদি শিখাবেন । লজ্জা কেন? সখীরা ত পর নয়? সখীগণের সামনে সব গান শিখানো যায় না । সাধারণ গান নয় - "দিব্যগান" । সখীরা শুনে ঠাট্টা করিবে । যে গানে শ্যামের মূর্চ্ছাভঙ্গে । দুইজনের খেলা কুঞ্জে হইতেছে । স্বামিনীর নয়নের চাহিনীর ভঙ্গীতেই শ্যামের আনন্দমূর্চ্ছা । আনন্দঘনবিগ্রহ বিভোর । স্বামিনীর চেষ্টাতেও মূর্চ্ছা ভাঙ্গে না । দরজার বাহিরে পীঠ দিযে বসে তুলসী দিব্যগান গাইতেচ্ছেন । রাধামাধুর্য আস্বাদনে মূর্চ্ছিত নাগরের মূর্চ্ছার অপনোদন হইতেছে লীলার যোগ্যতা লাভ করিলেন । এই গান সখীদের সামনে শিখানো যায় না । তাই গিরিকন্দরে গিয়া শিক্ষা হয় । গানের পরীক্ষা হয় । গিরিকন্দর বিলাসভবন তুল্য । সেইখানে শ্যামসুন্দর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

স্বামিনী - "তুমি এখানে?" । শ্যাম - "তুমি তুলসীকে গান শিখালে?' । তুলসীকে বলিলেন - "তুলসি! কেমন গান শিখিলে? গান কর!" । তুলসী গান ধরিলেন । গান শুনে শ্যামের মনে হইল গান যেন স্বামিনী রূপে মূর্ত হইয়াছে । গান শুনিতেছেন, না স্বামিনীকে দেখিতেছেন । বুঝিতে পারিতেছেন না । মুগ্ধ হইযে স্বামিনীর নিকটে বসিলেন । "পরীক্ষা হইযেছে ত?" । উভযেই বলিতেছেন - "বেশ শিখেছ" ||৮৯||

যাচিতা ললিতয়া কিল দেব্যা লজ্জয়া নতমুখীং গণতো মাম্ ।
দেবি দিব্যরসকাব্যকদম্বং পাঠযিষ্যসি কদা প্রণযেন ||৯০||

নিজের মনের মত করিয়া কিঙ্করীকে তৈরী করিয়া নেন । পূর্বশ্লোকে গান শিখাবার আব্দার । এইশ্লোকে পড়াবার আব্দার । রসকাব্য পড়াবেন । সখীদেরও ভালোবাসার আস্বাদন । ললিতা প্রধানা, তিনিও প্রাণেশ্বরীকে প্রার্থনা করিবেন - "সখি! তুমি তুলসীকে দিব্যরসকাব্য পড়াও । মনের মত ক'রে তৈরী কর" । আরও কত কত কিঙ্করী আছে, আমার জন্য কেন প্রার্থনা?" । তাই তুলসী লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন । তখন স্বামিনী দিব্য রসময় কাব্য ডেকে নিযে পড়াইতেছেন । যে যত নিজের প্রতি স্বামিনীর করুণার আস্বাদন করিবে, তাহার স্বরূপ তত জাগিবে । বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে স্বরূপ যে ঘুমাইয়া পড়িল । কত স্নেহে স্বামিনী ডাকিতেছেন - "তুলসি! তুই পড়িবি? তুই এই সময় আমার কাছে নিয়ম করে পড়িস্!" । স্বরচিত নাটক কাব্য পড়াইতেছেন । নিজেদেরই লীলা । দিব্যরস আর অন্যত্র নাই । রূপ করিয়া অন্য নায়ক নাযিকার নাম দিয়া গ্রন্থরচনা করেছেন । ভালোবেসে নিজের অন্তরঙ্গ জন জ্ঞানে পড়াইবেন । কোন কিছু গোপন করিবেন না । যেমন অধ্যাপিকা, তেমনি ছাত্রি । একবার পড়াইলেই অমনি শিখিয়া ফেলিতেছেন । তাহাদের লীলা তাহাদের

কাছে শিক্ষা করে বর্ণন করা কি সুন্দর! । তোমার দাসী আমি, তুমি নিজ হাতে আমাকে গড়ে তুলিবে । সখীগণও শিক্ষা দেন, কিন্তু সকলের উপরে স্বামিনীর শিক্ষা । করুণাময় শ্রীগুরুদেবের সমর্পণের ভিতর দিয়া স্বামিনীজীর অঙ্গীকারের অনুভব । আমাকে রসকাব্য পণ্ডিতা করিয়া তুলিবেন ||৯0||

নিজকুণ্ডতটীকুঞ্জে গুঞ্জদ্ভ্রমরসঙ্কুলে ।
দেবি ত্বং কচ্ছপীশিক্ষাং কদা মাং কারযিষ্যসি ||৯১||

“হে দেবি! তোমার কুণ্ডতটবর্তি কুঞ্জে তুমি আমাকে বীণা বাজানো শিখাবে? মদনসুখদকুঞ্জে স্বামিনী একটি বীণা লইয়া বসেছেন । তুলসীও একটি বীণা লইয়া বসেছেন । কেমন করে বীণা ধরিতে হয়, কেমন করে বামহাতের অঙ্গুলীদ্বারা তাহাদের উপর সঞ্চালন করিতে হয়, কি করে দক্ষিণকরের অঙ্গুলীদ্বারা ঝঙ্কার দিতে হয়, সব শিখাবেন । স্বামিনীর চরণপাশে বসিয়া বীণা বাজানো শিখিতেছেন । শ্যাম খবর পেযেছেন, হয়ত কোন শুকপক্ষী যাইয়া খবর দিযেছে । "স্বামিনী তুলসীকে বীণা বাজনা শিখাইতেছেন" । শ্যাম আসিয়া উপস্থিত । ভ্রমরগুঞ্জিত কুঞ্জে আবেশে স্বামিনী শিক্ষা দিতেছিলেন । নাগর দেখিতেছেন কেমন করে ঝঙ্কার দিতেছেন । হঠাৎ দেখিলেন শ্যামসুন্দর কুঞ্জদ্বারে । তখন বীণা রেখে দিলেন । শ্যাম - "বীণা শিক্ষা দিতেছ? আমি কি, একটু দেখিতেও পাব না?" । স্বামিনী তুলসীকে বীণা বাজাইতে আদেশ করিলেন । দাসীকে দিয়া শ্যামসুন্দরের সেবা করাইয়া স্বামিনী সুখ পান । "স্বগণোপেন্দ্রপাদাব্জ স্পর্শলম্ভনহর্ষিণী" । তুলসী বীণায় মদনগান করিতেছিলেন শুনে দুইজনেরই লালসা জাগিল । তুলসী বাহিরে গেলে খেলা হইতে লাগিল ||৯১||

বিহারৈস্ত্রুটিতং হারং গুম্ফিতং দয়িতং কদা ।
সখীনাং লজ্জয়া দেবি সংজ্ঞয়া মাং নিদেক্ষ্যসি ||৯২||

লীলা অন্তে তুলসী আবার কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন । লীলান্তে দুইজন অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়াছেন । বিচিত্র বেশ, শৃঙ্গাররসে রচিত বেশ । অসংয়ত বসন, কঞ্চুলিকা স্খলিত, সিন্দূরে ললাট লিপ্ত হইয়াছে । আস্বাদন এখনও ছুটে নাই । ইঙ্গিতে স্বামিনী বলিতেছেন - "তুলসি! মুক্তামালা ছিঁড়ে গিযেছে", তাড়াতাড়ী গেঁথে পরিযে দে । আমি ছিঁড়ি নাই, বিহার ছিঁড়ে দিযেছে । ললিতা বিশাখাদি এসে পড়িবে । পরিহাস করে আমাকে আস্ত রাখিবে না । শীঘ্র গেঁথে পরিযে দে" । স্বামিনীর স্নেহের আস্বাদনে বুক ভরে গেছে । বিহারের মত্ততা এখনও ভাঙ্গে নাই । রাধারাণীর চরণপ্রান্তে বসে তাড়াতাড়ি মালা গেঁথে পরিযে দিলেন । স্বামিনী খুব সন্তুষ্টা । "এত শীঘ্র কেমন করে গাঁথিলি?" ||৯২||

স্বমুখান্মন্মুখে দেবি কদা তাম্বূলচর্বিতম্ ।
স্নেহাৎ সর্বদিশো বীক্ষ্য সময়ে ত্বং প্রদাস্যসি ||৯৩||

তুলসী মার্মিক সেবা করে'ছে । পুরস্কার দিবেন । "ললিতাদি এসে দেখিলে লজ্জায় মরে যেতাম" । হার পরাযে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে তাকাইয়া স্বমুখ হইতে চর্বিত তাম্বূল দিবেন । প্রিয়তম যে চর্বিত তাম্বূল স্বামিনীকে দিয়াছেন, সেই অধরামৃত এত আস্বাদ্য প্রিয় কিঙ্করীকে না দিয়া পারিলেন না । তুলসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখে মুখ দিয়া দিলেন স্ফুরণে ভোগ । তুলসী মুখব্যাদান করেছেন - কিন্তু তাম্বূল চর্বিত পাওয়া হইল না । আবার বিলাপ । "স্বামিনি! কবে সেই শুভদিন হইবে নিজের সেবায় অঙ্গীকার করে দিযে, এমন কৃপা

করিবে - এই বলে কুণ্ডতীরে লুটাইতে লাগিলেন?" । স্বামিনী আবার নিজের একটি লীলার স্ফূর্তি দিয়া আনন্দে বিভোর করিয়া রাখিলেন ||৯৩||

নিবিড়মদনযুদ্ধে প্রাণনাথেন সার্দ্ধং
দয়িতমধুরকাঞ্চী যা মদাদ্বিস্মৃতাসীৎ ।
শশিমুখি সময়ে তাং হন্ত সম্ভাল্য ভঙ্গ্যা
ত্বরিতমিহ তদর্থং কিং ত্বয়াহং প্রহেয়া ||৯৪||

স্বরূপের আবেশ সব চেয়ে বড় । প্রার্থনা করিতেছেন - "শশিমুখি! প্রাণনাথের সঙ্গে নিবিড় মদনযুদ্ধের অবস্থানে প্রিয়কাঞ্চী কুঞ্জে ফেলে এসে সময়ে মনে পড়িল কটিভূষণ কটিতে নাই । কটিভূষণটি আনিবার জন্য তুমি কি আমাকে ইঙ্গিত করে পাঠাবে? কটিভূষণটি কেন প্রিয়? শ্যামসুন্দরকে বড় সুখ দেয় । যে জিনিষ শ্যামসুন্দরকে সুখ দেয়, তাহাই রাধারাণীর প্রিয় । নিজের প্রিয় বলিয়া নহে । যুদ্ধের সময়ে মত্ততা বাড়াইবার জন্য উহা থাকা চাই । বিলাসান্তে বাহিরে এসে যুগল উপবিষ্ট, কুঞ্জপ্রাঙ্গণে নৃত্য হইতেছে, সকলেই নৃত্য করিতেছেন । এখন স্বামিনীকে নাচিবার জন্য সকলেই আগ্রহ করিতেছেন । রাধারাণী নাচিবেন । শ্যামও বাঁশীতে ফুঁ দিতেছেন, নাচিতে গিয়া দেখেন কটিতে কাঞ্চী নাই । শব্দ হইতেছে না, নাচ জমিতেছে না । তখন চোখের ইসারায় তুলসীকে পাঠাইলেন । কুঞ্জে গিয়ে দেখেন - অনাদরবশতঃ কিঙ্কিণী অভিমানীণী, আর বাজে না । আদর করে তাঁকে উঠাইয়া চুম্বন করে বুকে ধরে গোপনে নিয়ে এলেন । "শশিমুখি" কেন? । কিঙ্কিণীর অভাবে মন খারাপ । কিঙ্কিনী এনেছেন । স্বামিনীর নৃত্য বন্দ হবে না, পরানো হওয়া চাই । নাচিতে নাচিতে ওড়নাখানা খুলে পড়ে যাইতেছে । তুলসী নাচিতে নাচিতে নিকটে গিয়ে

ওড়নাখানা ঠিক করিতে গিয়া অন্যের অলক্ষিতে কিঙ্কিণীটি স্বামিনীর কটিতে পরাইয়া দিলেন ||৯৪||

কেনাপি দোষলবমাত্রলবেন দেবি
সন্তাড্যমান ইহ ধীরমতে ত্বযোচ্চৈঃ ।
রোষেণ তল্ললিতয়া কিল নীয়মানঃ
সংদ্রক্ষ্যতে কিমু মনাক্ সদযং জনোঽয়ম্ ||৯৫||

কুঞ্জ থেকে যখন তুলসী গোপনে কিঙ্কিণী নিযে এলেন, তখন ললিতার নজর পড়িয়াছে । ললিতা ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন - "কোথায় গিযেছিলি?" । "পরে জানাইব" বলিয়া ইঙ্গিত করিলেন । পরাইবার সময় ললিতাজীকে দেখাইয়া পরাইলেন । অন্য কেহ টের পায় নাই । নৃত্য শেষ হইয়া গিয়াছে । কোন কুঞ্জে একা তুলসীকে নিযে স্বামিনী খুব তাড়ন ভর্ৎসন করিলেন । তাই বলিতেছেন - "হে স্বামিনি! তুমি ধীরমতী, কাহাকেও কিছু বল না । কিন্তু আমার প্রতি ক্রোধ করে খুব তাড়ন ভর্ত্সন করিবে । আমি বলিব "স্বামিনি! আমার দোষ কি?" । স্বামিনী - "ললিতাকে দেখানো হ'যেছিল কেন? ললিতা যে আমাকে পরিহাস করিল । কুঞ্জ হইতে বেরিযে যা!" । তুলসীর মনে - "মার, ধর, যাই কর, তোমার চরণ ছেড়ে আমি কোথায় যাব? মেঘ যদি বজ্রাঘাতও করে, তথাপি চাতক তা'কেই চায়" । কুঞ্জের বাহিরে বসে তুলসী কাঁদিতেছেন । খুব আপনার জন না হইলে কি তাড়ন ভর্ৎসন করা যায়? । তুলসী স্বামিনীর কত প্রিয়া ।

"এই জগতে আমাকে অমূক ভালোবাসে, অমূকে শ্রদ্ধা করে, তাহাতে চিত্তটা ভরিয়া গেল । ইহার কোন মূল্য নাই । সখীমঞ্জরী-মহলে স্বরূপের আদর হইলে তবেই সার্থক ।

ললিতাজী তুলসীকে স্নেহের বশে সঙ্গে করিয়া রাধারাণীর নিকটে নিযে গেলেন এবং ক্ষমাপন করাইতেছেন । স্বামিনীকে বলিতেছেন - "আমার অনুরোধে দেখিয়াছে, তা'র দোষ কি? আমার দোষ । আমাকে ভর্ৎসনা কর!" । "তখন, হে দেবি! তুমি আমার প্রতি স্নেহমাখা নয়নকোণে একবার দৃষ্টি দিবে কি? তুলসী তো তোমারই । রাগ করেও, সব অবস্থাতে তোমার!" ||৯৫||

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা ।
ইতি বিজ্ঞায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥৯৬॥

“এই তুলসী তো তোমারই তোমারই, তোমারই! মধুর মধুর মহাবাণী - ভজনরস বিভাবিত । এই রসের আস্বাদন জীবনে পাই না । মনঃ প্রাণ এক করে নিযে বলিতেছি - "আমি তোমারই আমি তোমারই" । তোমার চরণ ছুঁযে শপথ করে বলিতেছি "আমি তোমারই" । তোমা' ছাড়া বাঁচি না । তোমার সেবা বিচ্যুত হইযে তোমারই কুণ্ডতীরে পড়ে আছি । অকপটে বলিতেছি আর বাঁচিব না । যন্ত্রণা সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই । চরণ সান্নিধ্য হইতে বঞ্চিত হইযে আর কতকাল থাকিব? এ জীবনে আর কাহারও চরণে আমি আত্মসমর্পণ করি নাই । ইহাই বুঝে আমাকে তোমার চরণপ্রান্তে এই দীনা দাসীকে নিযে যাও" ॥৯৬॥

স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়া সদাস্পদম্ ।
অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥৯৭॥

বড়ই দুর্লভ শ্রীরাধাচরণ । আমাকে সেবার অযোগ্য মনে করে বলিতেছি - "হে চঞ্চলনয়নে! স্বামিনি! এই কুণ্ড তোমার প্রিয়তম এবং

তোমার প্রাণনাথেরও প্রিয়তম । এখানেই যেন আমার বাস হয় । কুণ্ডতীর ছেড়ে কোথায়ও আমার যাইতে না হয়” । শ্রীরাধাকুণ্ডের আস্বাদন বুকটি ভর আছে । কুণ্ডের কৃপার কথা মনে পড়েছে ॥৯৭॥

হে শ্রীসরোবর সদা ত্বযি সা মদীশা
প্রেষ্ঠেন সার্দ্ধমিহ খেলতি কামরঙ্গৈঃ ।
ত্বঞ্চেৎপ্রিয়াৎপ্রিয়মতীব তযোরিতীমাং
হা দর্শয়াদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥৯৮॥

শ্রীরঘুনাথের স্বরূপ দেহের আবেশ, রঘুনাথ নয় - তুলসি । কাতর প্রাণে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করিতেছেন - "হে সরোবর! সেই আমার অধীশ্বরী প্রিয়তমকে সঙ্গে নিযে তোমার তীরে তীরে কামরঙ্গে কত ক্রীড়া করিতেছেন? শ্রীরাধাশ্যামের তুমি কতই প্রিয়! আর কিছুই চাই না । এই চাই - একবার আমার অধীশ্বরীর দর্শন করাইয়া দাও!" । এমন সময়ে কিঙ্কিণীশব্দ, নূপুরের শব্দ কর্ণে আসিল । কে যেন ডাকিতেছেন "কেন কাঁদ্‌ছিস্? তুলসি? দেখেন সাক্ষাৎ বিশাখাজী । চরণতলে লুটাইয়া পড়িতেছেন । বিশাখাজীরই অনুগতা । মনের কথা বলিতেছেন ||৯৮||

ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী
ত্বমসি সমবয়স্ত্বান্নর্মভূমির্যদস্যাঃ ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শযিত্বা মদীশাং
মম বিরহহতাযাঃ প্রাণরক্ষাং কুরুস্ব ॥৯৯॥

"হে সুমুখি! বিশাখে! আমি জানি, তুমি আমার স্বামিনীর সমবয়স্কা ও নিতান্ত প্রিয়া। রূপ, গুণ, লীলা, ভাব, স্বভাব সব সমান। রাধারাণীর সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতিভাব।

ললিতাকে একটু ভয় পান। বিশাখাজী শ্রীরাধার নর্মভূমি। নিজে যাইতে না পারিলে বিশাখাকে পাঠান। হোলীলীলাতে বিশাখাকে শ্যামের দলে দিয়া ললিতাকে সঙ্গে রাখিয়া খেলিতে চাহিয়াছেন। বিশাখা আমার কাজই করিবে, তাই বিশাখাকে দিতেছেন | শ্রীরাধার সহিত অপূর্ব সখ্যের বর্ণন শুনিয়া বিশাখাজীর মুখখানি প্রফুল্ল।

স্বরূপের আবেশের আরও বলিতেছেন - "তুমি মদীশার প্রিয়, বিরহে হতপ্রাণ আমি। স্বামিনীজীকে দর্শন করাইয়া আমাকে বাঁচাও"। বলিতে বলিতে স্ফূর্তিতে শ্যামসুন্দর উপস্থিত ॥৯৯॥

হা নাথ গোকুলসুধাকর সুপ্রসন্ন
বক্ত্রারবিন্দ মধুরস্মিত হে কৃপার্দ্র।
যত্র ত্বয়া বিহরতে প্রণয়ৈঃ প্রিয়ারা
ত্তত্রৈব মামপি নয় প্রিয়সেবনায় ॥১০০॥

"হে গোকুলসুধাকর! হে সুপ্রসন্নমুখারবিন্দ! হে মধুরস্মিত! হে কৃপার্দ্র! যেখানে তোমার সঙ্গে স্বামিনী খেলা করেন, সেইখানে আমাকে নিযে চল এবং প্রিয়সেবা দান কর!"। স্বামিনীর বল্লভ, তাই আমার নাথ। স্বামিনীর প্রতি অঙ্গে সুধাবর্ষণ করিতেছেন, অর্থাৎ প্রতি ইন্দ্রিয়কে তুষ্ট করিতেছে। অতএব গোকুলসুধাকর। ইহাদ্বারা পুষ্পবাণের সূচনা হইল। প্রতি অঙ্গে (ইন্দ্রিযে) অপূর্ব ভোগ দিযে স্বামিনীকে পাগল করেন। স্বামিনীর উৎকণ্ঠার তরঙ্গ দেখে সুপ্রসন্ন মুখারবিন্দ। এই সম্বোধন। তারপর শ্যামসুন্দরের লীলাকে কবলিত করিলেন। "তুমি খেলিতে জানো না"। স্বামিনী কর্তৃক হইযে শ্যামকে

হাত ধরে শিখাইয়া দিতেছেন । তাই দেখে মধুরস্মিত, শ্রান্ত, ক্লান্ত, অলসাঙ্গী হইযে শ্যামের বক্ষোপরি শুইযে আছে, শ্যাম স্বামিনীর সেবা করিতেছেন, তাই কৃপার্দ্র । সেইখানে আমাকে নিয়ে প্রিয়সেবা দান কর । তোমার সেবা অথবা স্বামিনীর সেবা অথবা আমার প্রিয়সেবা দান কর । যে সেবাটি তুমি করিতে পারিতেছ না, তা' আমি করিব" ।

শ্রীলীলাশুকের করুণারুণার শ্লোকটির যে ভাব তাহার সহিত এইশ্লোকের সাদৃশ্য আছে । নিভৃতনিকুঞ্জে সেবার প্রার্থনা । এইশ্লোকে বলিতে বলিতে ব্যাকুল ॥১০০॥

লক্ষ্মীর্যদঙ্ঘ্রিকমলস্য নখাঞ্চলস্য
সৌন্দর্যবিন্দুমপি নার্হতি লব্ধমীশে |
সা ত্বং বিধাস্যসি ন চেন্মম নেত্রদানং
কিং জীবিতেন মম দুঃখদবাগ্নিদেন ॥১০১॥

"হে স্বামিনি! তোমাকে কি আমি জানি না? । তুমি কেন আমার সঙ্গে লুকোচুরী খেল? । তোমার চরণকমলের নখরের প্রান্তভাগে যে সৌন্দর্য আছে, তাহা লক্ষ্মীরও নাই । এমন সৌন্দর্যবতী তুমি, এমন করুণাময়ী, সর্বগুণসম্পন্না স্বামিনী যাহার, তাহার এত দুঃখ কেন? । সেই স্বামিনীর দর্শনে আমি বঞ্চিতা? অযোগ্য ব'লে যদি দর্শন দিবে না? ত'বে বাঁচিয়ে রাখিলে কেন? নিজেও তো মরিতে পারি না - এ জীবন যে তোমার চরণে উত্সর্গীকৃত । তোমার দর্শন বিনে এই সেবাভাগ্যহীন জীবন আর রাখিতে ইচ্ছা নাই" । স্বামিনী যেন বলিতেছেন - "ব্যাকুলা তুলসি! তুই আমার কিঙ্করী পরিচয় দিতেছিস্? তো'কে কি মেরে ফেলিতে পারি?" ॥১০১॥

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি ।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি ॥১০২॥

স্বামিনীজীউর বিরহ বড় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে । একটু দর্শনের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন । "তুমি যদি চক্ষুদান না করিলা অর্থাৎ তোমার দর্শনের যদি না পাইলাম, এই বিরহদগ্ধজীবনে কি প্রয়োজন আছে? সেবাধিকার না দিলে এই সন্তাপময় জীবনের কি কাজ? অদর্শনজনিত বিরহ বড় জ্বালাময় । স্বামিনী যদি বলেন - "কি ভাবে এতকাল বেঁচে আছ?" । "হে বরোরু স্বামিনি! শুন তবে, সুখে বেঁচে আছি কি? কোনরকমে অতিকষ্টে সময় কাটাচ্ছি । কেবল আশায় অবলম্বন আশার ভিতরে আছে অমৃতসিন্ধু । অমৃত মরিতে দেয় না । অহৈতুকী করুণা তোমার, মাঝে মাঝে মনে হয় পা'বো । স্বপ্নে, স্মরণে, স্ফুরণে যখন পাই, তখন মনে হয় অবশ্যই পা'ব । জীবনও প্রায় শেষ । এত নিষ্পেষণে কি, কেহ বাঁচে? করুণাময়ি! বড় বেদনা । আর বইতে পারিতেছি না । এখন এই শেষ প্রার্থনা: আর বলিবার ক্ষমতা নেই - ভাষাও নেই । এত দুঃখেও যদি কৃপা না কর, তবে প্রাণে, ব্রজে এবং কৃষ্ণেই বা আমার কি প্রয়োজন? তোমার কৃপা বিনে বেঁচে থাকা কি লাভ? । এত কাল গেল - কৃপাত হ'ল না । এইভাবে যদি জীবন যায়, তবে কি হইল? ব্রজও চাই না, শ্রীকৃষ্ণও চাই না । তোমার কৃপা না হ'লে কিছুরই দরকার নেই । আমার আর কেহই নেই । স্বামিনি! কৃপাময়ি! দুঃখিতা আমাকে যদি কৃপা না কর, তবে আমার কি গতি হইবে? তুমি লীলাময়ি, তোমার কাছে দুঃখের কথা বলা উচিৎ নয়, আজ অনন্যোপায় হইয়া তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি - তুমি যদি কৃপা

না কর, অন্যের কৃপা পাইতে ইচ্ছুক নই" । নির্হেতু কৃপার সাগর তুমি । আমিও কৃপা চাওয়ার যোগ্য । যা'র কেউ নেই, সেইত কৃপা পাবার যোগ্য । আমার মত দুঃখিনী আর কেহই নেই" ॥১০২॥

ত্বঞ্চেৎ কৃপাময়ি কৃপাং ময়ি দুঃখিতায়াং
নৈবাতনোরতিতরাং কিমিহ প্রলাপৈঃ ।
ত্বৎকুণ্ডমধ্যমপি তদ্বহুকালমেব
সংসেব্যমানমপি কিং নু করিষ্যতীহ ॥১০৩॥

এত দুঃখিতা আমি, আমার প্রতি যদি কৃপা না করিলা, তবে বিলাপের ফল কি হইল? বিলাপের ভিতর দিয়া দুর্দশা নিবেদন করিতেছি । বহুকালধরে তোমার কুণ্ডমধ্যে পড়ে আছি, কুণ্ডের সেবা করিতেছি । এই সেবারই বা কি ফল? কুণ্ড তোমার এত প্রিয়! তোমার কৃপা না হইলে কুণ্ডসেবায় আমার কি হইল? ॥১০৩॥

অয়ি প্রণয়শালিনি প্রণয়পুষ্টদাস্যাপ্তয়ে
প্রকামমতিরোদনৈঃ প্রচুরদুঃকদগ্ধাত্মনা ।
বিলাপকুসুমাঞ্জলির্হৃদিনিধায় পাদাম্বুজে
ময়া বত সমর্পিতস্তব তনোতু তুষ্টিং মনাক্ ॥১০৪॥

স্বামিনি! আর কি বলিব? বলিবার কিছু নাই । তুমি কৃপা কর বা না কর, এই বিশ্বাস আমার আছে তুমি প্রণয়শালিনী । শ্যামসুন্দরের প্রতি, সখীদের প্রতি, দাসীর প্রতি প্রণয়শালিনী । হে স্বামিনি! ব্যাকুল হৃদয়ে এই 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি' বুকে করিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম । এ দাসী অযোগ্য হইলেও আশা ছাড়িতে পারিছে না ।

তোমার চরণে এই নিবেদন - তোমার প্রেমের দাসী হইবার আশায় এই বিলাপকুসুমাঞ্জলি তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। অয়ি প্রণয়শালিনি! তুমি অপার করুণার্দ্রহৃদয়া, এই করুণা কর যেন তোমার প্রণয়পুষ্টদাসী হইতে পারি । দাসীর বুকের অনন্তদুঃখ দাবানলপূর্ণ এই বিলাপকুসুমাঞ্জলি তোমার করুণার দিকে চাহিয়া তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। মনে বড় সাধ তোমার প্রণয়পুষ্ট দাসী হইয়া তোমার হৃদয় বুঝিয়া তোমার প্রেমসেবা করিব - সাধারণ দাসী নয় । "হে স্বামিনি! যদি তোমার প্রেমসেবা পাইবার যোগ্যতা না থাকে, তবে থাক্ - দিও না। দুঃখের সাগরে ফেলে রাখ, অথবা যে অবস্থায় রাখ, কেঁদে কেঁদে যে "বিলাপকুসুমাঞ্জলি" তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম, ইহা তোমার কিঞ্চিৎ সন্তোষের কারণ হইল, ইহাই বুঝিতে দাও" ।

এই স্তবের ফলশ্রুতি নাই। বলিতে বলিতে শ্রীপাদের কণ্ঠরোধ । মূর্চ্ছিতাবস্থা । এই দারুণ বিরহানল কি ক্রন্দনেই পর্যবসিত হইবে? এমন সময়ে অকস্মাৎ শ্রীরাধামাধবের শ্রীঅঙ্গের গন্ধে দশ দিক আমোদিত । আপন প্রাণনাথকে নিয়ে স্বামিনী এসেছেন । মধুর কণ্ঠধ্বনি স্বামিনী বলিতেছেন - "তুলসি! এই তো আমি এসেছি!" । তুলসীর অভীষ্ট পূর্ণ হইল। স্বীয় প্রাণনাথকে সঙ্গে লইয়ে স্বামিনীজী তুলসীর সম্মুখে । হাত ধরিয়া বুকে তুলিয়া তুলসীকে অঙ্গীকার করিলেন। বিলাপের পরিসমাপ্তি - স্বাভীষ্টলাভ করিলেন শ্রীরঘুনাথ। স্বামিনীজীর সহিত কিঙ্করীর মিলন হইল ॥১০৪॥

শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাঞ্জলি সমাপ্ত